জামাতার স্বপ্ন পূরণেই কি ‘গাজা দখল’ চান ট্রাম্প? পৃষ্ঠা ২২

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 13 February 2025, 8th Year, Issue 413, 40 Pages

তুলসী গ্যাবার্ডই মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৩০ মাঘ ১৪৩১, ১৪ শাবান ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪১৩, পৃষ্ঠা ৪০

সারাদেশে প্রায় ৮০০ আয়নাঘর আছে: ড. ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আয়নাঘর সারা বাংলাদেশজুড়ে আছে। যার সংখ্যাও নিরূপণ করা যায়নি।

বুধবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সক্রিয় হচ্ছে আবারো অপরাধের অর্থনীতি

নিউজ ডেস্ক

১৯৬৯ সাল। অনেকটা আকস্মিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ ডলারের ওপরের সব নোট বাতিলের ঘোষণা দেয় রিচার্ড নিক্সন প্রশাসন। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বড় ধরনের সংকট তৈরি করছিল কালো টাকার দৌরাত্ম্য। নিক্সন প্রশাসনের এ ঘোষণায় দেশটির অর্থনীতিতে কালো টাকার প্রবাহে বড়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ক্ষমতায় থাকতে একের পর এক নৃশংস পদক্ষেপ হাসিনার

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের তদন্তে এই তথ্য উঠে এসেছে।

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় আওয়ামী লীগের সহিংস কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিগত সরকার এবং নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পদ্ধতিগতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত ছিল। ক্ষমতায় থাকার জন্য হাসিনা সরকার একের পর এক নৃশংস পদক্ষেপ নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করেছিল।

বাংলাদেশে অভ্যুত্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের তদন্তে এই তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভা থেকে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে সেখানে এ দিন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশন অনলাইনে ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে।

প্রতিবেদনে ধারণা দেওয়া হয়েছে, ওই দেড় মাসে ১,৪০০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হত্যা ও নির্বিচার গুলির একাধিক বড় অভিযান

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

রিকশার পাদানিতে গুলিবিদ্ধ গোলাম নাফিজকে নিয়ে চালক নূর মোহাম্মদ যাচ্ছেন হাসপাতালে। ৪ আগস্ট বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেট থেকে ছবিটি তোলেন মানবজমিন পত্রিকার ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদ। জাতিসংঘের প্রতিবেদনের প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছে সেই ছবির স্কেচ।

হাসিনার পতনের দিন কী ঘটেছিল

ঢাকা ডেস্ক

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে জর্জরিত আওয়ামী লীগের দেড় দশকের বেশি সময়ের শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু ততক্ষণে হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। নারী-শিশুসহ হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত জাতিসংঘের

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

নতুন শক্তির মুখোমুখি বিএনপি!

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশের এ যাবৎ কালের তিনটি বড় গণঅভ্যুত্থানের প্রতিটির পরই আওয়ামীলীগ জনগণের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। ঠিক উল্টোভাবে বিএনপি জনগণের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবেও সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে বিএনপি। যদিও তারা এখনও ক্ষমতায় যায়নি, তবে

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সময় দেবে জামায়াত

ঢাকা অফিস

পুরো সংস্কার নয়, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রয়োজনীয় সংস্কারের আগে কোনো নির্বাচন চায় না বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশ জামায়াতে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

Taxes,
Immigration,
Bookkeeping
& more
All Under
One Roof!

Dynamic
Tax & Accounting

(646) 295-3811
www.dynamicsrv.com

Abdul Wahab Chowdhury
Co-Founder / Managing Partner

আমরা দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

CDPAP Transition
Community Outreach Partner

● Bangla ● Hindi ● Urdu ● Spanish

+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ক্রিসা ও ফিয়ানসি ক্রিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক, ইনক-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সভা গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, রবিবার, ব্রঙ্কসে অবস্থিত নিরব রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তুষারঝড়, বৃষ্টি, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও অনেকেই সভায় যোগ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব সামাদ মিয়া জাকারিয়া এবং সাধারণ সম্পাদকের মোঃ ইমরান আলী টিপুর পরিচালনায় সোসাইটির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

সোসাইটির বিগত দুই বছরের কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় হিসাবের কপি উপস্থিত সকল সদস্যদের কাছে বিতরণ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, বর্তমান কমিটি গত দুই বছরে সোসাইটির জন্য মোট ৫০,৫৮১ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে, যা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানে সংগঠনটি মানবিক সহায়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সভায় পঠিত প্রতিবেদনটি শুনে সাধারণ সভার উপস্থিত সদস্যরা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন এবং বর্তমান কমিটির কার্যক্রমকে অভিনন্দিত করেন এবং সকল কার্যক্রম ও উপস্থাপিত হিসাব অনুমোদন করেন । সাধারণ সভায় উপস্থিত উপদেষ্টা জনাব আবু কায়ছার চিশতি এবং জনাব হাসান আলী বর্তমান কমিটির সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে কমিটির মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে প্রচার সম্পাদক মছনুর রহমান গঠনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে দুই বারের বেশি কোনো কমিটি বহাল থাকা যাবে না বলে স্মরণ করিয়ে দেন। উপদেষ্টা বৃন্দ তখন মন্তব্য করেন সাধারণ সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা ই গঠণতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত ।এ পর্যায়ে সভাপতি জনাব সামাদ মিয়া জাকারিয়া সংগঠনের স্বচ্ছতা ধরে রাখার জন্য এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন ।তিনি উপস্থিত সবাইকে আগামী কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। নির্বাচন কমিশন গঠন ও সদস্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নতুন সদস্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরুর প্রস্তাব আসে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে ১০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে। যারা সোসাইটির সদস্য হতে ইচ্ছুক, তারা সংগঠনের সভাপতি জনাব মোঃ সামাদ মিয়া জাকারিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলীর কাছ থেকে সদস্য ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। সাধারণ সভায় সোসাইটির উপদেষ্টা, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে ছিলেন• প্রধান উপদেষ্টা জনাব আব্দুর রব মিয়া দলা মিয়া,উপদেষ্টা• জনাব হাসান আলী ,উপদেষ্টা• মুক্তিযোদ্ধা আবু কায়সার চিসতি , সহ-সভাপতি-প্রফেসর আমিনুল হক চুন্নু •কোষাধ্যক্ষ-মোঃ বশির মিয়া ,প্রচার সম্পাদক-মসনুর রহমান – ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক-আবু সাঈদ এস চৌধুরী – আপ্যায়ন সম্পাদক-মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন,সাদস্যিক সম্পাদক-রুবেজ সিদ্দিক ,কার্যনির্বাহী সদস্য-আবেদ হোসেন মোল্লা,চৌধুরী মুমিত তানিম ও মোঃ মাসুদ বেগ ,সাধারণ সদস্য-মোহাম্মদ বখতিয়ার খোকন । সভায় উপস্থিত সদস্যরা বাংলাদেশ সোসাইটির ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়েও মতবিনিময় করেন। পরে সভাপতি জনাব সামাদ মিয়া জাকারিয়া সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন, যেখানে তিনি সোসাইটির অগ্রগতির জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব দেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

বিদ্বেষ নয়, সহনশীলতাই হোক রাজনীতির মূলমন্ত্র

‘রাজনীতি’ শব্দটির সঙ্গে মানুষের মিশ্র প্রতিক্রিয়া জড়িয়ে আছে। একদিকে, রাজনীতি সমাজ পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যেখানে নীতি-নির্ধারণ, জনকল্যাণ এবং ন্যায়বিচারের আদর্শ বাস্তবায়নের সুযোগ থাকে। অন্যদিকে, অনেকের কাছে রাজনীতি মানেই ক্ষমতার লড়াই, প্রতারণা, দুর্নীতি এবং স্বার্থপরতার প্রতিচিত্র।

রাজনীতির ধারণা হেলেনিস্টিক যুগ থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এটি নানা রকম ব্যাখ্যা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ব্যাখ্যা যাই হোক, রাজনীতিতে এমন কিছু নীতি থাকে, যেসব নীতি অনুসরণের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে। সম্ভবত রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী ছিলেন গ্রিক দার্শনিক, যুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল। এথেন্সে অবস্থানকালে তিনি পলিটিকস এবং নিকোমাখিয়ান এথিকসসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, যা আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন ও নৈতিকতার ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পলিটিকস এবং নিকোমাখিয়ান এথিকস উভয় গ্রন্থেই অ্যারিস্টটল রাজনীতিকে মূলত নীতিশাস্ত্র ও মূল্যবোধের অধ্যয়ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন—যা সঠিক ও ভুলের ধারণা, কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া সম্ভব, সে সম্পর্কে আলোচনা করে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে, রাজনীতি হচ্ছে প্রধানতম বিজ্ঞান, কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবেই একটি রাজনৈতিক প্রাণী, এবং তারা সচেতন বা অচেতনভাবে প্রতিটি কর্মের মাধ্যমেই রাজনীতিতে যুক্ত থাকে, যত ছোট বা গুরুত্বহীন সেই কাজই হোক না কেন।

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই আমরা দেখেছি, মতাদর্শগত বিভেদ, স্বার্থের সংঘাত এবং ক্ষমতার লড়াই রাজনীতিকে একসময় সংঘর্ষমুখী করে তুলেছে। অথচ প্রকৃত রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ন্যায়, সমতা, এবং সর্বোপরি সহনশীলতার ভিত্তিতে সমাজকে পরিচালিত করা।

বহু দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ‘থমাস হবস’ সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে ‘স্টেট অফ ন্যাচার’ ধারণার মাধ্যমে দেখান যে সংঘাত এড়াতে এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য একটি সর্বোচ্চ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন। তাঁর মতে, নৈতিকতা ও রাজনীতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত, এবং মানুষের স্বভাবই নির্ধারণ করে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি।

‘জন রলস’ ন্যায়বিচারকে রাজনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে দেখান। তার ‘জাস্টিজ এজ ফেয়ারনেস’ তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি সমাজে সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও হতে হবে সাম্যবাদী। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য একসঙ্গে বিদ্যমান থাকবে-এমন রাজনৈতিক কাঠামোর পক্ষে ছিলেন তিনি। ‘জর্জ লেকোফ’ রাজনীতিতে ভাষার প্রভাব এবং চিন্তার কাঠামো কেমন করে বাস্তবতাকে সংজ্ঞায়িত করে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে, রাজনৈতিক ভাষা ও বর্ণনা শুধু তথ্য প্রচার করে না, বরং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে নৈতিক কাঠামো আমাদের রাজনৈতিক ভাবনাগুলোর ভিত্তি তৈরি করে। এই দার্শনিকদের চিন্তা, রাজনীতির নৈতিক কাঠামো ও সামাজিক চুক্তির ধারণাকে বিশ্বজুড়ে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছে, যা আজও সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের বিশ্বে আমরা রাজনৈতিক মেরুকরণ, ঘৃণার ভাষা এবং সহিংসতামূলক কৌশলের বিস্তার দেখছি। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশসহ বহু দেশে রাজনৈতিক বিভক্তি সমাজকে দুর্বল করে তুলছে। সমাজমাধ্যমের অপব্যবহার, অপপ্রচার এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। অথচ একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন মত ও পথের সহাবস্থান নিশ্চিত করাই রাজনীতির প্রকৃত সৌন্দর্য।

আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন বিভক্তি, বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে, তখন অতীতের শিক্ষা ও দার্শনিক ব্যাখ্যা থেকে আমরা কিছু মূল্যবান দৃষ্টান্ত নিতে পারি।

ইউরোপের বহু দেশ যখন জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষের পথে হেঁটেছে, তখন সেখানকার সমাজে কট্টরপন্থার উত্থান ঘটেছে। কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে আমরা দেখি সহনশীলতা ও সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসেও আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধোত্তর আমেরিকায় পুনর্মিলনের চেষ্টা ছিল সহনশীল রাজনীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রাচীন গ্রীসের অ্যাথেন্স ও স্পার্টার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কিংবা মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধগুলো দেখায়, যখন সহনশীলতা হারিয়ে যায়, তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস নেমে আসে। ভারতের ইতিহাসও আমাদের সহনশীল রাজনীতির উদাহরণ দেয়। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার দর্শন আজও বিশ্বের নানা প্রান্তে অনুপ্রেরণার উৎস। আবার বিপরীত দিকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জাতিগত সংঘাত আমাদের দেখিয়েছে যে বিদ্বেষের রাজনীতি কেবল ধ্বংস ডেকে আনে।

বিদ্বেষের রাজনীতি সাময়িকভাবে কিছু গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি ঘটালেও, দীর্ঘমেয়াদে তা সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয়। আজকের বিশ্বে আমাদের সামনে দুটি পথ—একটি বিভাজনের, অন্যটি সংহতির। ইতিহাস সাক্ষী, যারা সহনশীলতার পথে হেঁটেছে, তারাই টিকে থেকেছে, এগিয়ে গেছে। তাই আমাদের সময়ের রাজনৈতিক নেতাদের, জনগণকে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একসঙ্গে ভাবতে হবে—সহনশীলতাই রাজনীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। সহনশীল রাজনীতিই আমাদের আগামীর সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

ট্রাম্পের যে আদেশের বড় প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে

ফজলুল কবির

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের পর দুই সপ্তাহের কিছু বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে তিনি ৪০টির বেশি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। এর মধ্যে কিছু আছে অভ্যন্তরীণ বিষয়। আবার কিছু আছে, যার প্রভাব দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পড়ছে। এই প্রভাবের তালিকায় কিন্তু বাংলাদেশও আছে। সেটা কীভাবে?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন মসনদে প্রত্যাবর্তন নিয়ে আগে থেকেই অনেক জল্পনা ছিল। সেই জল্পনাকে সত্য করতে তিনি কাজও শুরু করেছেন। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর ৪৪টি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। পাশাপাশি আগের মেয়াদে দেওয়া বা বাইডেন প্রশাসনের সময় নির্বাহী আদেশের মধ্য দিয়ে বাতিল হওয়া পূর্বতন অনেক আদেশও পুনস্থাপন করেছেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হচ্ছে মেক্সিকো সীমান্তে জরুরি অবস্থা, মেক্সিকো-কানাডার ওপর আরোপিত শুল্ক (বর্তমানে আদেশটি স্থগিত অবস্থায় আছে), চীনের সঙ্গে শুল্কারোপের পুরোনো খেলায় মেতে নতুন করে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে আসার মতো বিভিন্ন আদেশগুলো।

এসব আদেশের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনার জন্ম দিয়েছে ইউএসএআইডি, বা মৌখিকভাবে ইউএসএইড নামে পরিচিত সংস্থা সম্পর্কিত নির্বাহী আদেশটি। এ নিয়ে মার্কিন মুলুকে আলোচনা হচ্ছে বটে। তবে এই ইউএসএআইডি–এর কার্যক্রমের যারা সুফলভোগী, সেই অংশে কিন্তু তেমন আলোচনা নেই। এ তালিকায় বাংলাদেশও আছে।

শুরুতেই এ সম্পর্কিত আদেশটি দেখা যাক। স্নায়ুযুদ্ধের কালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়কে মোকাবিলার অংশ হিসেবে ১৯৬১ সালের ৩ নভেম্বর ইউএসএআইডি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্বাহী আদেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর বিদেশে মার্কিন অর্থ সহায়তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইউএস টুডে জানাচ্ছে, এ সম্পর্কিত আদেশের পরপর ইউএসএআইডি–এর ১০ হাজারের বেশি কর্মীকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়, তাও আবার বিনা বেতনে। পাশাপাশি অনেককে ছাঁটাইও করা হয়। বিশ্বের অন্তত ৬০টি দেশ থেকে নিজেদের কর্মীকে ফেরত আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য পথভাড়া সরকার বহন করবে বলে জানানো হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদেশটি অবশ্য পরিষ্কার। তাঁর কথা–মার্কিন জনগণের করের টাকা সেখানেই ব্যয় হবে, যেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রও উপকৃত হবে। এ ক্ষেত্রে ইউএসএআইডি'কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আনার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে। যদিও এই ব্যয় সংকোচন ও আমলাতান্ত্রিকতা কমাতে নিযুক্ত ইলন মাস্ক জানাচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টিতে ইউএসএআইডি একটি 'মৃত' সংগঠন। এটি সংস্কার করা অসম্ভব। নতুন প্রতিষ্ঠিত দপ্তর ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিশিয়েন্সির (ডগ) শীর্ষে বসে আছেন দুই ব্যবসায়ী ইলন মাস্ক ও বিবেক রামাস্বামী। তাঁদের মতে, ইউএসএআইডি যেভাবে কাজ করছে, তা অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। তাই এটি বন্ধ করে দেওয়াই উত্তম।

বর্তমান পরিস্থিতি জানতে ইউএসএআইডি–এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়েও যথাযথ তথ্য পাওয়ার কোনো উপায় নেই। সেখানে একটি নোটিশ ঝুলছে, যাতে বলা আছে–'সারা বিশ্বে ইউএসএআইডি–এর সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রশাসনিক ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সঙ্গে ব্যতিক্রম ঘটবে।' ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর এই আদেশে আরও বলা হয়েছে–যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকা কর্মীদের ৩০ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে হবে। এ জন্য তাদের ভ্রমণ ব্যয় বহন করবে প্রশাসন। পাশাপাশি ছাঁটাইয়ের আওতায় পড়া কর্মীরা তাদের বিধিবদ্ধ সুবিধাদি পাবেন বলেও জানানো হয়েছে ওই নোটিশে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করা এই মার্কিন উন্নয়ন সংস্থার তহবিল স্থগিত করলে আসলে কী ঘটতে পারে? জাতিসংঘের তথ্যমতে, ইউএসএআইডি একক ডোনার হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বড়। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউজউইক জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে সংস্থাটি মোট ৭ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থ সহায়তা দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ১৬০০ কোটি মার্কিন ডলার গেছে শুধু ইউক্রেনেই।

মার্কিন সরকার বিভিন্ন সংস্থার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে তাদের অর্থ সহায়তা দেয়। এর কোনোটি মানবিক সহায়তা, কোনোটি নিরাপত্তা সম্পর্কিত। স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, শরণার্থী, সুশাসন, গণতন্ত্র ইত্যাদি নানা খাতে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি মার্কিন সরকার এই অর্থ ব্যয় করে। মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত ওয়েবসাইট ফরেইন অ্যাসিস্ট্যান্স ডট জিওভি-এর তথ্যমতে, ২০২৩ সালে সারা বিশ্বের ২০৪টি দেশ ও অঞ্চলে দেশটি তার বিভিন্ন সংস্থার মধ্য দিয়ে মোট ১৫ হাজার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে শুধু ইউএসএআইডি–এর মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ২৪৫ কোটি ডলার।

আর মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউজউইক জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে নানা ধরনের সহায়তা বাবদ ইউএসএআইডি ৭ হাজার ২০০ কোটি ডলার অর্থ ছাড় করেছে।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি নিউজউইক তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন দেশে যাওয়া এই অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা গেছে, ইউক্রেনের পর সবচেয়ে বেশি অর্থ সহায়তা গেছে ইথিওপিয়ায়, যার পরিমাণ ১৭০ কোটি ডলার।

মানচিত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ সহায়তা পেয়েছে আফগানিস্তান। তালেবান শাসনের অধীনে প্রত্যাবর্তন করা দেশটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশটিতে ২০২৩ সালে সংস্থাটি ১০৭ কোটি ৮৯ লাখ ৪৮ হাজার ৪৫০ ডলার মানবিক সহায়তা পাঠায়। তালিকায় পরের দেশটিই কিন্তু বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ইউএসএআইডি'র অর্থ সহায়তা এসেছে ৩৩ কোটি ৬৭ লাখ ৪ হাজার ৭১০ ডলার। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু এমনকি পাকিস্তান ও ভারত থেকেও এগিয়ে। এই দুই দেশে একই বছরে সংস্থাটির অর্থ সহায়তার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২ কোটি ২৭ লাখ ও ১১ কোটি ৮১ লাখ ডলারের কিছু বেশি।

ইউএসএআইডি ভারত বা পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে বেশি অর্থ সহায়তা দেয়–এটি এত দিন আনন্দের খবর হিসেবে বিবেচিত হলেও, এখন কিন্তু এ খবরই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। কারণ, ডগ-প্রধান ইলন মাস্ক বলছেন, ইউএসএআইডি পুনর্গঠন বা এর সংস্কার এক রকম অসম্ভব। ফলে এই সংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

বাংলাদেশে মার্কিন সহায়তার ধরন বিচার করলে বিষয়টি কিছুটা বোঝা যাবে। এফএ ডট জিওভি ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে মার্কিন বিভিন্ন সংস্থা নানা ধরনের সহায়তা হিসেবে মোট ৪৯ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে। এই অর্থ ২৪০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৩ কোটি ডলার এসেছে ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে। এর পরের অবস্থানেই আছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের মাধ্যমে এসেছে ১২ কোটি ১২ লাখ ডলারের বেশি। মার্কিন কৃষি দপ্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে ৩ কোটি ৪৪ লাখ ডলার।

এই অর্থ সহায়তা দেওয়া খাতগুলোর দিকে এবার তাকানো যাক। মোট ৪৯ কোটি ডলারের মধ্যে ১৯ কোটি ৮ লাখ ডলারের বেশি ব্যয় হয়েছে বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রকল্পে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি ২৭ লাখ ডলার। শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রকল্পে প্রায় ৪ কোটি ৯৮ লাখ ডলার, স্বাস্থ্য খাতে ৪ কোটি ৮০ লাখ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন সম্পর্কিত খাতে প্রায় ৪ কোটি ১০ লাখ, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা খাতে ৩ কোটির বেশি ও বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প সহায়তা বাবদ আড়াই কোটি ডলারের বেশি অর্থ সহায়তা এসেছে।

খাতগুলোর দিকে নজর দিলেই বাংলাদেশে মার্কিন স্বার্থের বিষয়টি কিছুটা বোঝা যাবে। বাংলাদেশে মার্কিন সহায়তার খাতগুলোর মধ্যে সবার ওপরে আছে মানবিক সহায়তা। এর পরের অবস্থানগুলোতে আছে যথাক্রমে– অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা এবং প্রকল্প সহায়তা সম্পর্কিত খাত।

২০২৩ সালে বাংলাদেশে তেমন উত্তাল পরিস্থিতি ছিল না। তারপরও অর্থায়নের পরিমাণ বিচারে শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত খাতটি স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতের ওপরে অবস্থান করেছে। একই সময়ে ভারতে পরিচালিত অর্থায়নের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে অর্থায়নের আকার বিচারে ক্রমটি হচ্ছে–স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রকল্প সহায়তা, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন, শান্তি ও নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং মানবিক সহায়তা। আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ক্রমটি হচ্ছে–মানবিক সহায়তা, প্রকল্প সহায়তা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশ। যদিও ২০২৩ সাল পাকিস্তানের জন্য ছিল উত্তাল বছর। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার খাতে ওই বছর মার্কিন অর্থায়ন হয়েছে কম।

দেশে দেশে মার্কিন সহায়তার ধরন এবং সেই ধরনের মধ্যে তাদের অর্থায়নের আকার বিবেচনায় অগ্রাধিকারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের একমেরু বিশ্ব কাঠামোর একক মোড়ল হয়ে বসে থাকা দেশটি যতটা সামরিক অভিযান চালিয়ে এই একাধিপত্ব কায়েম করেছে, তার চেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছে তাদের সফট ডিপ্লোম্যাসি টুলকে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের কালে কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ইউএসএআইডি–এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে তোলা হয়। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা, সমাজ-সংস্কৃতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা, শান্তি, গণতন্ত্র ইত্যাদি নানা অভিধায় পরিচালিত প্রকল্পগুলোতে তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে শুধু নিজেদের স্বার্থকে বাস্তবায়নের তাগিদে। এ ক্ষেত্রে তারা সামরিক জোট ন্যাটোকে যেমন কাজে লাগিয়েছে, তেমনি কাজে লাগিয়েছে ইউএসএআইডি, মার্কিন কৃষি অধিদপ্তর, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে। জাতিসংঘও অবশ্য এই তালিকার বাইরে নয়।

সে যাক, সে অন্য আলাপ। আসা যাক মার্কিন সহায়তা প্রকল্পের বিষয়ে। সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইউএসএআইডি বন্ধ হলে বা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সটকে পড়াটা আসলে বড় ধরনের অভিঘাত তৈরি করবে বাংলাদেশে। এসব তহবিলে চলা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্প অর্থ সংকটে পড়তে যাচ্ছে অবধারিতভাবেই। এতে বহু মানুষের কর্মহীন হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাইয়ের খবর পাওয়া গেছে। কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য যদিও এখনো নেই। তবুও এটা সহজ অনুমান যে, দাতাদের তহবিলের ওপর নির্ভরশীল প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলো নিশ্চিতভাবেই বড় ধরনের ধাক্কা পেতে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়তে পারে একেবারে তলা পর্যন্ত। অর্থাৎ, এসব প্রকল্প ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সুবিধাভোগীরা বলা যায় সংকটে পড়তে যাচ্ছে, যদি না ট্রাম্প তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন।

বিজেপির দিল্লি জয় একদলীয় শাসনের পদধ্বনি!

এম আর রহমান

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয় ভারতীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদল হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ নির্বাচনে বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে (৭০টির মধ্যে ৪৮টি) জিতেছে, যা ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে নানামুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। প্রায় ২৭ বছর পর দিল্লি বিধানসভায় বিজেপির এই অর্জন দেশটির রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। কারণ ২০১৪ সাল থেকে নরেন্দ্র মোদি ভারতের ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও গত এক দশকের বেশি সময় ধরে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির (আপ) ব্যাপক জনপ্রিয়তা বিজেপির অনেক সাফল্যকে ম্লান করে দিচ্ছিল।

আম আদমি পার্টির জন্য এবার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল তার ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি। বিদ্যুৎ, গ্যাস, স্কুল, হাসপাতালসহ বেশ কিছু বিষয়ে দলটির সাফল্য থাকলেও ব্যর্থতা কম ছিল না। দলের নাম আম আদমি বা আমজনতা হলেও দলের নেতা কেজরিওয়ালের সরকারি পয়সায় গড়ে তোলা শীশমহল তাঁকে ব্যঙ্গ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে বিজেপি পদে পদে বাধা দিয়েছে কেজরিওয়ালের সরকার পরিচালনায়। তিনি এ নিয়ে অভিযোগ করলেও, সমাধান করতে পারেননি। আর সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে বিজেপি।

বিজেপির শক্তিশালী প্রচার ও কৌশলগত পদক্ষেপের কারণে তাদের জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তবে এত বড় জয় হবে, তা অনেকে ভাবেননি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের ব্যর্থতার বিষয়টি বিজেপি আধুনিক প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং পেশাদার কৌশল ব্যবহার করে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার কী কী উন্নয়নকাজ করেছে, তা প্রচার করা হয়েছে জোরালোভাবে। এই দ্বিমুখী প্রচারে দিল্লির ভোটাররা যে আস্থা রেখেছেন, ফলাফলে তা পরিষ্কার।

মধ্যবিত্ত গরিষ্ঠ দিল্লির রাজনীতি সাধারণত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো মুখ্য। দিল্লির নাগরিকদের মধ্যে কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ বিল, পরিবহনব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থা একটি বড় ইস্যু। বিজেপি এসব সমস্যার সমাধানে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে, যার মধ্যে দিল্লির উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ যেমন 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', 'স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিজেপি এসব ইস্যুকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে তাদের প্রতি আস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রচারে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সমর্থন সংগ্রহে সফল হয়েছে। বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং যুবসমাজের সমর্থন পেয়েছে। তার সঙ্গে মুসলিম ভোটব্যাংকের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে, যা বিজেপির জন্য ইতিবাচক হয়েছে। বিজেপির সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর প্রচারণা মুসলিম ভোটের মধ্যেও কিছুটা সমর্থন পেয়েছে। বিজেপি নির্বাচনী প্রচারে সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। তারা অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য এককালীন ২১ হাজার ৫০০ রুপি সহায়তা এবং ৫০০ রুপিতে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণের মতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

ভারতের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে ১৬টিতে বিজেপি ক্ষমতায়। এই বাকি ১২টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও তামিলনাড়ু বাদ দিলে বাকি ছয়টি কমবেশি ছোট রাজ্য বলে পরিচিত। ভারতের রাজনীতিতে তাদের তেমন গুরুত্ব নেই। যে রাজ্যগুলো ধরে রাখলে বিজেপি ভবিষ্যতে আরও অনেক দিন ভারত শাসনের যোগ্যতা ধরে রাখতে পারবে, তার সবই তাদের দখলে। এ বছরের শেষে বিহারে নির্বাচন। সেখানে নীতীশ কুমারকে ডুবিয়ে বিজেপি ক্ষমতার স্বাদ ফিরে পেতে মরিয়া। যেমনটা তারা মহারাষ্ট্রে করেছে। আর ২০২৬-এর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। ইতিমধ্যে খেলা শুরু হয়ে গেছে। এই নির্বাচনে বিজেপি ৭৭ থেকে এক লাফে ১৪৪-এর লক্ষণরেখা পার করতে চায়।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মোদির বিজেপির বড় ধাক্কার পর এভাবে ফিরে আসাটা বিস্ময়কর। লোকসভায় বিজেপি এককভাবে সাড়ে ৩০০-এর বেশি আসন পাবে বলে দাবি করেছিল। বুথফেরত সমীক্ষায়ও তেমনটি দেখানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ২৪০টি আসন পেয়ে মোদি সরকার তৃতীয় মেয়াদে এসে একক গরিষ্ঠতা হারায়। শরিকদের বুকে টেনে নিয়ে সরকার গড়তে হয় মোদিকে। এরপরই আসলে এগিয়ে আসে বিজেপির পিতৃসংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)। আরএসএস বুঝতে পারে মোদির ভোট-আকর্ষণী ক্ষমতাক্রম অদৃশ্যমান। সে জন্য নানা অঙ্গসংগঠন নিয়ে এগিয়ে আসে তারা। হরিয়ানার মতো ছোট রাজ্যে ভোটের বেশ আগে ৩০ হাজার ছোট-বড় সভা করে। সংগঠনের সেবকদের সক্রিয় করে। হরিয়ানার ভোট থেকে দূরে রাখে মোদিকে। তারপরও সাফল্য এসে ধরা দেয়। একই কাজ আরএসএস মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে করেছে। এটা করার একটা বড় কারণ মোদির ভোট আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব থেকে বিজেপিকে মুক্ত করা। এতে মোদির রাশ টানাও সম্ভব হয়েছে, পাশাপাশি বিজেপিতে আরএসএসের আধিপত্য ফের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরএসএসের এখন নজর বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া নামের জোট তৈরি হয়েছিল। প্রায় ২৬টি আঞ্চলিক দল ছিল এই জোটে। এর আগের দুটি লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ২০২৪-এ জোটের সাফল্য ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু নির্বাচন চলে যেতেই জোটে ফাটল। এখন মমতা, অখিলেশ, কেজরিওয়ালসহ আরও কয়েকজন ইন্ডিয়ার মধ্যে উপজোটের ঘোঁট পাকিয়েছেন। এর জন্য কংগ্রেস কম দায়ী না। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের ব্যাপ

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

অমর একুশে International Mother's Language Day 2025

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৫

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময় : বিকাল ৪টা থেকে রাত ১২:০১ মিনিট (মধ্যে রাত)
স্থান : তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)

সুধী,
'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্তকাম্য।

আমন্ত্রণে,

সম্মিলিত একুশ উদযাপন কমিটি ২০২৫

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮

ডিউক খান
সদস্য সচিব
৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯

কামরুজ্জামান কামরুল
যুগ্ম-আহ্বায়ক
৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯

হাছান খান
সমন্বয়কারী
৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

আশ্রাব আলী খাঁন লিটন
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯

মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩

নিবন্ধন উপ-কমিটি

আবুল কালাম ভূইয়া (৯১৭-৮৯২-৭১৯৯), মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) (৩৪৭-৮৯৬-২৮০২)
জামিল আনসারী (৩৪৭-৮৩৩-১০২৮), হারুন উর রশিদ (৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮)

স্মরণিকা উপকমিটি

মো: আখতার বাবুল (৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩),মুনসুর আহমেদ (৯২৯-৯২০-৬০৫৬)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

অনিক রাজ (৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩), মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী (৭১৮-২১৯-৭৯৭৭), আবুল কাশেম চৌধুরী (৬৪৬-৫১০-৬২৪৫)

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মিডিয়া পার্টনার

TiME television | tv | iB TV USA

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়ঃ

বাংলা স্কুল (বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক)

নৃত্যাঞ্জলী সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী বৃন্দ

প্রতিযোগিতা

তারিখ: ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময়: বিকেল ৫টা
স্থান: তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার

চিত্রাঙ্কন : বিষয় উন্মুক্ত
কবিতা আবৃত্তি : বিষয় উন্মুক্ত

বয়স সীমা: ক. গ্রুপ (৪-৯ বছর)
খ. গ্রুপ (৯+ থেকে ১৫ বছর)

সহযোগী সংগঠনসমূহ

- বাংলাদেশ কনস্যুলেট, নিউইয়র্ক
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
- ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিইএব) যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), যুক্তরাষ্ট্র
- বঙ্গমাতা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক
- মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- চিটাগাং এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক
- দোহার উপজেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- সেনবাগ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
- কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক ইউ.এস.এ.
- বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি
- নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- সিলেট গণদাবি পরিষদ ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
- গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার
- বারী হোম কেয়ার
- রিল্যায়েবল হোম কেয়ার
- ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক
- রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক, নিউইয়র্ক
- শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক
- চাটখিল সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
- নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি
- নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- শেনবাগ সোসাইটি
- মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- বাংলাদেশ বিমানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইন্‌ক
- মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক
- সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
- ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদস সমিতি ইন্‌ক
- এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক
- কুলাউয়া বাংলাদশী এসোসিয়শন অব ইউএসএ ইন্‌ক
- লাখাই উপজেলা এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- ওসমানীনগর এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- বালাগঞ্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটি
- ছাতক সমিতি ইউ. এস. এ ইন্‌ক
- প্রবাসী নরসিংদী জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বগুড়া সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- প্রবাসী শরিয়তপুর সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক
- ডাউন টাউন বিজনেস এসোসিয়েশন
- নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি
- গাইবান্ধা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউ এস এ ইন্‌ক
- গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউ এস এ ইন্‌ক
- বাংলা ক্লাব নিউইয়র্ক ইন্‌ক
- সাতক্ষীরা জেলা সমিতি নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- মাদারীপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক, ইন্‌ক
- লাঙ্গলকোট সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক
- চাটখিল উপজেলা সোসাইটি ইউ এস এ ইন্‌ক
- সন্দীপ সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ঢাকা জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- বাংলাদেশ-আমেরিকান ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- পাবনা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ আমেরিকান পোষ্টাল এমপ্লোয়ি এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- গ্রেটার লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইন্‌ক
- জ্যামাইকা থিয়েটার
- কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- নিউ কার্ক ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউ এস এ ইনক
- লক্ষীপুর ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- ফাউন্ডেশন অব গ্রেটার জৈন্তা নিউইয়র্ক
- বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র
- শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ
- নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ
- জামালপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- দোহার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউএসএ
- গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা
- অভয় নগর সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইন্‌ক ইউ এস এ
- স্বপ্ন ফাউন্ডেশন

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক - ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ব্রুকলিনে নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা আসিই এজেন্ট সেজে হামলা

এইচ বি রিতা

নিউ ইয়র্ক পুলিশ এক ব্যক্তির সন্ধান করছে, যিনি নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্ট পরিচয় দিয়ে ব্রুকলিনে এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার (ফেব্রুয়ারি ১১) সকাল ১১টার দিকে ব্রুকলিন হাইটসের মন্টাগু স্ট্রিট ও হেনরি স্ট্রিটের কাছে ৫১ বছর বয়সী এক নারী ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সন্দেহভাজন ব্যক্তি তার কাছে এসে নিজেকে আসিই এজেন্ট দাবি করেন এবং কথা বলার অজুহাতে তাকে জোরপূর্বক একটি বেসমেন্টে নিয়ে যান। এরপর তিনি ওই নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। তবে তিনি কোনো আইডি দেখাননি।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, হামলাকারী ভুক্তভোগীকে ঘুষি মারেন এবং তার গলার চেইন, মোবাইল ফোন ও পার্স ছিনিয়ে নেন। নারীটির মুখে কেটে যাওয়া সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত ও নখের আঁচড়ের দাগ রয়েছে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।

এ ঘটনায় তথ্য জানাতে বলা হয়েছে। কেউ যদি সন্দেহভাজন সম্পর্কে কোনো তথ্য জেনে থাকেন, তাহলে নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্রাইম স্টপারস হটলাইন 1-800-577-8477 নম্বরে অথবা স্প্যানিশ ভাষার জন্য 1-888-57-74782 নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন’ গঠন

ঢাকা অফিস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন’ গঠন করা হয়েছে। এ কমিশনের সদস্য হিসেবে ৬টি কমিশনের প্রধানরা রয়েছেন। কমিশনটি আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে কাজ শুরু করবে। বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন’ নামে কমিশন গঠন করা হয়েছে।

নতুন বাংলাদেশে যোগ দিতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

কমিশনে সভাপতি হিসেবে আছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং সহ-সভাপতি আছেন সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

কমিশনে সদস্য হিসেবে আছেন-জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান সফর রাজ হোসেন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের বিচারপতি এমদাদুল হক ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এ কমিশন কাজ শুরু করবে। আগামী নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করবে। এছাড়া কমিশনের কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

আরও বলা হয়েছে, কমিশনের মেয়াদ হবে কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাস; এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এই কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা দেবে।

নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ইসির সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে এ কথা বলেন।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমরা লিখিত প্রস্তাবও দিয়েছি। আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেছি। তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা নিয়েও আলোচনা করেছি। ২৩টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছি।’

তিনি বলেন, ‘সংস্কার ছাড়া জাতীয় নির্বাচন করা যাবে না। নির্বাচন করার জন্য যে সংস্কার লাগে, সেটুকুর জন্য জামায়াতে ইসলামী সময় দিতে প্রস্তুত। তবে আমরা পুরো সংস্কারের কথা বলছি না। সেটি করতে অনেক সময় লাগবে এবং সেটি নির্বাচিত সরকারের কাজ। তবে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নির্বাচনের পক্ষে জামায়াত।’

নিবন্ধন নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটা আদালতের বিষয়। আমরা আশা করি ন্যায়বিচার পাব। আশা করি সুবিচার পাব।’

দলের প্রতীকের বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল পরওয়ার বলেন, ‘আমাদের দলীয় প্রতীক তো আছেই। আশা করি আমরা আদালত থেকে ন্যায়বিচার পাব।’

জামায়াতের সেক্রেটারি আরও বলেন, ‘জনগণের আকাঙ্ক্ষা স্থানীয় নির্বাচন আগে হোক। আমরা জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করি। আমরা আনুপাতিক নির্বাচন চেয়েছি, কালো টাকা মুক্ত করে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। আরপিওতে ৯১ (এ) সংশোধন করে ইসির ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল। সেটা বহাল করতে হবে। প্রবাসী ভোটারদের ভোট নিশ্চিত করতে হবে। ভোটার তালিকা হালনাগাদে হয়রানি নিরসনের অনুরোধও করেছি।’

তিনি বলেন, ‘সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের দল করার অধিকার আছে। নিবন্ধন শর্ত কঠিন করে সেই অধিকার খর্ব করা হয়েছে। সেটা সহজ করার জন্য বলেছি। সরকারি চাকরি থেকে অবসরের তিন পর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিধান আনতে বলেছি।’

ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে একমত কি না? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘মাস আমাদের কাছে বিষয় না। বিষয় হলো প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ করতে হবে। ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার সক্ষমতা জামাতের আছে। আমরা প্রস্তুত।’

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা গুম, খুন নিয়ে যে তদন্ত করেছে, সেখানে জামায়াতের পক্ষ থেকে তারা কোনো সহযোগিতা পায়নি। এই বিষয়ে আপনাদের দলের অবস্থান কি? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে দলের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘এটি নিয়ে গতকালকে আমরা গণমাধ্যমে কথা বলেছি। এই তথ্য সঠিক নয়। আমরা চেক করে দেখেছি। আমরা জাতিসংঘ হিউম্যান রাইটস কমিশনের সঙ্গে তথ্য, যত ফ্যাক্স, যত মেইল সব আমরা রেসপন্স করেছি। এই তথ্যটা কীভাবে এসেছে, আমরা চেক করব। আমরা তথ্য যাচাই করেছি, তথ্যটা সঠিক নয়।’

এর আগে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন, চার নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিবের সঙ্গে প্রায় ২ ঘণ্টা বৈঠক করেন। দীর্ঘ এক যুগ পরে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করল আদালতের রায়ে নিবন্ধন হারানো দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, নিবন্ধন বাতিলের আগে নির্বাচন কমিশনে দলটির সর্বশেষ যোগাযোগ হয়েছিল ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর। সে সময় নিবন্ধন বাঁচাতে দলটি গঠনতন্ত্রে সংশোধন এনে জমা দিয়েছিল। ওই দিন তৎকালীন আইন বিষয়ক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার সংশোধিত গঠনতন্ত্রের মুদ্রিত কপি কমিশনে জমা দেন।

পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট আদালত জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিলে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপির সঙ্গে বর্জন করে। ২০১৫ সালে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় নির্বাচনের প্রতীকের তালিকা থেকে দাঁড়িপাল্লা বাদ দিলে স্থানীয় নির্বাচনেও জামায়াতের ভোটে অংশ নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

২০১৭ সালের এসে সংসদ নির্বাচনের প্রতীকের তালিকা থেকেও দলটির প্রতীক বাদ দেয় ইসি। কেননা সুপ্রিম কোর্টের মনোগ্রামে ব্যবহৃত ন্যায়বিচারের প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ কে অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না মর্মে ২০১৬ সালের ১২ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত নেন সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কেএম নূরুল হুদার কমিশন দলটির নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তৎকালীন ইসি সচিব মো. হেলালুদ্দীন আহমদের ২০১৮ সালের ২৮ অক্টোবর স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০০৮ সালের ৪ নভেম্বর দলটিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নিবন্ধন দেওয়া হয়েছিল।

সক্রিয় হচ্ছে আবারো অপরাধের অর্থনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধরনের ছেদ পড়ে যায়। একই সঙ্গে দেশটির ব্যাংক খাতের অগ্রগতিও ত্বরান্বিত হয় বলে দাবি করা হয়। এখনো বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ মূল্যমানের নোট ১০০ ডলারের।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা ও অর্থনীতিতে কালো টাকা নিয়ন্ত্রণে অস্ট্রেলিয়ার সরকার ১৯৯৬ সালে সব ধরনের কাগজের নোট প্রত্যাহার করে নেয়। এর পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী পলিমার নোট চালু করে দেশটি। এ উদ্যোগের সুফলও পেয়েছিল দেশটি। অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিকে আরো বিনিয়োগবান্ধব করে তোলার ক্ষেত্রে বিষয়টির বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে এমন নোট বাতিল বা ডিমনিটাইজেশন হয়েছে দুইবার। ১৯৭৮ সালে প্রথমবারের মতো দেশটিতে ৫০০ রুপি ও এর বেশি মূল্যমানের নোট প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতিবাজ নেতাদের লক্ষ্য করে সে সময় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। সে সময় জনগণকে এক সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছিল নোট পরিবর্তন করে নেয়ার জন্য। অবশ্য দেশটির মোট অর্থের বেশ ক্ষুদ্র অংশ উচ্চমূল্যের নোট হওয়ার কারণে সে সময় এ উদ্যোগের ফলে অর্থের সরবরাহ কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব পড়েনি। সব মিলিয়ে প্রথম দফায় ডিমনিটাইজেশনের মাধ্যমে কালো টাকার দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে সফল হয় ভারত। তবে দ্বিতীয় দফায় এ সাফল্যের দেখা পায়নি দেশটি। অর্থনীতিতে কালো টাকার দৌরাত্ম্য কমানোর কথা বলে ২০১৬ সালের নভেম্বরে আকস্মিকভাবেই ৫০০ ও ১ হাজার রুপির নোট বাতিল ঘোষণা করেছিল নরেন্দ্র মোদির ভারত সরকার। উচ্চমূল্যের এসব নোট বাতিলের সময় বলা হয়েছিল, ভারতে ‘শ্যাডো ইকোনমি বা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির দাপট কমাতে ‘নোট বন্দি’ করা হয়েছে। যদিও পরে আবার ২ হাজার রুপিরও নোট ছাপিয়েছিল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাজার থেকে উচ্চমূল্যের এ নোটটিকেও প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)।

বাংলাদেশেও অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর দেশে কালো টাকা ও আর্থিক অপরাধের দৌরাত্ম্য কমাতে ১ হাজার টাকার নোট বাতিল হতে পারে বলে গুঞ্জন উঠেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এ পথে হাঁটেনি অন্তর্বর্তী সরকার। বর্তমানে দেশের ছাপানো নোটের ৫৩ শতাংশই ১ হাজার টাকার। সর্বোচ্চ অংকের এ নোটের সিংহভাগই এখন অর্থনীতির মূল স্রোত তথা ব্যাংক খাতে নেই। অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালো টাকা হিসেবে বিপুল এ অর্থের বড় অংশ মানুষের ঘরের সিন্দুকে তালাবদ্ধ হয়ে গেছে। বাকি অংশও ব্যবহৃত হচ্ছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত সরকারের পক্ষে সুযোগ ছিল মূল স্রোতের বাইরে চলে যাওয়া এ অর্থ অর্থনীতিতে ফেরানোর। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

যদিও বাংলাদেশে এখন আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে অপরাধের অর্থনীতি। ঘুস-চাঁদাবাজির মাত্রা আবার বেড়েছে। আওয়ামী লীগের আমলে দেশে বড় অংকের ঘুসের লেনদেন ও দেনদরবারের প্রধানতম স্থান হিসেবে অভিজাত ক্লাব ও পাঁচ তারকা হোটেলগুলো ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। গত ৫ আগস্টের পর এসব জায়গায় সুনসান নীরবতা নেমে এসেছিল। কিন্তু এখন আবার এসব স্থানের জমজমাট অবস্থা ফিরেছে। আবার চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে আগের রমরমা ভাব। দেশে পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পথে বড় ধরনের ব্যাঘাত তৈরি করছে চাঁদাবাজি।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে স্বর্ণ চোরাচালানের মাত্রা বেড়েছে। বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের নানা স্থান থেকে এসে প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। এর পর তা সীমান্তবর্তী জেলাগুলো দিয়ে প্রবেশ করছে বৈশ্বিক স্বর্ণের বৃহত্তম ভোক্তা দেশ ভারতে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো দিয়ে এ স্বর্ণ পাচারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

বাংলাদেশ থেকে মানব পাচারের ঘটনাও এখন অনেক বেড়েছে। গত ২৮, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি লিবিয়া উপকূলে ২৩ মরদেহ ভেসে আসে। তাদের সবাই বাংলাদেশী। দালালের মাধ্যমে ইউরোপে অভিবাসন নিতে গিয়ে মানব পাচারের শিকার হয়েছিলেন তারা। গত ৩১ জানুয়ারি লিবিয়ায় ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা দুই যুবককে গুলি করে হত্যার পর পরিবারের কাছে তাদের ছবি হোয়াটসঅ্যাপ মারফত পাঠিয়েছে মানব পাচারকারীরা। ইতালি পাঠানোর কথা বলে লিবিয়ায় নিয়ে গিয়ে পরিবারের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করা হয়। বড় অংকের অর্থ পরিশোধের পরও আরো টাকা চেয়ে না পাওয়ায় তাদের হত্যা করা হয়।

এ ধরনের নানা অপরাধের মাধ্যমে উপার্জিত কালো টাকা সাদা করার সুযোগও রয়ে গেছে। এলাকাভেদে স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্লোর স্পেস ও ভূমিতে প্রতি বর্গমিটারের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণে কর পরিশোধ করে অপ্রদর্শিত অর্থ প্রদর্শিত করার সুযোগ রয়ে গেছে এখনো। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) গত সেপ্টেম্বরে আওয়ামী লীগ আমলে চালু হওয়া সিকিউরিটিজ, নগদ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, আর্থিক স্কিম ও ইনস্ট্রুমেন্ট, সব ধরনের ডিপোজিট বা সেভিং ডিপোজিটের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিলের ঘোষণা দেয়। কিন্তু বাজেটের সময় ঘোষিত আবাসন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণে কর পরিশোধের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ (কালো টাকা) প্রদর্শিত (সাদা) করা সংক্রান্ত বিধানটি এখনো বহাল রয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের ভাষ্য হলো, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। এ সরকারের ওপর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন ছিল। সরকার যদি ১ হাজার টাকার নোট বাতিলের মতো সাহসী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারত, তাহলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর পথ সহজ হতো। আবার আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা, সরকারি আমলা ও অলিগার্কদের হাতে থাকা কালো টাকাও কাগজে রূপান্তর হতো। অবৈধ সে অর্থ অন্তর্বর্তী সরকারকে বিপদে ফেলার কাজে ব্যবহারের সুযোগও থাকত না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, ২০২৪ সালের জুন শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইস্যুকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ১৮ হাজার ৪১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকাই ছিল ১ হাজার টাকার নোট হিসেবে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ইস্যুকৃত অর্থের ৫২ দশমিক ৫৯ শতাংশ। একই সময়ে ৫০০ টাকার নোট হিসেবে বাজারে প্রচলিত ছিল ১ লাখ ২৪ হাজার ৮৪৪ কোটি টাকা। মোট ইস্যুকৃত অর্থের ৩৯ দশমিক ২১ শতাংশ হলো ৫০০ টাকার নোট। তাছাড়া এ সময়ে ৬ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা সমমূল্যের ২০০ টাকার নোট ও ১২ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা সমমূল্যের ১০০ টাকার নোট বাজারে ছিল।

সর্বশেষ গত ১৪ জানুয়ারি শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইস্যু করা নোটের পরিমাণ কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ১ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকায়। এখনো এ অর্থের বড় অংশ রয়ে গেছে ব্যাংকের বাইরে। গত নভেম্বর শেষে দেশে ব্যাংকের বাইরে থাকা অর্থের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৭৭ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা। বর্তমানেও এ অবস্থার খুব বেশি হেরফের হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বণিক বার্তাকে বলেন, ‘গত বছরের ৫ আগস্টের পর যত দ্রুত সম্ভব ১ হাজার টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে এ থেকে বেশি সুফল পাওয়া যেত। কিন্তু সেটি করা হয়নি। এরই মধ্যে নোট বাতিল করা হতে পারে এমন গুঞ্জনের কারণে অবৈধ অর্থের মালিকরা সতর্ক হয়ে গেছেন। ফলে শুরুতে করা হলে বাড়তি যে সুবিধা পাওয়া যেত সে সম্ভাবনা আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। এখন ছয় মাস পর ১ হাজার টাকার নোট বাতিল করা হলে এর থেকে কী সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যয় কী হবে সেটি মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অর্থনীতিতে যে দুরবস্থা সেটির মূল কারণ হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সব ক্ষেত্রেই সরকার সঠিক সময়কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তাদের মধ্যে অ্যাডহক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রবণতা কাজ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পিছিয়ে আসার নজিরও রয়েছে। গত আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর সংস্কারের জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যে সুযোগ ছিল সেটি আমরা হারিয়েছি। সব সময়ই আমরা এভাবে সুযোগ হারাচ্ছি। জাতি হিসেবে এটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক।’

২০২৩ সালের জুন শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইস্যু করা অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ১০ হাজার ১৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫৪ দশমিক ১৯ শতাংশ বা ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬৮ কোটি টাকা ছিল ১ হাজার টাকার নোট এবং ৩৮ শতাংশ বা ১ লাখ ১৭ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা ছিল ৫০০ টাকার নোট। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের জুন শেষে ইস্যুকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩১৮ কোটি টাকাই ছিল ১ হাজার টাকার নোট হিসেবে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ইস্যুকৃত অর্থের ৫২ দশমিক ৭৭ শতাংশ। একই সময়ে ৫০০ টাকার নোট হিসেবে বাজারে প্রচলিত ছিল ৯৮ হাজার ৭৫৩ কোটি টাকা। মোট ইস্যুকৃত অর্থের ৩৮ দশমিক ৮০ শতাংশ হলো ৫০০ টাকার নোট। যদিও মাত্র পাঁচ বছর আগে ২০১৮ সালের জুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যুকৃত ১ হাজার টাকার নোটের মূল্যমান ছিল ৭৯ হাজার ২২৮ কোটি টাকা। ওই সময় ৬১ হাজার ২৯২ কোটি টাকা ছিল ৫০০ টাকার নোট।

বাংলাদেশে উচ্চমূল্যের নোট সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ঘরে রাখার প্রবণতা বাড়ছে। আবার ঘুস-দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও কালো টাকা হিসেবে সিন্দুকে চলে যাচ্ছে। হুন্ডিসহ অবৈধ অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রেও ১ হাজার টাকার নোটই বেশি ব্যবহার হচ্ছে। চাহিদা বাড়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বেশি বেশি উচ্চমূল্যের নোট ইস্যু করছে। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে ছায়া অর্থনীতি (শ্যাডো ইকোনমি) মূল অর্থনীতির চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী বলছেন, যেটি হয়নি, সেটি নিয়ে পড়ে না থেকে এখন সরকারের দায়িত্ব হবে ব্যাংক থেকে নগদ টাকা উত্তোলন ও জমা দেয়ার সীমা বেঁধে দেয়া। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক যদি নির্দেশনা দেয়, কোনো ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ২ লাখ টাকার বেশি এক সঙ্গে জমা কিংবা উত্তোলন করতে পারবেন না। তাহলে ব্যাংকে টাকার প্রবাহ বাড়ার পাশাপাশি অপরাধও কমে আসবে। কারণ অবৈধ কাজ ছাড়া নগদ টাকার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। জমি কিংবা বাড়ি-গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে পে-অর্ডার করার শর্ত আরোপ করতে হবে। তাহলে মানুষের নগদ টাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে।’

দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে কেন্দ্র করে অবৈধ হুন্ডির ব্যবসা এখন জমজমাট। প্রবাসীদের একটি অংশও সহজলভ্যতা ও ডলারের বিপরীতে বেশি টাকা প্রাপ্তির আশায় রেমিট্যান্স প্রেরণে হুন্ডিকে বেছে নিচ্ছেন। আবার দেশ থেকে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রেও হুন্ডি কারবারিরা ভূমিকা রাখছেন। দেশব্যাপী পরিচালিত হুন্ডির অর্থ লেনদেনে প্রয়োজন হচ্ছে বিপুল অংকের নগদ টাকার। এক্ষেত্রে ১ হাজার টাকার নোটই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে দেশে স্বর্ণ চোরাচালানও বেড়েছে। এসব ক্ষেত্রে নগদ অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও ১ হাজার টাকার নোটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে ১ হাজার টাকার নোট বাতিলের গুঞ্জন ওঠে। সে সময় বিষয়টি নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিকরা। দুজনেই এ ধরনের কোনো কিছু করা হবে না বলে সে সময় জানিয়েছিলেন।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিস এ খান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘ডিমনিটাইজেশন করতে গেলে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আঘাত আসবে। সাধারণ মানুষের ওপরও প্রভাব পড়বে। আমাদের অর্থনীতি এখনো নগদ অর্থনির্ভর। ফলে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটবে অর্থনীতি নিম্নমুখী ধারায় চলে যাবে। বর্তমান সরকার হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার এবং তারা সাময়িক সময়ের জন্য এসেছে। এ অবস্থায় এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নিলে অর্থনীতিতে এর যে বিরূপ প্রভাব পড়বে সেজন্য তাদেরকে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। তবে এটি ঠিক যে ডিমনিটাইজেশন করা হলে চোরাচালান ও কালো টাকার অর্থনীতি কমবে। কিন্তু এজন্য সময় লাগবে। অর্থনীতি একটু শক্তিশালী অবস্থানে এলে এটি করা যেতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করলে সবচেয়ে ভালো হবে বলে আমি মনে করি। তারা পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকবে। ফলে তাদের জন্য সময় নিয়ে এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেয়া সহজ হবে।’

দেশে ঘুসের লেনদেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে ১ হাজার টাকার নোট। গত আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পতিত সরকারের নেতা, আমলা ও ব্যবসায়ীদের বাড়িঘরে অভিযান চালানোর সময় অনেক নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে। এক্ষেত্রেও ১ হাজার ও ৫০০ টাকার নোটের ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া রাজধানীর অভিজাত এলাকাগুলোয় অনেকের বাসাবাড়িতে সেফ লকারে বড় অংকের অবৈধ আয় নগদ অর্থ হিসেবে রাখা আছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অভিজাত এলাকাগুলোয় সেফ লকারের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। এসব লকারে রাখা নগদ অর্থ মূলত ১ হাজার টাকার নোটের। পাশাপাশি লকারে ডলারসহ উচ্চমূল্যের বিদেশী মুদ্রাও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে বলে আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট কিছু সূত্রের কাছে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে। ডলার কেনার ক্ষেত্রেও হাজার টাকার নোটই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। নগদ অর্থ ঘরে রাখতে উচ্চমূল্যের নোটের সহজলভ্যতা বড় ভূমিকা রাখছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

তবে যথাযথ উদ্যোগ ও প্রস্তুতি না নিয়ে এখনই ডিমনিটাইজেশনের পথে হাঁটতে গেলে অর্থনীতিতে বিঘ্ন ঘটবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জাইদী সাত্তার বণিক বার্তাকে বলেন, ‘মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে সংকোচনমূলক মুদ্রানী

নতুন শক্তির মুখোমুখি বিএনপি!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতায় যাওয়ার প্রবল একটি সম্ভাবনা তাদের সামনে তৈরি হয়েছে।

আগস্ট পরবর্তী সময় বিএনপি এবং জামাতকে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শক্তি মনে হলেও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি নতুন করে তাদের শক্তির জানান দিচ্ছে। এই সংগঠন দুটির তরুণ নেতারা মনে করেন দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আশা প্রত্যাশাকে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জাতীয় নাগরিক কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী এ মাসেই নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা আসতেছে তাদের পক্ষ থেকে। এখন দেখার বিষয় তার বিএনপিকে কতটুকু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে পারে। এই মুহূর্তে বিএনপি'র একদিকে রয়েছে জামাত এবং অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক কমিটির নতুন দল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির এই নতুন দল জনগণের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তবে তারা বিএনপিকে কতটুকু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে পারবে সেটা এখনও নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন পাটোয়ারীর ঘোষণা অনুযায়ী এ মাসেই তাদের রাজনৈতিক দলের ঘোষণা আসছে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তে বিএনপির থেকে শক্তিশালী কোন দলের উপস্থিতি নেই এটাও স্পষ্ট যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। এটি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসন শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। ১৯৮১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন।

১৯৯০ সালে গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদের পতন পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে এবং খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে, বিএনপি বিরোধী দলে চলে যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসে।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক কমিটি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দুটি সংগঠন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি পরবর্তীতে একসঙ্গে কাজ করেছে এবং বিভিন্ন যৌথ কর্মসূচি পালন করেছে।

সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ

ক্ষমতায় থাকতে একের পর এক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ ও তদারকিতে হয়েছে বলে উঠে এসেছে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনের প্রতিবেদনে।

২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্ট বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলি নিয়ে তৈরি করা এ প্রতিবেদন বুধবার প্রকাশ করা হয়েছে। জেনিভায় সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ফলকার টুর্ক।

প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে, "সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মকর্তারা কীভাবে একাধিক বৃহৎ আকারের অভিযানের নির্দেশনা দেন ও তদারকি করেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন বিক্ষোভ দমনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সূত্র; যেখানে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের গুলি করে হত্যা করেছিল বা নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করেছিল।"

প্রতিবেদনে বলা হয়, নিরাপত্তা বাহিনী পরিকল্পিতভাবে এবং অবৈধভাবে বিক্ষোভকারীদের হত্যা বা পঙ্গু করার সঙ্গে জড়িত ছিল, এর মধ্যে এমন ঘটনাও ছিল যেখানে একদম সামনে থেকে গুলি করা হয়েছিল।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আহ্বানে গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনের তদন্ত দল।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয়ের এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের প্রধান রবি মুনগোভেনের নেতৃত্বে ওই তদন্ত দলে মানবাধিকার অনুসন্ধানকারী, একজন ফরেনসিক চিকিৎসক এবং একজন অস্ত্র বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা বলেছে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ বলছে, প্রাণঘাতী ঘটনাগুলোর বিষয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তথ্য অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকার এ তদন্তে সহযোগিতা করেছে, প্রবেশাধিকারের অনুমতি দিয়েছে এবং নথিপত্র সরবরাহ করেছে।

বিভিন্ন 'নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া' মৃত্যুর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে ধারণা দেওয়া হয়েছে, ১ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্টের মধ্যে ১,৪০০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। ওই সময়ে হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই নিরাপত্তাবাহিনীগুলোর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

> জাতিসংঘ বলছে, প্রাণঘাতী ঘটনাগুলোর বিষয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তথ্য অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকার এ তদন্তে সহযোগিতা করেছে, প্রবেশাধিকারের অনুমতি দিয়েছে এবং নথিপত্র সরবরাহ করেছে।

নিহতদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ ছিল শিশু। বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছে যে তাদের ৪৪ জন কর্মকর্তা ওই সময়ে নিহত হয়েছেন।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার টুর্ক বলেন, "এই নৃশংস প্রতিক্রিয়া ছিল সাবেক সরকারের একটি পরিকল্পিত এবং সমন্বিত কৌশল, যারা জনতার বিরোধিতার মুখে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল।

"বিক্ষোভ দমন করার কৌশলের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জ্ঞাতসারে, তাদের সমন্বয় ও নির্দেশনায় শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ব্যাপক নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক এবং নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।"

তিনি বলেন, "আমরা যে সাক্ষ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ করেছি, তা ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এবং টার্গেট করে হত্যার এক উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর এবং যা আন্তর্জাতিক অপরাধের পর্যায়েও পড়তে পারে। জাতীয় ক্ষত উপশম এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য এসব ঘটনার দায়বদ্ধতা ও ন্যায়বিচার অপরিহার্য।"

সরকার পরিবর্তনের পরও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো না থামার কথা প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে মানবাধিকার হাই কমিশন।

সাবেক সরকার যখন দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছিল, সেই সময় সংঘটিত 'প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড' এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকদের, পুলিশ এবং মিডিয়াকে লক্ষ্য করে করা অন্যান্য গুরুতর প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঘটনাগুলোও নথিভুক্ত করা হয়েছে জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনে।

জাতিসংঘ বলছে, হিন্দু, আহমদিয়া মুসলিম এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর আদিবাসী জনগণও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে।

"যদিও বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের সাথে সম্পর্কিত প্রায় ১০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, তবে অনেক প্রতিশোধমূলক সহিংসতা এবং এসব গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের পরেও অপরাধীরা এখনও দায়মুক্তি উপভোগ করছে।"

প্রতিবেদনে বিস্তারিত পরিসরে কিছু সুপারিশ এসেছে, যেমন নিরাপত্তা ও বিচার খাতের সংস্কার, নাগরিক ও রাজনৈতিক ভিন্নমতকে দমিয়ে রাখার জন্য প্রণীত দমনমূলক আইন ও প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় বৃহত্তর পরিবর্তন বাস্তবায়ন করা ।

হাই কমিশনার বলেন, "বাংলাদেশের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম পথ হল একটি বিস্তারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সময়ে সংঘটিত ভয়াবহ অন্যায়গুলোর সত্য উন্মোচন, নিরাময় এবং জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়া, এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতার প্রতিকার করা এবং এর পুনরাবৃত্তি যাতে আর কখনো না ঘটতে পারে তা নিশ্চিত করা।

"আমার কার্যালয় এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় জবাবদিহিতা এবং সংস্কার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে।"

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ওপর শেখ হাসিনা সরকার ও আওয়ামী লীগ যে দমন-নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ওএইচসিএইচআরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

সারাদেশে প্রায় ৮০০ আয়নাঘর আছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউনূস দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমকর্মী ও ভুক্তভোগীদের নিয়ে আয়নাঘর পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন।

জানা গেছে, ইতোমধ্যে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেল এবং র‍্যাব-২ এর সিপিসি-৩ এর ভেতরের সেলগুলো পরিদর্শন করেছেন। এখন তারা র‍্যাব সদর দপ্তরের টাস্কফোর্স ইন্টেলিজেন্স সেন্টারে যাচ্ছেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'এ রকম ইন্টারোগেশন সেল, টর্চার সেল সারা বাংলাদেশজুড়ে আছে; সেগুলো শুনলাম আজকে। আমার ধারণা ছিল যে, এখানে আয়নাঘর বলতে যে কয়েকটা আছে তাই। কিন্তু এখন শুনলাম, আয়নাঘরের ভার্সন সারা দেশজুড়ে আছে। কেউ বলছে ৭০০, কেউ বলছে ৮০০। সংখ্যাও নিরূপণ করা যায়নি। কতটা জানা আছে, কতটা অজানা রয়ে গেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'নৃশংস অবস্থা। প্রতিটি জিনিস যে হয়েছে এখানে, যতটাই শুনি অবিশ্বাস্য মনে হয়। এটা কি আমাদেরই জগত, আমাদেরই সমাজ। আমরা কি এটা করলাম। যারা নিগৃহীত হয়েছে, যারা এটার শিকার হয়েছে তারাও আমাদের সঙ্গে আছে। তাদের মুখ থেকে শুনলাম- এটা কীভাবে হয়েছে।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াত বলে একটা কথা আছে। গত সরকার সর্বক্ষেত্রে আইয়ামে জাহেলিয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। এটা (আয়নাঘর) এর একটি নমুনা।'

এর আগে, গত বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার আয়নাঘর পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে 'বিশেষ' স্থানে রাখা হতো। এ নিয়ে সুইডেনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম নেত্র নিউজে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে এসব স্থান 'আয়নাঘর' নামে প্রকাশ্যে আসে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের অনেকে শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির পর আয়নাঘর থেকে ফিরে আসেন পরিবারের কাছে। তাদের বয়ানে উঠে এসেছে আয়নাঘরের ভয়াবহতা।

১৯ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে একটি বৈঠক করেছে। সে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে গুমের ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হয়। গুম করে বন্দিদের যেখানে রাখা হতো তা জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল বা আয়নাঘর নামে পরিচিত। কমিশনের সদস্যদের আহ্বানেই সেসব স্থাপনা পরিদর্শনে গেছেন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান।

অভিযোগ রয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালে ২০০৯ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬০৫ জনকে গোপনে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। অন্য আরেকটি তথ্যে বলা হয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩৪৪ ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ৪০ জনকে। আর ৬৬ জনকে সরকারি হেফাজতে গ্রেপ্তার অবস্থায় পাওয়া গেছে।

যেসব ব্যক্তি দীর্ঘদিন গুম থাকার পর ফিরে এসেছেন, তারা গুমের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। ধারণা করা হয়, এসব মানুষদের গুম করে রাখা হয় আয়নাঘরে। অভিযোগ রয়েছে, আয়নাঘরেই বন্দি ছিলেন- অধ্যাপক মোবাশার হাসান, সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান, ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ কুমার রায়, মাইকেল চাকমা ও মীর আহমদ বিন কাসেমসহ অনেকে।

হাসিনার পতনের দিন কী ঘটেছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের (ওএইচসিএইচআর) তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদনে তার চিত্র উঠে এসেছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে রূপান্তরিত শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবি আদায়ে সেদিন সারা দেশ থেকে ঢাকায় আসার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল আন্দোলনের সামনে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে ওই দিনের ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কর্মসূচি ঠেকাতে সরকার সেদিন কী কী করেছিল এবং সারা দিন যা যা ঘটেছিল, তার একটি বিবরণ উঠে এসেছে ওএইচসিএইচআরের প্রতিবেদনে।

কর্মসূচি ঠেকাতে পরিকল্পনার জন্য আগের দিন (৪ আগস্ট) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুই দফায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। পুলিশের এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনার পতনের বিষয়ে পরদিন (৫ আগস্ট) সকাল থেকেই সেনাবাহিনী অবগত ছিল। কিন্তু পুলিশ জানত না বলে সরকারকে রক্ষা করতে তখনো সর্বাত্মকভাবে মাঠে ছিল।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫ আগস্ট ঢাকার কেন্দ্রস্থলে বড় প্রতিবাদ মিছিলের পরিকল্পনার কথা নেতাদের প্রকাশ্য ঘোষণা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তথ্য থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব জানতে পারেন। বিষয়টি নিয়ে ৪ আগস্ট সকালে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠক করেন। সেখানে সেনা, বিমান, নৌ, বিজিবি, ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশ ও পুলিশের বিশেষ শাখার প্রধানেরা ছিলেন। হাসিনা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বৈঠকে অংশ নেন। তাঁরা 'মার্চ অন ঢাকা' প্রতিরোধের জন্য আবার কারফিউ জারি ও তা বলবৎ করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, কোনো বিরতি ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য কঠোর কারফিউ চলবে। আন্দোলনকারীদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী একটি বিবৃতি দেন। 'এই সন্ত্রাসীদের শক্ত হাতে দমন' করতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

৪ আগস্ট সন্ধ্যার পর গণভবনে আরেকটি বৈঠক করেন শেখ হাসিনা। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, র‍্যাব ও আনসার/ভিডিপির প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল। বৈঠকে সেনাপ্রধান ও অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা ঢাকা রক্ষার বিষয়ে আবারও হাসিনাকে আশ্বস্ত করেছিলেন।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের ঢাকার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশে বাধা দিতে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবি মোতায়েন করার বিষয়ে বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছিল। সেনাবাহিনী ও বিজিবি সাঁজোয়া যান ও সেনা মোতায়েন করে ঢাকার প্রবেশের পথগুলো অবরুদ্ধ করবে, বিক্ষোভকারীদের প্রবেশে বাধা দেবে। অন্যদিকে পুলিশ 'উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ' করবে।

শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনী স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) তৎকালীন মহাপরিচালক ৫ আগস্ট প্রথম প্রহরে (রাত ১২টা ৫৫ মিনিট) বিজিবির মহাপরিচালককে পরপর দুটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠান। সেই বার্তাগুলোর হার্ড কপি পেয়েছে ওএইচসিএইচআর। এসবের তথ্য অনুসারে, প্রথমটি ছিল আন্দোলনের নেতাদের ফরোয়ার্ড করা সম্প্রচারিত বার্তা। এতে তাঁরা ঢাকায় প্রবেশের পথগুলো সম্পর্কে আন্দোলনকারী ছাত্র–জনতাকে জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বার্তাটি প্রতিরক্ষা নির্দেশনার রূপরেখার একটি ভিডিও রয়েছে বলে মনে হয়। এতে প্রতিরক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন, একটি তৃতীয় দূরপাল্লার ইউনিট, একটি ব্যাকআপ ইউনিট, একটি পশ্চাদ্ভাগের বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। ৫ আগস্ট সকালে সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা মূলত দাঁড়িয়েছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁরা অর্পিত ভূমিকা পালন করেননি।

একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেনা মোতায়েন করা হয়নি। আরেকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, বিজিবি প্রতি ঘণ্টায় বিভিন্ন প্রবেশপথ দিয়ে প্রায় ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার বিক্ষোভকারীকে ঢুকতে দিয়েছে, যা তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল।

পরিস্থিতি নিয়ে এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ভিডিও ফুটেজে ৫০০ থেকে ৬০০ বিক্ষোভকারী সেনাবাহিনীর বাধা ছাড়াই উত্তরা থেকে ঢাকার কেন্দ্রস্থলের দিকে আসতে দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিছু একটা গড়বড় হচ্ছে। চতুর্থ আরেকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না।

প্রতিবেদনে ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের চিত্র দেখানো হয়

বিক্ষোভকারীদের শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাতে বাধা দিতে তখনো পুলিশ অনেক জায়গায় গুলি চালাচ্ছিল। পুলিশের একজন কর্মকর্তার ভাষ্য, 'সেদিন সকাল থেকেই সেনাবাহিনী জানত, শেখ হাসিনার পতন হয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ জানত না। তাই, পুলিশ তখনো সরকারকে রক্ষা করতে সর্বাত্মকভাবে মাঠে ছিল।'

বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের গুলি করার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে ওএইচসিএইচআর। সবগুলোর ধরন ছিল একই। চানখাঁরপুলে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তারা ও অন্যান্য পুলিশ রাইফেল থেকে প্রাণঘাতী গুলি করেছে। তবে শাহবাগের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করা বিক্ষোভকারীদের থামাতে তাঁরা কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, পুলিশ যাকে দেখেছিল, তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল।

রামপুরা ব্রিজ পার হয়ে বাড্ডায় যাওয়ার চেষ্টাকালে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ধাতব গুলি ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। এতে শিক্ষার্থী বিক্ষোভকারীরা আহত হন। ওই এলাকায় সকালে গুলিতে আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আজমপুরে পুলিশের গুলিতে আহত ১২ বছর বয়সী এক বালক বলেছে, পুলিশ 'সব জায়গায় বৃষ্টির মতো গুলি চালাচ্ছিল।' কীভাবে সে ওই স্থানে অন্তত এক ডজন মৃতদেহ দেখেছিল, সেই বর্ণনা করেছিল।

সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের নিবৃত্ত ও আটক করতে প্রাথমিকভাবে তল্লাশিকেন্দ্র (চেকপোস্ট) বসিয়েছিল। যখন আরও বেশি বিক্ষোভকারী দেখা যায়, তখন অন্তত প্রথম দিকে পুলিশ কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। পরে প্রাণঘাতী গুলি ছোড়ে।

আহত বিক্ষোভকারীদের সাহায্য করতে গিয়ে গুলিতে আহত এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, আওয়ামী লীগের সমর্থকেরাও বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালান।

ওই এলাকায় গুলি চালানোর ঘটনার আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীও একটি ছেলের মৃতদেহ দেখেছেন। ছেলেটি ৫ আগস্ট নিহত হয়েছিল। এই প্রত্যক্ষদর্শী ওএইচসিএইচআরকে বলেছেন, ৫ আগস্ট ছিল 'আমাদের (বিক্ষোভকারীদের) জন্য সবচেয়ে আনন্দের দিন, কিন্তু ছেলেটির মায়ের জন্য সবচেয়ে দুঃখের দিন।'

৫ আগস্ট সকালে যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ ও আনসার সদস্যরা থানা ও এর কর্মকর্তাদের রক্ষায় বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি করার নির্দেশ পান। তাঁরা থানার ভেতর এবং আশপাশে অবস্থান নিয়ে বিপুলসংখ্যক বিক্ষোভকারীর ওপর প্রাণঘাতী রাইফেল ও শটগান দিয়ে গুলি চালায়। তাঁরা ঢাকা মার্চের জন্য জড়ো হয়েছিলেন।

ঘটনাস্থলে মোতায়েন থাকা কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, কিছু বিক্ষোভকারী পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করেন। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী নিহত হন। বহুসংখ্যক আহত হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অটিস্টিক ছিলেন, তাঁর শরীরে দুটি গুলি লেগেছিল।

ওই এলাকায় মোতায়েন সেনা ইউনিটগুলো বিকেলের দিকে অল্প সময়ের জন্য পরিস্থিতি শান্ত করলেও পরে তারা সরে যায়। কিছুক্ষণ পরে থানার ফটকের বাইরে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের ওপর একটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাইফেল ও শটগান দিয়ে গুলি চালায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিডিও প্রমাণসহ সাক্ষ্যে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বাঁচার উপায় খুঁজতে গিয়ে অথবা পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ কর্মকর্তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বেশ কিছু নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীকে কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেছেন। জনতাকে লক্ষ্য করে তাঁরা এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছিল।

৫ আগস্ট বিকেলে শেখ হাসিনার বিদায় উদ্‌যাপনের সময় কিছু পুলিশ জনতার ওপর প্রাণঘাতী গুলি ছুড়ে। হতাহত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশুও ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ও চিকিৎসার নথির বরাতে বলা হয়, উত্তরায় মা–বাবার সঙ্গে 'বিজয় মিছিলে' আসা ৬ বছর বয়সী একটি ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়লে ভিডিও ও ছবিতে আনন্দের মুহূর্তগুলো দেখা যায়।

তবে সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলির শব্দে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এর ফলে জনতা পালিয়ে যায়। শিশুটির ঊরুতে গুলি লেগেছিল। পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালে সে মারা যায়। শিশুটিকে কে গুলি করেছে, তা দেখতে পাননি প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিশৃঙ্খল দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হয়।

কাছাকাছি একটি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্টেশন ছিল। কীভাবে পুলিশ কর্মকর্তারা বিক্ষোভ মিছিলের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়েছিল, তা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় উঠে এসেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিটি অন্যদের আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যেতে দেখেন। এর মধ্যে মাথায় গুলিবিদ্ধ আরেকটি ছেলে ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, উদ্‌যাপনকালে মিরপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ১২ বছর বয়সী একটি ছেলে নিহত হয়।

৫ আগস্ট বিকেলে গাজীপুরে ১৪ বছর বয়সী একটি ছেলেকে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে পঙ্গু করা হয়। ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার বিক্ষোভকারীর মূলত একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল করার সময় তার ডান হাতে গুলি করা হয়।

ফরেনসিক প্রমাণে দেখা যায়, খুব কাছ থেকে ছেলেটিকে শটগানের পেলেট আঘাত করে। পাথর ছোড়ার অভিযোগে তাকে শায়েস্তা করার লক্ষ্য ছিল বন্দুকধারীর। তিনি বলেছিল, 'তোর এই হাত আর পাথর মারতে পারবে না।' ছেলেটির ডান হাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৪০টির বেশি শটগানের পেলেট বিদ্ধ হয়। হাড় ও কোষের বেশ ক্ষতি হয়।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছে গাজীপুরে। সেখানে পুলিশ কর্মকর্তারা একজন নিরস্ত্র রিকশাচালককে আটক করে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেন। পুলিশ মরদেহটি টেনে নিয়ে যায়। তারা সেই মরদেহটি আর ফেরত দেয়নি।

ওই রিকশাচালককে গুলি করা পুলিশ কর্মকর্তাকে গত সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিবারের এক সদস্য ওএইচসিএইচআর-এর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 'আমি ন্যায়বিচার, স্বাধীন তদন্ত ও মরদেহ ফেরত চাই।'

এদিকে ৫ আগস্ট বিকেলে বিক্ষোভকারীরা আশুলিয়া থানাকে নিশানা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিপুলসংখ্যক জনতা থানাটি ঘেরাও করে। পুলিশ বারবার পিছু হটার চেষ্টা করলেও তারা ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে। জবাবে পুলিশ প্রাণঘাতী গুলিভর্তি সামরিক রাইফেল ব্যবহার করে নির্বিচার গুলি চালায়।

পুলিশ যখন নিজেদের সরে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল, তখন এলোপাতাড়ি গুলি চলছিল। মারাত্মক সহিংস ব্যক্তিদের নিশানা না করে জনতাকে ভয় দেখানোর জন্য গুলি বেশি করে করা হচ্ছিল বলে মনে হয়। ফলে বিক্ষোভকারী ও পথচারীরা হতাহত হয়। ১৬ বছর বয়সী এক ছাত্রকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়, তার মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত লেগেছিল, তাকে অবশ করে দেয়।

ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশে পুলিশ পরে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহগুলো একটি ভ্যানে স্তূপ করে। তারা গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মনে হচ্ছিল, তারা কাজটি করেছে এই আশায় যে, মরদেহ পোড়ানোর বিষয়টি এই মিথ্যা ধারণা তৈরি করবে যে, এসব লোক আন্দোলনকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTRACT

healthfirst · CenterLight · Anthem. · Hamaspik · MetroPlusHealth · SWH

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

CONTACT US:
Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suit C Ozone Park, NY 11416

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিকাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার	পায়ের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD	Dr. M Nayeem
Cardiologist	Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

ফের বাড়ছে ঢাকা-দিল্লি কূটনৈতিক টানাপোড়েন

হাসিনার ভাষণের জের

নিউজ ডেস্ক

সম্প্রতি শেখ হাসিনার ‘বানোয়াট ও উসকানিমূলক’ মন্তব্যের প্রতিবাদ জানায় ঢাকা। এতে বাড়ছে ঢাকা-দিল্লি কূটনৈতিক উত্তেজনা।

বেশ কিছুদিন শিথিল থাকার পর ফের বাড়ছে ঢাকা-দিল্লি কূটনৈতিক টানাপোড়েন। ভারতে অবস্থান করে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করায় বৃহস্পতিবার ভারতীয় হাইকমিশনার পবন বাধেকে তলব করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বুধবার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘বানোয়াট ও উসকানিমূলক’ মন্তব্যের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানায় ঢাকা। আর তাতেই ফের বাড়ছে ঢাকা-দিল্লি কূটনৈতিক উত্তেজনা।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এমনটি।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ভারতে পালিয়া যাওয়ার পর ফেসবুকে লাইভে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন হাসিনা। সেই বক্তৃতায় তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ‘মৃতদেহের উপর দিয়ে হেঁটে’ ক্ষমতা দখল করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন।

পতিত সরকার প্রধানের এমন বক্তব্যে ফের উত্তেজনা ছড়ায় বাংলাদেশে। শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িসহ সারা দেশে বিভিন্ন নেতাকর্মীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ‘গভীর উদ্বেগ ও হতাশা’ প্রকাশ করেছে। ভারতে অবস্থান করে হাসিনার ‘বিরূপ’ বিবৃতিগুলি সুস্থ ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সহায়ক নয় বলে উল্লেখ করেছে।

এদিকে ভারত মুজিবের স্মৃতি যাদুঘর ধ্বংসের ‘কঠোর নিন্দা’ জানিয়েছে। একে ‘ভাংচুর’ বলে অভিহিত করেছে ভারত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্রিফিংয়ে বলেছে- যারা স্বাধীনতা যুদ্ধকে মূল্যায়ন করে, বাংলা পরিচয়কে লালন করে, তারা এই বাড়ির গর্বিত গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত।

ভারতে অবস্থানকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে শেখ হাসিনার ‘মিথ্যা ও উস্কানিমূলক’ বিবৃতি বন্ধ করতে দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার ভিত্তিতে ভারতকে অবিলম্বে ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ঢাকা আরও বলেছে, শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে বলেছেন- তারা একটি ভবনকে ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু ইতিহাসকে নয়। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখতে হবে, ইতিহাস তার বদলা নেয়। এটাকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে উস্কানি দেয়ার অভিযোগ আনা হচ্ছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন- ভারত কী পদক্ষেপ নেয়, আমরা সেটা পর্যবেক্ষণ করবো।

এদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি বিরল ঐক্য প্রদর্শন করেছে। তারা এই ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলেছে, এসব কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা। এতে বিশৃংখলা বাড়তে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেশে ভবিষ্যত গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা।

নিউইয়র্কে লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট সাময়িকভাবে বন্ধ

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্কের লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বার্ড ফ্লু শনাক্তের পর এটি একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস ও কুইন্সের লাইভ পোল্ট্রি মার্কেটে রুটিন পরিদর্শনের সময় ৭টি বার্ড ফ্লুর ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে। সংক্রমিত সব পাখি নিধন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির লাইভ পোল্ট্রি মার্কেটগুলোর ওপর প্রভাব ফেলবে। মার্কেটগুলো এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে এবং বিক্রেতাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তারা অবশিষ্ট মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রি পণ্য বিক্রি করে দিতে হবে। এরপর বাজারগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার পর পাঁচ দিন বন্ধ রাখা হবে।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল আশ্বস্ত করেছেন, বার্ড ফ্লু জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় কোনো হুমকি সৃষ্টি করছে না। রাজ্য কর্তৃপক্ষও নিশ্চিত করেছে নিউইয়র্কে এ পর্যন্ত কোনো মানবদেহে সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়নি এবং সাধারণ জনগণের জন্য ঝুঁকি খুবই কম।

তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ প্রাণিকুলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্কিন কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে প্রায় ৭ মিলিয়ন, ডিসেম্বরে ১৮ মিলিয়ন এবং জানুয়ারিতে ২৩ মিলিয়নেরও বেশি পাখি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছে।

এছাড়া, সম্প্রতি মার্কিন কৃষি দপ্তর ঘোষণা করেছে, প্রথমবারের মতো ডেইরি গরুর মধ্যেও বার্ড ফ্লুর একটি নতুন ধরন শনাক্ত হয়েছে। এটি মহামারির বিস্তারের দিক থেকে একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট সাময়িকভাবে বন্ধ করা জরুরি, যাতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং মানুষের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব এড়ানো যায়।

নিউইয়র্কে উত্তরণের আয়োজনে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসে থেকেও বাংলার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার অনন্য প্রয়াস হিসেবে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে অনুষ্ঠিত হল ‘হৃদয়ে মম বাংলা ও বাংলাদেশ’ পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ২০২৫। নতুন সংগঠন ‘উত্তরণ’-এর আয়োজনে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) গোল্ডেন প্যালেসে মুখরিত এই আয়োজনে ছিল আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও মিলনমেলা।

উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতি আমাদের গর্ব। প্রবাসে থেকেও আমরা আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে চাই। আর এ ধরনের উৎসবগুলো সেটিই নিশ্চিত করে। আমরা চাই, নতুন প্রজন্ম বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানুক। এই ধরনের উদ্যোগ তাদের কাছে বাংলা সংস্কৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরবে।’

প্রবাসীদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার সারাহ হোম কেয়ারের ডিরেক্টর রেজওয়ানা রাজ্জাক সেতু।

তিনি বলেন, ‘প্রবাসে থেকেও আমরা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে হৃদয়ে লালন করি। এই ধরনের আয়োজন আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং বাংলা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর করে তোলে।’

উৎসবে ছিল বাহারি পিঠার সমাহার। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী চিতই, ভাপা, পাটিসাপটা, দুধপুলি, নকশি পিঠা, মালপোয়া, মোহনভোগসহ নানা স্বাদের পিঠা। নানা আয়োজনে বর্ণাঢ্য এই পিঠা উৎসবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন সারাহ হোম কেয়ার। আর প্রবাসে থেকেও এমন আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে গান করেন শারমিন তানিয়া, তন্বীর শাহিন, আলাল চৌধুরী ও শমী। তাঁদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় দর্শকরা দারুণভাবে মেতে ওঠেন।পরিবেশনায় ফুটিয়ে তোলা হয় প্রবাসে থেকেও বাংলার সংস্কৃতির টান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান শেলী, শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএর সভাপতি আনোয়ার হোসেন, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএর সাবেক সভাপতি খবির উদ্দিন ভূঁইয়াসহ ইকবাল হোসেন, সাইদুর রহমান লিংকন, এম হোসাইন, মনিরুল আলম দিপু, আশরাফ হোসেন, আক্তারুজ্জামান, জহুরুল ইসলাম, তাসলিমা পাটোয়ারী, নুরুল ইসলাম মিলন ও শফিকুল ইসলাম।

উৎসবের সফল আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা। প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রেজা আব্দুল্লাহ এবং যুগ্ম সমন্বয়কারী ছিলেন নূরুল ইসলাম নবীন, মাসুদ কবির ফুয়াদ ও রেজা আনসারী। এ পিঠা উৎসব প্রবাসে থেকেও বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করার এক অনন্য উদ্যোগ হয়ে থাকবে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা একত্রিত হয়ে নিজেদের শেকড়কে স্মরণ করেছেন এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

আনন্দধ্বনির প্রতিষ্ঠাতা ও সঙ্গীত সাধক ওয়াহিদুল হককে স্মরণ

নিউইয়র্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

আনন্দধ্বনির প্রতিষ্ঠাতা ও সঙ্গীত সাধক ওয়াহিদুল হকের স্মরণে প্রথম শ্রোতার আসর ‘কিছু কথা কিছু গান’ শীর্ষক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি তার স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়।

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের স্পন্সরে আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়।

আনন্দধ্বনির সভাপতি অর্গ সারথি শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন কুইন্স সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক। উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের বরেণ্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আলোচনায় ওয়াহিদুল হককে স্মরণ করা হয়।

আলোচনায় ওয়াহিদুল হকের জীবনী ও কর্মযজ্ঞ তুলে ধরেন বক্তারা। দেড় শতাধিক দর্শক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বিশেষ করে শিল্পীদের গান সবাই প্রাণভরে উপভোগ করেন।

বক্তারা বলেন, ‘ওয়াহিদুল হক একজন কিংবদন্তী ছিলেন। তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের আলোকবর্তিকা হতে পারে।’

অর্গ সারথি শিকদার বলেন, ‘আনন্দধ্বনি প্রথম নিউইয়র্কে পহেলা বৈশাখ শুরু করেন। আমার এ ধরনের অনুষ্ঠান নিয়মিত করতে চাই।’

মাহফুজুল হক বলেন, ‘আমরা ব্যবসায়ের পাশাপাশি বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। আগামীতেও করব। আনন্দধ্বনি আমাদের সাথে আছে।’

নিউইয়র্কে রেমিট্যান্স ফেয়ার ১৯-২০ এপ্রিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

‘লিগ্যাল রেমিট্যান্স, বেটার বাংলাদেশ’— এই প্রতিপাদ্যে নিউইয়র্কে আগামী ১৯ ও ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২ দিনব্যাপী ‘চতুর্থ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫’। এই মেলা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ আরও বাড়াতে প্রবাসীদের উৎসাহ বাড়াতে ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করছে আয়োজক কমিটি।

বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই) এবং ইউএসএ-বাংলা বিজনিস লিংক যৌথভাবে এ মেলার আয়োজক। এবারের মেলা নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটে অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজকরা জানান, চতুর্থ রেমিট্যান্স ফেয়ার উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ড. আহসান এইচ মনসুর। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং, অ্যাপ ডেভলোপার, মানি একচেঞ্জ ও বিভিন্ন চ্যানেল পার্টনার।

ইলন মাস্কের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের টেলিফোন আলাপ

ঢাকা ডেস্ক

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইলন মাস্কের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সময় রাত ৯টার দিকে তাঁদের মধ্যে ফোনালাপ হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার তাঁর ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট করেছেন।

এদিকে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে ইলন মাস্কের ফোনালাপ শিরোনামে একটি পোস্ট দেন।

ফেসবুকে তিনি লেখেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ধনকুবের ইলন মাস্কের ফোনালাপ হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ৯টার দিকে তাঁদের মধ্যে ফোনে কথা হয়।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মাস্ককে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দক্ষতাবিষয়ক বিভাগের (ডিওজিই) দায়িত্ব দিয়েছেন। এই বিভাগের মাধ্যমে সরকারি ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে কাজ করবেন মাস্ক। বিশ্বের শীর্ষ ধনী মাস্ক টেসলা, স্পেসএক্স ও এক্সের (টুইটার) মালিক।

তাঁদের আলোচনার বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি। কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, আলোচনা সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে।

বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের ২০তম বার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের (বিএসিসি) ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ইয়াঙ্কার্সের নেহা প্যালেস পার্টি হলে ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আয়োজিত এ উৎসবে কমিউনিটির উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। আয়োজনে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ছিলো আকর্ষণীয় ফ্রি র‍্যাফেল ড্রও।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯'-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদারের সভাপতিত্বে ও ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার হারুন আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট নজরুল হক ও সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল গাফফার চৌধুরী খসরুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান শেলি মেয়ার, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, জর্জ লাটিমার, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান কেন জেনকিন্স, ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি এক্সিকিউটিভ করাজন পিনেডা-আইজাক, ইয়ঙ্কার্স সিটি কাউন্সিল মেম্বার তাশা ডিয়াজ ও ভেরিস শাকো, অ্যাটর্নি এইচ ব্রুশ ফিশার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিটেক্টিভ মাসুদ রহমান, আহাদ আলী, ক্যালেকা'স অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপের প্রেসিডেন্ট জুলফিজার আকতার জুয়েল, জোসেফ সাইয়েঘ, মেডিক্যাল ছাত্র কাটোরি ওয়াকার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মৌরা রেইলি লাইট, ইভেন্ট সাপোর্টসি মিশেল শিভার্স।

নতুন প্রজন্মসহ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক মিলন মেলায়। প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মনমুগ্ধকর পরিবেশনা মাতিয়ে রাখে হল ভর্তি দর্শক শ্রোতাদের। শিল্পী তানভীর শাহীনসহ অন্যান্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মোহাম্মদ এন মজুমদার ও আবদুল গাফফার চৌধুরী খসরু উৎসবে সংগঠনের নানা কার্যক্রম তুলে ধরেন। সব সময় তাদের সহযোগিতার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান তারা।

মোহাম্মদ এন মজুমদার প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সমন্বয়ে কমিউনিটির মূলধারায় ভূমিকা জোরদারে তাদের পথচলা অব্যহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিক জুয়েল সাদতের মা মুহিবুন নাহারের ইন্তেকাল

ডেস্ক রিপোর্ট

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বসবাসরত উত্তর আমেরিকা প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি ও ৩৯তম আটলান্টা ফোবানার মিডিয়া চেয়ারম্যান গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জুয়েল সাদতের মাতা বেগম মুহিবুর নাহার (৮৬) গত শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বার্ধক্যজনিত কারণে ওরলান্ডোতে মৃত্যুবরন করেছেন।

বেগম মুহিবুন নাহার ১৯৩৮ সালে সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার হাসিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৩ সাল থেকে ফ্লোরিডার কিসিমিতে আসবাস করতেন, অসম্ভব অমায়িক ও মানবিক গুণাবলীর কারণে তিনি কমিউনিটির সকলের নিকট প্রিয় ছিলেন৷

বেগম মুহিবুন নাহারের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

বেগম মুহিবুন নাহার নানা জনহিতকর কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন৷ তিনি সাদত ফাউন্ডেশনের একজন ট্রাস্টি।

মরহুমার দুই মেয়ের পরিবারের চারজন কোরআনে হাফিজ৷

মৃত্যুকালে তিনি চার কন্যা, দুই পুত্র ও অসংখ্য নাতি-নাতনিসহ আত্মীয় স্বজন রেখে যান।

শুক্রবার বিকালে কিসিমির মুসলিম সিমেট্রিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন মুহিবুন নাহার।

মেহেদী ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন

ইমরান ইমন

মেহেদী হাসান খান, অভ্র কীবোর্ড আবিষ্কার করে যিনি বাংলা ভাষা ব্যবহারকে সহজ করে দিয়েছেন। সম্প্রতি তার এ অবদানস্বরুপ তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

২০০৩ সালে আবিষ্কৃত অভ্র কীবোর্ড ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম দ্বারা সে বছরের ১৪ জুন স্বীকৃত হয়। এটি প্রথম জনসাধারণের ব্যবহারের উন্মুক্ত করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের দিন ২০০৩ সালে ২৬ মার্চ। অভ্র আবিষ্কারের এতো বছর পরও তার অবদানকে স্বীকৃতি না দেওয়া ছিল জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার। বিভিন্ন সময় এদেশের সচেতনমানুষ মেহেদী হাসানের মূল্যায়নের জন্য আন্দোলন করেছেন, লেখালেখি করেছেন। আমি নিজেও অনেকবার লিখেছি মেহেদী হাসানরা কেন মূল্যায়িত হন না!

দীর্ঘ অমানিশা কেটে এবার মেহেদী হাসানকে মূল্যায়ন করা হল, এতে আমার লজ্জা একটু হলেও ঘুচলো! কিন্তু পুরস্কার হস্তান্তরের জন্য মেহেদী হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যেটা জানান সেটাই আমাদের মুগ্ধ করে, ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং নিরন্তরের প্রেরণা যোগায়।

মেহেদী হাসান কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন তিনি একা এ পদক গ্রহণ করবেন না। কারণ, অভ্র তৈরিতে তিনিসহ তার আরো তিনবন্ধু ভূমিকা রেখেছেন। তাই, যদি পুরস্কার গ্রহণ করতে হয়, তিনি এই তিনবন্ধুকে তথা পুরো অভ্র-টিমকে সঙ্গে নিয়েই করবেন।

মেহেদী হাসান চাইলেই একা সে পুরস্কার গিলে খেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। যা তাকে করেছে অনন্য।

আমাদের সমাজ হিংসা, অন্যকে 'আউট' করে দেওয়া আর অন্যের অবদান অস্বীকারের যে অন্ধকারদৃশ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে, সেখানে মেহেদী হাসান একটু হলেও আলো ফেলেছেন। আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে উদার হতে হয়, কীভাবে বড়ো হতে হয়।

কারও অবদান স্বীকার করলে কেউ কখনও ছোট হয়ে যায় না। বরং তার মহত্ত্ব আরও বহুগুণে বেড়ে যায়, তিনি আরো বড়ো হন। এক্ষেত্রে মেহেদী হাসান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যাকে ইতিহাস মনে রাখবে নিরন্তর।

আমাদের ঘরে ঘরে মেহেদী হাসানরা গড়ে ওঠলে আমাদের সব সংকট নিমিষেই দূর হয়ে যাবে।

মেহেদী হাসানকে স্যালুট! তার জন্য শুভকামনা।

'আইস'র গ্রেফতার ও হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ২৭ ফেব্রুয়ারি

বর্তমানে ইমিগ্রেশন পুলিশ যাচাই-বাছাই না করে যে ধরনের ধর-পাকর শুরু করেছে, তাতে অনেক নিরীহ জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে; যা সংবিধানের পরিপন্থী। আমরা এমন কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করছি।

নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ব্যতীত কোন ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয়, সেজন্য মূলধারার রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার সংগঠন, সংবাদ মাধ্যমের সমন্বয়ে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টায় জ্যাকসন হাইটস্থ শেফ মহল রেস্টুরেন্টে জরুরি আলোচনা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

সব সামাজিক সংগঠন ও কমিউনিটির নেতৃবর্গকে সুচিন্তিত মতামতসহ প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শাহ্ শহীদুল হক ও মোহাম্মদ আব্দুস সোবাহান। বিজ্ঞপ্তি।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

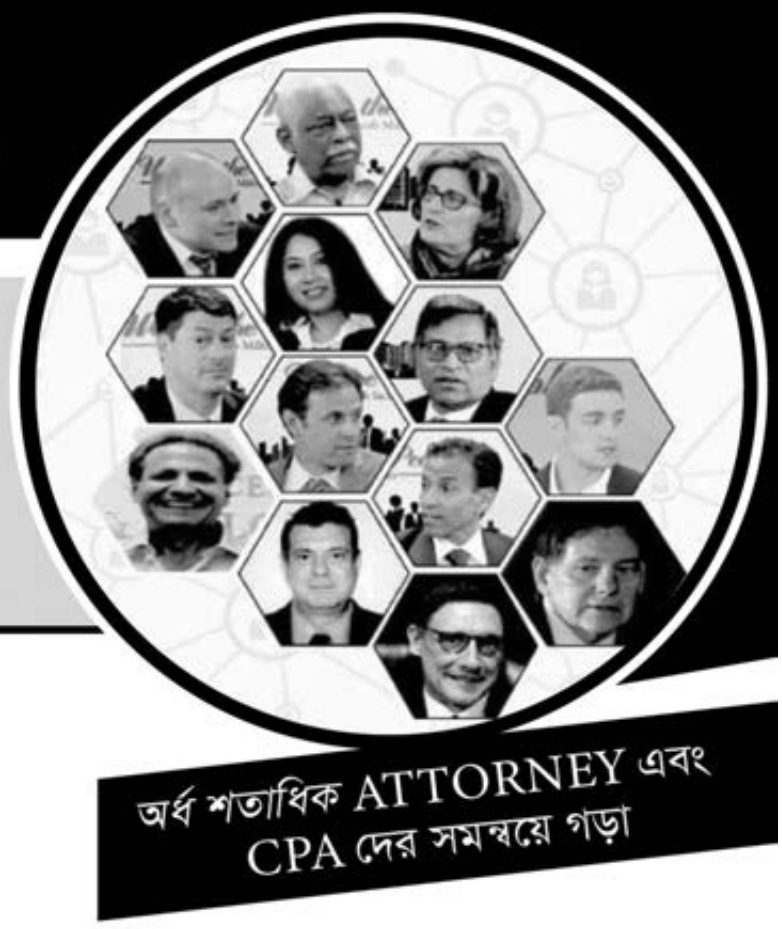

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বাড়ি বিক্রি হবে

84-29 Kendrick Place
Jamaica Estates, NY 11432

SINGLE FAMILY RESIDENCE
NEW BUILD IN 2010

- Style: Colonial
- Beds: 5
- Bathrooms: 7
- Baths Full: 5
- Hall: 2
- Lot Size: 50 x 158
- Size: 3,900 Sqft
- Healing: Elec, Natural Gas
- Cooling: Central Air

একক পরিবারের বাসস্থান
২০১০ সালে নতুন নির্মিত

- স্টাইল: কলোনিয়াল
- শয়নকক্ষ: ৫
- বাথরুম: ৭
- পূর্ণ বাথরুম: ৫টি
- হল: ২
- লটআকার: ৫০ x ১৫৮
- আকার: ৩,৯০০ বর্গফুট
- হিলিং: ইলেকট্রিক, প্রাকৃতিক গ্যাস
- কুলিং: সেন্ট্রাল এয়ার

Marianna's
Real Estate Team

CALL: MARIANNA 917-330-0290

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জানিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

আমেরিকান কারি এ্যাওয়ার্ড বাস্তবায়নে তৃতীয় পদক্ষেপ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে খলিল গ্রুপের সিইও মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের উদ্যোগে 'আমেরিকান কারি এ্যাওয়ার্ড' বাস্তবায়নে অবশেষে গ্রহণ করা হয়েছে তৃতীয় পদক্ষেপ। সর্বশেষ এ পদক্ষেপে যুক্ত হলেন আশা গ্রুপের কর্ণধার আকাশ রহমান।

এ উপলক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জ্যামাইকার আশা পার্টি হলে খলিলুর রহমান ও আশা গ্রুপের সিইও আকাশ রহমানের মধ্যে এমওইউ সাক্ষরিত হয়। তবে সর্বশেষ পদক্ষেপে খলিল রহমানের কারি এ্যাওয়ার্ড প্রদানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা তা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

খলিলুর রহমান ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রথম আমেরিকান কারি এ্যাওয়ার্ড ঘোষনা করতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সম্মেলনে ২০২৩ সালের শেষের দিকে আয়োজনটির করার কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ কারণে এ্যাওয়ার্ডের আয়োজনটি আর হয়ে ওঠেনি।

এরপর ঢাকা থেকে প্রকাশিত অর্থ কণ্ঠের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এনামুল হক এনামকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ২০২৪ সালে ১৭ নভেম্বর কুইন্সের টেরেস পার্কে এ্যাওয়ার্ড আয়োজনটি সম্পন্ন করবেন বলে জানানো হয়। কিন্তু সেই আয়োজনটিও আর হয়ে ওঠেনি।

সর্বশেষ ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আরো ঘটা করে আরো একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশা গ্রুপের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন খলিল রহমান। সেখানে খলিল রহমান অতীতে কারি এ্যাওয়ার্ড না হওয়ার প্রসঙ্গে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

একই সাথে এবার আশা গ্রুপের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ্যাওয়ার্ড আয়োজন করার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তবে এমওইউ অনুষ্ঠানে আশা গ্রুপের চেয়ারম্যান আকাশ রহমান এ্যাওয়ার্ড আয়োজন থেকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে কথা বলেন মিডিয়ার সংবাদ অপপ্রচার প্রসঙ্গে।

এদিকে আশা গ্রুপ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেও ধরা পড়ে অসঙ্গতি। বিজ্ঞপ্তিতে উপস্থিত সাংবাদিরা এ্যাওয়ার্ড আয়োজন নিয়ে বক্তব্য রাখেন বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ সেখানে আশা গ্রুপের মিডিয়ার প্রতিনিধি ছাড়া অন্যসব সাংবাদিকরা এ্যাওয়ার্ডের আয়োজনের বিষয়ে বক্তব্য নয় বরং নানা ক্ষুটিনাটি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে জানতে চান। এ ঘটনায় সাংবাদিক মহলে সৃষ্টি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

তবে আশার কথা হলো তৃতীয় ধাপে আগামী ২৪ মে টেরেস অন দ্যা পার্কে এ্যাওয়ার্ড আসর পুনরায় হবে বলে ঘোষনা করেন আয়োজকরা।

মদে আসক্তি কমছে মার্কিন কিশোরদের, বাড়ছে গাঁজায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এক গবেষণায় দেখা গেছে—যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কিশোরদের মধ্যে নিকোটিন পাউচ, সিগারেট, অ্যামফেটামিন ও গাঁজার ব্যবহার বেড়েছে। তবে এই বয়সীদের মধ্যে অ্যালকোহলের ব্যবহার অতীতের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

বুধবার নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিউইয়র্কের হাই স্কুলে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিকোটিন পাউচ, বিশেষ করে 'জাইন' ব্র্যান্ডের পাউচ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেক শিক্ষার্থী এখন ক্লাসে বসে মুখে পাউচ রেখে নিকোটিন গ্রহণ করছে। এটি যা সহজে কারও চোখে পড়ে না। গবেষণা বলছে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে হাই স্কুলে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিকোটিন পাউচ ব্যবহারের হার দ্বিগুণ হয়েছে।

ই-সিগারেট এখনো দেখা গেলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটির ব্যবহার কমতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) জানিয়েছে, ২০১৯ সালে ৫০ লাখ শিক্ষার্থী ই-সিগারেট ব্যবহার করত। বর্তমানে এই সংখ্যাটি ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রবণতা বাড়ছে বলে সিডিসির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে একটি আশ্চর্যজনক প্রবণতা হলো—সিগারেটের আবারও জনপ্রিয় হয়ে ওঠা। বর্তমানে কিছু শিক্ষার্থী এটিকে পুরোনো দিনের ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করছে। এক শিক্ষার্থীর মতে, এটি এখন 'লানা ডেল রে' স্টাইলের পুরোনো ফ্যাশনের অংশ হয়ে উঠেছে।

অতীতের মতো স্কুলের বাথরুমগুলোতে মাদক গ্রহণের প্রবণতা এখনো অটুট রয়েছে। অবস্থা এমন যে, ম্যানহাটনের ল্যাগার্ডিয়া হাই স্কুলে মাদক গ্রহণ ঠেকাতে বাথরুমের দরজা ক্লাস চলাকালীন সময়ে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Home Care

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

১০ হাজার ডলারের রিভেট

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল

তোফায়েল চৌধুরী

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

GREE MECHANICAL YONKERS

আমাদের কল করুন

914-222-9477 or 914-989-0089

Gree Mechanical Yonkers

1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

Bestcare
Home care, your care.

CDPAP অভিজ্ঞ কিছু লোক নিয়োগ দেওয়া হবে।
যোগাযোগ - (516) 731-7808

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH
এর অনুমোদিত আমরা আপনার CDPAP সার্ভিস দিতে পারবো।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন।

এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না।

আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Bestcare Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

নতুন পেনি উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি ট্রেজারি বিভাগকে নতুন পেনি কয়েন উৎপাদন বন্ধ করতে বলেছেন। তিনি এই পদক্ষেপকে সরকারি ব্যয় কমানোর উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়।

ওয়াশিংটন থেকে এএফপি জানায়, ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় সময় রোববার লিখেছেন, 'অনেক দিন ধরেই আমেরিকা পেনি উৎপাদন করছে, যার খরচ প্রতি কয়েনের জন্য ২ সেন্টের বেশি! এটি চরম অপচয়!'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমি আমার অর্থমন্ত্রীকে নতুন পেনি উৎপাদন বন্ধ করতে বলেছি। আমাদের মহান দেশের বাজেট থেকে অপচয় দূর করতে হবে, তা যদি এক পেনি করেও হয়!'

ধনকুবের ইলন মাস্কের নেতৃত্বে ট্রাম্প প্রশাসনের 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডগে)' নামক ব্যয় সংকোচন প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

অবৈধ অভিবাসী ধরতে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় রেস্তোরাঁয় অভিযান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আমেরিকায় চলছে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান। এবার একইভাবে অবৈধ অভিবাসীদের ধরতে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাজ্যও।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানায়, ইউকে-ওয়াইড ব্লিটজ নামের এই অভিযানে ভারতীয় রেস্তোরাঁ, নেইল বার, কনভেনিয়েন্স স্টোর এবং কার ওয়াশের স্থানগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। এসব স্থানেই অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

গত কয়েক দিন ধরেই একের পর এক ভারতীয় রেস্তোরাঁ, গাড়ি পরিষ্কার করার দোকানে অভিযান চালাচ্ছেন সেখানকার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইউভেট কুপারের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর ইংল্যান্ডের হামবারসাইড এলাকার একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ থেকেই সাতজনকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া একই সন্দেহে আটক করা হয়েছে আরও চারজনকে।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুপার বলেছেন, অভিবাসন আইন অবশ্যই মেনে চলা উচিত। বহুদিন ধরে নিয়োগকারীরা অবৈধ ভাবে শ্রমিক নিয়োগ করে তাঁদের শোষণ করেছেন। এই সমস্ত শ্রমিক অবৈধভাবে কাজ করে গেলেও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ব্রিটিশ সরকারের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেপ্তারের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈধ পরিচয়পত্রহীন শ্রমিকদের নিয়োগ করার জন্য নিয়োগকারী সংস্থা কিংবা ব্যক্তিকে ১০৯০টি নোটিশও পাঠিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত জানুয়ারি মাসেই ৮২৮টি জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে। গত বছরের জানুয়ারি মাসের তুলনায় এই ধরনের অভিযানের সংখ্যা ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক মাসে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬০৯ জন।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক পরিসরে ক্রমশ নিজেদের অবস্থান জোরালো করছে 'রিফর্ম ইউকে'-র মতো কট্টর ডানপন্থী দলগুলো। এই দলগুলো কঠোর অভিবাসন নীতি প্রণয়নের পক্ষে। এ অবস্থায় ব্রিটেনের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির ওপর অভিবাসন নীতি কঠোর করার চাপ ক্রমশ বাড়ছে।

সালমান রুশদির হামলাকারীর বিচার শুরু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সালমান রুশদি

প্রখ্যাত ব্রিটিশ-ভারতীয় লেখক সালমান রুশদিকে হত্যাচেষ্টাকারীর বিচার শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের আদালতে অভিযুক্ত হামলাকারী হাদি মাতারের বিচার শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার আদালতে হাজির করা হয় মাতারকে। নিউজার্সির ফেয়ারভিউয়ের বাসিন্দা ২৭ বছর বয়সী মাতারের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা ও হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। রুশদিকে ১০ বার ছুরিকাঘাত করার অভিযোগ আছে মাতারের বিরুদ্ধে। এই হামলায় রুশদি এক চোখের দৃষ্টিশক্তি এবং এক হাতের কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর লিভারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় হামলায়।

২০২২ সালের আগস্টে নিউইয়র্কের এক অনুষ্ঠানের মঞ্চে ছুরি হামলার শিকার হন রুশদি। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন বুকারজয়ী এই লেখক। আকস্মিক মঞ্চে উঠে এক আততায়ী ছুরি নিয়ে রুশদির ওপর হামলা চালায়।

১৯৮৮ সালে তাঁর উপন্যাস 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশের পর থেকেই হত্যার হুমকি পেয়ে আসছিলেন সালমান রুশদি। ৯ বছর আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হন রুশদি এবং বহু বছর নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে চলাফেরা করতেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হুমকির মাত্রা কমে এসেছে মনে করে নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই চলাফেরা শুরু করেন রুশদি।

জামাতার স্বপ্ন পূরণেই কি 'গাজা দখল' চান ট্রাম্প?

নিউজ ডেস্ক

গাজা উপত্যকা দখল করে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা' গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা সামনে এগিয়ে নেওয়ার বেশিরভাগ অংশই করে ফেলেছেন বলে ধারণা বিশ্লেষক ও কূটনীতিকদের।

এটা স্পষ্ট যে, ট্রাম্পের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে একজন কমপক্ষে এক বছর ধরে একই রকম কিছু নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এটি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তার কাছে তহবিল এবং রাজনৈতিক সংযোগ রয়েছে।

ট্রাম্পের জামাতা এবং সাবেক মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বলেছিলেন, 'গাজার সাগরপাড়ের সম্পত্তি খুবই মূল্যবান হতে পারে, যদি মানুষ সেখানে উপার্জনের দিকে মনোযোগ দেয়।'

কুশনার বলেন, সেখানকার পরিস্থিতি কিছুটা দুর্ভাগ্যজনক। তবে ইসরাইলের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করি, সেখানের জনগণকে সরিয়ে নেওয়ার পর এটি পরিষ্কার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

কুশনার যখন এসব কথা বলেন তখন ইসরাইল গাজার দক্ষিণ সীমান্ত শহর রাফাহতে অভিযানের কথা ভাবছিল। সেসময় তিনি আরও বলেন, 'ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক ইসরাইল বা মিশরের নেগেভ মরুভূমিতে বাস্তুচ্যুত করা যেতে পারে। চাপ দেওয়া হলে তাদের গাজায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।'

তবে, আন্তর্জাতিক আইন বলে গাজার জলসীমা বা এর সামুদ্রিক সীমানার সম্পত্তির অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেই। এটা কোনও ছোট বিষয় নয়।

ট্রাম্প প্রথমে বলেছিলেন যে মার্কিন-নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকা 'বিশ্বের মানুষ'-এর জন্য উন্মুক্ত হবে এবং ফিলিস্তিনিদের ফিরে আসার কোনও কারণ থাকবে না। তবে, তার উপদেষ্টারা সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

কিন্তু ট্রাম্পের 'গাজা দখল'- এর ঘোষণায় কুশনারও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কেবল ট্রাম্পের জামাতা কিংবা হোয়াইট হাউসের সাবেক উপদেষ্টা নন। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, কুশনার অ্যাফিনিটি পার্টনারস নামে একটি বেসরকারি ইকুইটি তহবিল চালু করেন। এই তহবিলটি ট্রাম্পের গাজায় একটি বিলাসবহুল শহর গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রায় প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।

গাজায় বিনিয়োগ নিয়ে কোনো আলোচনায় কুশনার এরই মধ্যে অংশ নিয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত হতে পারেনি রয়টার্স। ইতোপূর্বে তার ইকুইটি প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবের কাছ থেকে ২০০ কোটি ডলারসহ উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছ থেকে বিনিয়োগ পেয়েছে।

অবশ্য, গাজা দখলে নিয়ে এটিকে অবকাশযাপন কেন্দ্রে রূপ দেওয়ার ট্রাম্পের পরিকল্পনা কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে।

রিয়াদের রয়্যাল কোর্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের মত, আরব বিশ্বের উদীয়মান শক্তি সৌদি আরব ট্রাম্পের ঘোষণাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না। এটি তেমন কোনো ভাবনার মধ্যে আনা হয়নি এবং এটি কার্যকর করা অসম্ভব। তাই, দিন শেষে ট্রাম্প নিজেও তা বুঝবেন।

ট্রাম্পের মন জয়ে যে 'উপহার' নিয়ে গেলেন মোদি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন। ভারতীয় এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন জয়ে 'উপহার' নিয়ে যাচ্ছেন মোদি।

আর সেগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, যুদ্ধযান এবং বিমানের ইঞ্জিন কেনার প্রতিশ্রুতি।

তাদের বিশ্বাস নতুন বাণিজ্য, চীন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতার আশ্বাস ট্রাম্পের মন জয়ে সহায়ক হবে এবং এতে তিনি ভারতের ওপর শুল্ক ছাড় দেবেন।

অপরদিকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, মোদি ট্রাম্পকে অনুরোধ করবেন, যেসব অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো হবে তাদের সঙ্গে যেন মানবিক আচরণ করা হয়। চলতি মাসের শুরুতে ১০৪ ভারতীয়কে ফেরত পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র। ওই সময় তাদের সবার হাত ও পা শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল।

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY
ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার
WE PAY HIGHEST RATE
CDPAP Service
HHA/PCA Service
Skilled NURSING
Dr. Gee Cee Pat
Vice President
Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President
We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.
Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।
917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254
Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

ATTORNEY CHANDA THAPA

INJURED

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয়
কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা
আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

তুলসী গ্যবার্ড

তুলসী গ্যবার্ডই মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তুলসী গ্যবার্ডকেই মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে সিনেট। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে তুলসীর নাম মনোনয়ন দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প নিজেই।

তার এই মনোনয়ন নিয়ে বেশ আলোচনা সমালোচনা হলেও অবশেষে তুলসি গ্যবার্ডকেই জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক করা হয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

এতে বলা হয়, ৫২-৪৮ ভোটে সাবেক ওই ডেমোক্রেট কাংগ্রেসওম্যানকে মনোনীত করেছে সিনেট। যদিও সাবেক সিনেট মেম্বারদের অনেকেই তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রিপাবলিকান এক সিনেটরও ডেমোক্রেটদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি হলেন মিচ ম্যাককনেল। তিনি একজন রিপাবলিকান হয়েও তুলসীকে মার্কিন গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর তুলসী ইতিমধ্যেই শপথ নিয়েছেন। সিআইএ, এফবিআই এবং এনএসএ সহ যুক্তরাষ্ট্রের মোট ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থার দেখভাল করবেন তিনি।

বিবিসি বলছে, তুলসির মনোনয়ন প্রক্রিয়া ছিল বেশ কঠিন। কেননা তার বুদ্ধিমত্তার কারণে সিনেটে বেশ কয়েকবারই ভোট হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছে রিপাবলিকানরা। তবে তুলসির মনোনয়ন ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার জন্য আরেকটি বিজয় চিহ্ন হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প নিজেই তুলসিকে গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং সরকারি নথি ফাঁসকারী এডওয়ার্ড স্নোডেনের প্রতি সমর্থনের ফলে তুলসি এই পদের জন্য বেশ অপছন্দের ছিলেন।

এছাড়া ২০১৭ সালে সিরিয়া সফর করেন গ্যবার্ড। সেসময় তিনি বর্তমানে ক্ষমতাচ্যুত সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সঙ্গে দেখা করেন। আসাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক অভিযোগ থাকায় ওই সফর নিয়েও বেশ নিন্দার মুখে পড়েন তুলসী।

আমাদের প্রতিটি শাখায় **PCA, HHA** সার্টিফিকেট
সংগ্রহকারীদের রেজিস্ট্রেশন চলছে

নিজস্ব স্কুল থেকে
সার্টিফিকেট প্রদান

পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে
লেক্সা LHCSA সার্ভিস

এডাল্ট ডে কেয়ার
চালু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আরো ৫টি নতুন সেবা আসছে

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
বাঙলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস

BANGLA CDPAP SERVICES

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-8249
netlake111@gmail.com

LOCATIONS

Corporate Office
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966 888 487 0928

Jackson Heights Office
72-28 Broadway (1st Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Ozone Park Office
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Buffalo Office
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Jamaica Office
15338 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
888 228 5803 646 769 0966

Brooklyn Office
544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718- 500-2388, 646-769-0966

Bronx Office
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Albany Office
Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

দরদী মানব সেবার অঙ্গীকার

নিউইয়র্ককে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করতে অ্যাডামস প্রশাসনের পদক্ষেপ

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস্

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ ও তাঁর দল অ্যালবানি সফর করেছেন। সেখানে তিনি চারটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন: 'অ্যাক্স দ্য ট্যাক্স ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস' আইন পাশ, 'সাপোর্টিভ ইন্টারভেনশনস অ্যাক্ট' পাস ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আইনি সংস্কার ও নিউ ইয়র্কে অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য চলমান আন্তর্জাতিক সংকট মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তা।

প্রশাসনের প্রথম দিন থেকেই অ্যাডামস্ প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল নিউইয়র্ক সিটিকে আরও নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করে গড়ে তোলা, যাতে শহরটি প্রতিটা পরিবারের জন্য বসবাসের সেরা শহর হয়ে ওঠে। সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে অ্যাডামস্ প্রশাসন।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'বর্তমান সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটের মুখোমুখি। অ্যাক্স দ্য ট্যাক্স ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস-কর্মজীবী শ্রেণির নিউইয়র্কবাসীদের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় কমাবে এবং এই পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের শহরের ব্যক্তিগত আয়কর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হবে। আমরা আশা করি, এই পরিকল্পনার ফলে গড়ে প্রতিটি পরিবারের জন্য $৩৫০ সঞ্চয় হবে, যা মোট $৬৩ মিলিয়নের বেশি অর্থ স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর হাতে তুলে দেবে এবং প্রায় ৫ লাখ ৮২ হাজার নিউইয়র্কবাসী উপকৃত হবে।'

অন্যদিকে, 'সাপোর্টিভ ইন্টারভেনশনস অ্যাক্ট' পাসের মাধ্যমে গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘস্থায়ী সহায়তা পেতে পারেন। অ্যাডামস বলেন, 'আমরা অ্যালবানিকে 'সাপোর্টিভ ইন্টারভেনশনস অ্যাক্ট' পাস করার আহ্বান জানিয়েছি। এটি নিশ্চিত করবে যে, রোগীরা প্রকৃতপক্ষে সেরে ওঠার জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন যত্ন পাবেন এবং তাদের জন্য প্রয়োজন হলে পরবর্তীতে সহায়তামূলক বহির্বিভাগের চিকিৎসা প্রদান করা হবে।

তৃতীয়ত, আমরা এমন আইনি পরিবর্তনের কথা বলেছি যাতে আসামিদের অধিকার রক্ষা করা যায় এবং একই সঙ্গে আমাদের বিচার ব্যবস্থা আরও কার্যকর হয়। বিশেষ করে, বারবার অপরাধ করা ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তির আওতায় আনা জরুরি, যাতে আমাদের সম্প্রদায় নিরাপদ থাকে। অবশেষে, আমরা আশ্রয়প্রার্থীদের সংকট মোকাবিলায় আরও অর্থ সহায়তা চেয়েছি। আমাদের প্রচেষ্টার ফলে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ৬৯ হাজার থেকে কমে এখন ৪৭ হাজারের নিচে নেমেছে। তবে, গত তিন বছরে আমরা তাদের জন্য $৭ বিলিয়নের বেশি ব্যয় করেছি এবং ভবিষ্যতে আরও অর্থ ব্যয় হবে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সকল দাবি গভর্নর হোচুল ও স্টেট আইন পরিষদের কাছে আমাদের প্রশাসনের সফলতার ভিত্তিতেই করা হয়েছে। গত বছর, আমরা সাশ্রয়ী বাড়ি তৈরিতে পরপর রেকর্ড গড়েছি। এছাড়া, আমরা 'সিটি অব ইয়েস ফর হাউজিং অপরচুনিটি' পরিকল্পনা পাস করেছি, যা আমাদের শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসন সংস্কার উদ্যোগ। গভর্নর হোচুল এবং স্টেটের সহায়তা, সঙ্গে আমাদের নতুন জোনিং সংস্কারের ফলে আগামী ১৫ বছরে পাঁচটি বরোর প্রতিটি এলাকায় ৮০ হাজারের বেশি নতুন বাড়ি তৈরি হবে।'

তবে অ্যাডামস্ মনে করেন, শহরে জীবনযাত্রার খরচ এখনও অনেক বেশি। কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীদের জন্য খাবার, ওষুধ, পরিবহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ বহন করা সহজ হওয়া উচিত। প্রতিটি ডলার তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সহায়তার জন্য, অ্যাডামস্ প্রশাসন ইতোমধ্যে কর্মজীবী মানুষের জন্য $৩০ বিলিয়নেরও বেশি অর্থ ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছেন।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের শহর শক্তিশালী রয়েছে এবং উন্নতি অব্যাহত রেখেছে। শহরের রাস্তায় ও সাবওয়েতে অপরাধের হার কমেছে। ২০২৪ সালে, পরপর তিন বছর ধরে হত্যাকাণ্ড ও গুলির ঘটনা হ্রাস পেয়েছে, এবং আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই হার দ্বিগুণ হ্রাস পেয়েছে। জানুয়ারির অপরাধ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, টানা দ্বিতীয় মাসেও শহরে সামগ্রিক অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

এছাড়া, আমাদের প্রশাসনের সময়কালে নিউইয়র্ক সিটিতে চাকরির সংখ্যা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, এবং আমরা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি চাকরির রেকর্ড অষ্টমবারের মতো ভেঙেছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্ব কমেছে, বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিক সম্প্রদায়ের বেকারত্ব আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ২০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।'

কৃষ্ণাঙ্গ নতুন শিক্ষক গড়ে তুলতে এক শিক্ষকের প্রচেষ্টা

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ শিক্ষকদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে, সরকারি স্কুলে কর্মরত 'কে টু টুয়েল্ভ' পর্যায়ের শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ১.৩ শতাংশ ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ। এই বাস্তবতা বদলাতে এগিয়ে এসেছেন শিক্ষাবিদ ড. কার্টিস এল. লুইস, যিনি ২০১৭ সালে 'ব্ল্যাক মেইল এডুকেটরস অ্যালিয়েনস্' (বি.এম.ই.এ) নামে একটি অলাভজনক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সমতাভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।

বি.এম.ই.এ- কৃষ্ণাঙ্গ ও বাদামী পুরুষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ইয়থ লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' চালু করেছে, যেখানে ছাত্রদের গণিত ও সাহিত্য শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলার পাশাপাশি তাদের নেতৃত্বগুণও বিকাশ করা হয়। প্রোগ্রামটির মূল কাঠামো একটি আন্তঃপ্রজন্মের পরামর্শ মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছোটদের মেন্টর হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে, এই কর্মসূচির অধীনে ৭৭ জন উচ্চ বিদ্যালয়ের মেন্টর এবং প্রায় ২৫০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছে।

এই মডেল শিক্ষকদের হাই স্কুল ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করছে এবং সেই ছাত্ররা আবার ছোটদের গাইড করছে। বি.এম.ই.এ. জানিয়েছে, তাদের 'টিচার এন্ড প্রিন্সিপাল ফেলোশিপস' প্রোগ্রামে শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের ১০০% ধরে রাখার হার রয়েছে, যা শিক্ষার মানোন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।ডেট্রয়েটে এই কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। হাই স্কুলের ছাত্র ডেরিক ম্যাককেলেব বলেন, 'এই প্রোগ্রাম আমাকে নিজের কণ্ঠ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। আমি এখন শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের পক্ষেও কথা বলতে পারি। এখন, বিশেষ করে যখন আমি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটাই, তখন বুঝতে পারি কখন কি ভুল হচ্ছে এবং সে বিষয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে শিখেছি।' প্রোগ্রামটির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

বি.এম.ই.এ.. এর ওয়েবসাইট অনুসারে, তাদের গণিত ফেলোশিপ প্রোগ্রামের ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী বিভিন্ন মূল্যায়ন পরীক্ষায় উন্নতি দেখিয়েছে। এছাড়া, গ্রেড ২ থেকে ১১ পর্যন্ত ১৫০ জন কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রের জন্য একটি গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচিও চালু রয়েছে, যা গণিত শিক্ষা, সামাজিক ও আবেগীয় শিক্ষা, এবং সাংস্কৃতিক ও পরিচয় বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয়।ডেট্রয়েটের হাই স্কুল শিক্ষক ওয়াল্টার ম্যাথিস বলেন, 'এটি একটি মজার কাজ,শিক্ষাদান কেবল বেতনের জন্য নয়। সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে শিশুদের অনুপ্রাণিত হতে দেখা। আমি নিজে এই সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে বড় হয়েছি, এখন যখন আমি তাদের শিক্ষা দিচ্ছি, তারা ভাবতে পারে— 'যদি সে পারে, তাহলে আমিও পারবো।' এটাই আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয়।'বি.এম.ই.এ.-এর একজন শিক্ষাবিদ জোসেফ বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস, 'ইয়ুথ লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট' প্রোগ্রামের অনেক উপকারিতা রয়েছে, তবে এর অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষায় আগ্রহী কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের জন্য একটি নতুন পথ তৈরি করা।

এই প্রোগ্রামটি প্রজন্মান্তরী মেন্টরশিপ মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে সুপারভাইজাররা মেন্টর হিসেবে কাজ করেন এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত কৃষ্ণাঙ্গ হাই স্কুল শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করেন।' এই কর্মসূচির মাধ্যমে, ড. লুইস এবং তার দল কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করার একটি দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলছেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০,৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেষ্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · SIMPLE · h2o UNLIMITED · T-Mobile · UNIVISION mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE · কাজী অফিস নিউইয়র্ক · MAULANA NAZRUL ISLAM · Khatib Masjid AR-Raiyyan · NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu, Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের জন্য নতুন নীতি এনসিএএর

কুলসুম আক্তার সুমী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ক্রীড়া পরিচালনা সংস্থা ন্যাশনাল কলেজিয়েট অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন (এনসিএএ) তাদের ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। নতুন নীতির আওতায়, নারী দলের খেলায় শুধুমাত্র জন্মগতভাবে নারী হিসেবে চিহ্নিত অ্যাথলেটরাই অংশ নিতে পারবেন।

এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক নির্বাহী আদেশের একদিন পর নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন 'টাইটল নাইন'-এর নতুন ব্যাখ্যায় লিঙ্গ পরিচয়কে শুধুমাত্র জন্মগত যৌন পরিচয় হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এর ফলে, যারা এই নীতির বিরোধিতা করবে, তাদের ফেডারেল তহবিল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এনসিএএ জানিয়েছে, নতুন নীতি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এটি আগের সমস্ত যোগ্যতা পর্যালোচনা অগ্রাহ্য করে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এনসিএএ যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে বড় সংস্থা, যেখানে প্রায় ১,১০০টি স্কুলের ৫ লক্ষের বেশি খেলোয়াড় অংশ নেয়।

সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট চার্লি বেকার এক বিবৃতিতে বলেছেন, তারা বিশ্বাস করেন যে সুস্পষ্ট, অভিন্ন এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগ্যতা নির্ধারণের মানদণ্ড বর্তমান ক্রীড়াবিদদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। তিনি আরও জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তারা একটি সুস্পষ্ট ও জাতীয় মানদণ্ড পেয়েছেন, যা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ দূর করতে সহায়তা করবে।

২০২২ সালে কার্যকর হওয়া পূর্ববর্তী নীতিতে প্রতিটি খেলার জন্য আলাদা নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। তখন জাতীয় পরিচালনা সংস্থা, আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কিংবা অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) নীতিগুলো অনুসরণ করা হতো। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক বেড়ে যাওয়ায় এনসিএএ সরাসরি জন্মগত লিঙ্গের ভিত্তিতে যোগ্যতা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নতুন নীতির কারণে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এলজিবিটিকিউ অধিকারকর্মীরা একে বৈষম্যমূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাদের মতে, এটি ট্রান্সজেন্ডার ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণের সুযোগ সংকুচিত করবে। অন্যদিকে, সমর্থকরা মনে করছেন, এই নীতি নারীদের খেলাধুলার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

এনসিএএ আরও জানিয়েছে, যদি কোনো নারী অ্যাথলেট হরমোন থেরাপি (যেমন টেস্টোস্টেরন) গ্রহণ শুরু করেন, তবে তিনি মহিলা দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারবেন, কিন্তু প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না। কারণ এতে দলের চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা হারানোর সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এনসিএএ-এর নতুন নীতির ফলে মার্কিন ক্রীড়াঙ্গনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার বিষয়, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলো এই পরিবর্তনের প্রতি কী প্রতিক্রিয়া জানায়, বিশেষ করে লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ অলিম্পিকের প্রেক্ষিতে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে সহায়তার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতিসংঘ পরিচালিত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তার ওপর দেওয়া স্থগিতাদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে সমুদ্রপথে জাহাজে করে ৫ লাখ মেট্রিক টন খাবার সরবরাহে আর অনিশ্চিয়তা থাকল না। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

গতকাল রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) জানিয়েছে, টাইটেল ২ ফান্ড দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্য ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে ইউএসএআইডি চুক্তি অনুযায়ী ডব্লিউএফপি খাদ্য ক্রয় এবং বিরতরণ করতে পারবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সব ধরনের বৈদেশিক সাহায্যর ওপর ৯০ দিনের স্থগিতাদেশ দেন। তবে জরুরি খাদ্য সহায়তার ওপর স্থগিতাদেশ ছিল না। তারপরও মার্কিন কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য কেনা বন্ধ করে দিয়েছিল ওয়াশিংটন।

পাত্র-পাত্রী চাই

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

রুম ম্যাট আবশ্যক

তৃতীয় তলায় একটি রুমে শেয়ার করে থাকার জন্য একজন পুরুষ সদস্যের নিকট চলতি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুন বাড়ি নং ৩৩-৩৭ ৭১স্ট্রিট মোবাইল: ৯১৪ ৪৪৭ ৭২৪৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বদরুল-ওয়াহিদ পুনঃনির্বাচিত

ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে নর্থ হলিউডের চার্চ অব সাইন্টোলজির মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্যালিফোর্নিয়া শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুদূর লন্ডন থেকে আগত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ইউরোপ-আমেরিকা, আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বি এন পি'র সাংগঠনিক সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা জনাব আনোয়ার হোসেন খোকন সকলের সমর্থন নিয়ে জনাব বদরুল আলম চৌধুরী শিপলুকে সভাপতি ও জনাব এম ওয়াহিদ রহমানকে সাধারণ সম্পদক পদে পুন: নির্বাচিত ঘোষণা করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি'র কমিটি পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি কাজ করছিলেন। ২০২৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি'র নেতা-কর্মীদের সাথে এ বিষয়ে দু দুটি ভার্চুয়াল সভা হয়। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বরের ভার্চুয়াল সভা শেষে নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রার্থিতার আবেদন আহবান করেন। ৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের ভার্চুয়াল সভায় ঘোষণা করেন, শুধুমাত্র জনাব বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু সভাপতি ও জনাব এম ওয়াহিদ রহমান সাধারণ সম্পদক পদে প্রার্থিতা দিয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্যালিফোর্নিয়া শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও কর্মিসভায় স্বশরীরে উপস্থিত থেকে কমিটি গঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি গত শুক্রবার ৬ই ফেব্রুয়ারী রাতে লস এঞ্জেলেসে আগমন করলে ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি'র বিপুল সংখক নেতাকর্মী লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে তাকে স্বাগত জানান। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি দলীয় কার্যালয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি'র নেতা কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে নর্থ হলিউডের চার্চ অব সাইন্টোলজির মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্যালিফোর্নিয়া শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও কর্মিসভায় প্রধান অতিথি জনাব আনোয়ার হোসেন খোকন উপস্থিত হলে সংগঠনের সভাপতি জনাব বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু তাকে বি এন পি'র নির্বাচনী মার্কা ধানের শীষের কোটপিন ও বি এন পি'র বিভিন্ন প্রতীক অংকিত মাফলার পরিয়ে দেন।

প্রধান অতিথি জনাব আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, বি এন পি'র দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। বিগত ১৬ বছরের আন্দোলনে যারা অবদান রেখেছেন কমিটি গঠনে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি দলের নেতা কর্মীদের আগামী দিনে দল ও দেশের কল্যানে অবদান রাখতে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করে যেতে বলেন। প্রধান অতিথি নেতাকর্মীদের প্রবাসী কমিউনিটিতে ৩১ দফা নিয়ে কাজ করতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা সুচারুরূপে বাস্তবায়নের আহবান জানান।

ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি'র সভাপতি জনাব বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু তাকে পুন: নির্বাচিত করায় নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে সকলের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ থেকে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অঙ্গীকার করেন।

দলের সাধারণ সম্পদক জনাব এম ওয়াহিদ রহমান বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণে ইনসেনটিভ বাড়িয়ে প্রবাসীদের কল্যানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে আহবান জানান।

দলের সাবেক সাধারণ সম্পদক নিয়াজ মুহাইমেন বলেন, ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি যেমন গেল বছর জুলাই মাসে ছাত্রদের সামনে রেখে আন্দোলন করেছে, একই ভাবে ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি ২০০৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়েছে এবং উপস্থিত প্রানপ্রিয় নেতা কর্মীদের নিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি'র সভাপতি জনাব বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জনাব এম ওয়াহিদ রহমান এর উপস্থাপনায় নুতন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং সার্বিক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করে আরো বক্তব্য রাখেন, সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী কাঞ্চন, আব্দুল বাসিত প্রমুখ।

মেরিল্যান্ডে বিসিএর প্রথম বই উৎসব ২২ ফেব্রুয়ারি

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন (ইনক) মেরিল্যান্ড মহান একুশে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সাথে বই উৎসবের আয়োজন করছে। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের রোসকো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুলের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এবারের অনুষ্ঠানমালায় থাকছে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ, একুশের গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও শিশু-কিশোরদের জন্য অংকন।

একুশে উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক নিয়তি নির্মলা রেগো জানান, এই প্রথম একুশে অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে যাচ্ছে বই উৎসব। বই উৎসবে সার্বিক সহযোগিতায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরাম, মেট্রো ওয়াশিংটন। ফোরামের তত্ত্বাবধানে বইয়ের স্টলে থাকবে বাংলা বই।

সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক লিমা কোরাইয়া ও মুক্তা মেবেল রোজারিও জানান, অনুষ্ঠানের শুরুতে থাকবে শহীদ মিনারে পুস্প অর্পণ, বাংলাদেশের পতাকা হাতে শিশুদের শোভাযাত্রা, মঞ্জুরি নৃত্যালয় ও সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের পরিবেশনা, আবৃত্তি ও একুশের গান। ইতোমধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

রোহিঙ্গা সংকট

ঢাকা ডেস্ক

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় অব্যাহত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গত ৭ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা ইস্যু ও অগ্রাধিকারবিষয়ক হাইরিপ্রেজেন্টেটিভ ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি ওই সমর্থনের কথা জানান।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন জানায়, মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদের বিষয়ে জাতিসংঘের আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করতে ড. খলিলুর রহমান গত শুক্রবার জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

খলিলুর রহমান আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ রোহিঙ্গা ইস্যুর টেকসই সমাধানের জন্য জরুরি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি এই ইস্যুর দ্রুত ও টেকসই সমাধানের জন্য সম্মেলন যাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ জানান।

বৈঠকে ড. খলিলুর রহমান রাখাইন রাজ্যের গুরুতর মানবিক পরিস্থিতির কথাও তুলে ধরেন। তিনি সতর্ক করে দেন, আসন্ন দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সংঘাত বিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে আরো অস্থিতিশীল করে তুলবে।

তিনি মানবিক পরিস্থিতির আরো অবনতি রোধ, জীবিকা পুনরায় চালু করা এবং এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের রাখাইনে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য সক্ষম পরিবেশ তৈরিতে রাষ্ট্রটিতে জাতিসংঘের নেতৃত্বে গৃহীত উদ্যোগগুলোকে সমর্থনের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দেশে পাড়ি জমালেন আলমগীর খান

উত্তর আমেরিকা অফিস

দীর্ঘ তিন দশক সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নিয়ে গেছেন অনন্য মাত্রায়। প্রবর্তন করেছেন বহির্বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড নামের বিশেষ এক অ্যাওয়ার্ড। দেশের সিনেমা ও নাট্যজগতের বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, গায়িকা এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিয়েছেন। অথচ যিনি দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও কলাকুশলীদের জন্য এতকিছু করলেন, তিনিই কিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছায় পাড়ি জমালেন বাংলাদেশে।

বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয়মুখ শোটাইম মিউজিকের স্বত্ত্বাধিকারী আলমগীর খান আলমের কথা। গত শনিবার সকালে কাউকে না জানিয়ে অ্যামিরাতের একটি ফ্লাইটে নীরবে নিভৃতে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেন তিনি।

আলমগীর খান আলমের ঘনিষ্ঠজনেরা জানান, দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে আসলেও তাঁর বৈধ কাগজপত্র হয়নি। যে কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের অবৈধ

শোটাইম মিউজিকের স্বত্ত্বাধিকারী আলমগীর খান

অভিবাসী গ্রেফতার অভিযান শুরু হওয়ার পর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে নিজেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া তাঁর মা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় মায়ের সেবা করতে দেশে ফিরে যান বলেও কারও কারও ধারণা।

তরুণ বয়সে পড়ালেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন জনপ্রিয় মুখ আলমগীর খান আলম। প্রায় তিন দশক ধরে প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে অসংখ্য মানুষের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ও সখ্যতা গড়ে উঠে। তারা সবাই আলমের হঠাৎ দেশে ফিরে যাওয়ায় বেশ ব্যাথিত হয়েছেন। দেশে ফিরে গেলেও প্রবাসি বাংলাদেশিদের হৃদয়ে তিনি যুগ যুগ ধরে থাকবেন বলেও জানান তারা।

প্রায় দুই যুগ ধরে ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক পরিচিত লাভ করেন আলমগীর খান আলম। গত ১৮ জানুয়ারি নিউইয়র্কের ফ্লাশিং মিডোস করোনা পার্কের কুইন্স থিয়েটারের মিলনায়তনে বসে ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের ২৪তম আসর। সেখানে দেশ ও প্রবাসের ২৭ জন শিল্পী-কলাকুশলীকে ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনি প্রতিবছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পিঠা মেলার আয়োজন করতেন।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা জানান, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, টিভি এবং সংগীতাঙ্গনের শিল্পীদের যুক্তরাষ্ট্রে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ২৪ বছর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চাট্টিখানি কথা নয়। বাংলাদেশ থেকে দুই ডজনের বেশি শিল্পী এনে আটলান্টিকের এপারে অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্যও বটে। আর সেই কাজটি টানা ২৪ বছর নিরলসভাবে করেছেন আলমগীর খান আলম।

ডোনাল্ড লুর স্থলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত পল কাপুর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পল কাপুর

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে ভারত-পাকিস্তান নিরাপত্তা ও পরমাণু ইস্যু বিশেষজ্ঞ পল কাপুরকে। এখন সিনেট অনুমোদন দিলেই তিনি হবেন দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরোতে নিযুক্ত দ্বিতীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত কূটনীতিক। তাঁর দায়িত্ব হবে ভারতের পাশাপাশি এশিয়া অঞ্চলের কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা।

যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পল কাপুরকে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি জো বাইডেন প্রশাসনের সময় দায়িত্ব পালনকারী ডোনাল্ড লুর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক জোরদারে দৃঢ় সমর্থক এবং পাকিস্তানের কঠোর সমালোচক হিসেবে পরিচিত কাপুর ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতি পরিকল্পনা টিমে কাজ করেছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি বিষয়ে খ্যাতনামা গবেষক ও লেখক পল কাপুর বর্তমানে মার্কিন নৌবাহিনীর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কুলের অধ্যাপক। পাশাপাশি তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইনস্টিটিউশনের ভিজিটিং ফেলো হিসেবেও যুক্ত আছেন।

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, জিহাদ অ্যাজ গ্রান্ড স্ট্রাটেজি: ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড দ্য পাকিস্তানি স্টেট ও ডেঞ্জারাস ডিটারেন্ট: নিউক্লিয়ার উইপনস প্রলিফারেশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট ইন সাউথ এশিয়া।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন্য পরামর্শক প্রকল্প পরিচালনার পাশাপাশি তিনি যুক্তরাষ্ট্র-ভারত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত ট্র্যাক ১.৫ সংলাপেরও সদস্য।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এরই মধ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে

গ্রেটার গোলাপগঞ্জ এসোসিয়েশন নিউজার্সির নতুন কমিটি

সামিল হোসেন

গ্রেটার গোলাপগঞ্জ এসোসিয়েশন নিউজার্সি ইউ.এস.এ'র কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এতে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেনকে সভাপতি ও আদিলুল হক জোয়ারদারকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছে। শনিবার ২৯ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্যরা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি জুবের মতিন, সহ-সভাপতি জামাল হোসেন, আব্দুল হাই, সহ-সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদ খন্দকার, সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক সায়েক হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহেদ আহমদ, জাকির হোসেন, সহ-কোষাধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন দিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক, জুবের আহমদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ময়েজ আহমদ, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ আহমদ, সহ-দপ্তর সম্পাদক হোসেন আহমদ।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামরুজ্জামান, সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জসিম উদ্দিন, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক সাহেদ রহমান।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের নেতৃত্বে সাকিব-লাকিবুল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের প্রাণের সংগঠন 'ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবাসে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা এবং একে অপরের সহযোগিতায় সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দীর্ঘ দুই মাস ধরে একাধিক সভার মাধ্যমে উপদেষ্টা ও সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাকিব হায়দার এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ লাকিবুল ইসলাম। এ ছাড়া সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মন্‌জিল চৌধুরী, মোহাম্মদ এনামূল হক হেলাল, এনামূল এহসান ত্বহা, মোহাম্মদ জাকির সিকদার, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও কাজি মেহেদি হাসান। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন খান নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, শিহান রেজা, লিয়াকত আলী শরীফ ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সেলিম আল মামুন এবং সহসাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন মোহাম্মদ সুমন মিয়া। দফতর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মোহাম্মদ ফজলে হোসেন, আইন ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন মোহাম্মদ মাসুদ রানা। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এসকে হিরু এবং সহকোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মুকুল হাসান। সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে শিমুল সিং রয় এবং প্রচার ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ রিদয় মিয়া দায়িত্ব পালন করবেন।

ক্রিড়া সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ আকাশ ইসলাম এবং সহ ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন শুভ সাহা। নারী ও শিশুবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাজেদা করিম এবং সহযোগী নারী ও শিশুবিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন রিক্তা সিকদার। সমাজকল্যাণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন নাজমুল হাসান সোহাগ এবং ধর্মবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান।

নতুন কমিটিতে কার্যকরী সদস্য হিসেবে কাজী ফকরুল হাসান, মোহাম্মদ আবুল বাশার মিয়া, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পিযুষ কুমার মিত্র, মোহাম্মদ আক্তার মাতুব্বর, মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ রেজাওয়ান সিদ্দিকী মনোনীত হয়েছেন।

সংগঠনটির নতুন সভাপতি সাকিব হায়দার এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ লাকিবুল ইসলাম বলেন, খুব শীঘ্রই এক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে নবনির্বাচিত কমিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ রাখার পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

কামাল মনসুরের মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের শোক সভা

নিউজ ডেস্ক

মৌলভীবাজার জেলা সদরের কচুয়া আল মনসুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ফাউন্ডার্স ট্রাস্টি ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের বাংলাদেশ টিমের সংগঠনিক সম্পাদক, ক্রিকেট প্লেয়ার এসোসিয়েশন ইউ সিক্সের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মোহাম্মদ কামাল মনসুরে মৃত্যুতে ভার্চুয়ালি শোক সভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে এ শোক সভা ও মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে লন্ডন ছাড়াও বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কামাল মনসুরের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের সদস্যরা ও অংশ নেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কো- কনভেনর মাসুদ আহমদের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ সায়েম করিমের পরিচালনায় সভায় মোহাম্মদ কামাল মনসুরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে তার কর্মময় জীবন নিয়ে বক্তব্য দেন গ্রেটার সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল কাইউম কয়ছর, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান, কেন্দ্রীয় যুগ্ম কনভেনর হাবিবুর রহমান রানা, ট্রেজারার আশরাফ আহমেদ, সংগঠনের সাউথ ইষ্ট রিজিওনাল কনভেনর হারুনুর রশীদ, কো কনভেনর জামাল হোসেন, যুগ্ম কনভেনর শিপার রেজাউল করিম, সদস্য সচিব মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, সাউথ শিল্ডের সদস্য সচিব সৈয়দ জিয়াউল ইসলাম, শাহ শাফি কাদির, কদর উদ্দিন, শেখ নুরুল ইসলাম, শিপন আহমেদ, সৈয়দ জিয়াউল হক, আব্দুর রুউফ তালুকদার, সেবুল আহমেদ, মইনুল ইসলাম আব্দুর রহিম রঞ্জু। সভায় দোয়া পরিচালনা করেন নর্থ টাইন সাইড বাংলাদেশী কমিউনিটি সেন্টার জামে মসজিদের খতীব হাফিজ মাওলানা সাদিক আহমদ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মতব্বির মনসুর, সৈয়দ জাহেদ আহমেদ, আকলাকুল আলম সেবু, মোহাম্মদ কয়েছ মনসুর, মো. শহীদুল ইসলাম, আয়াছুল করিম, মোহাম্মদ বদরুল মনসুর, ময়নুর ইসলাম, সাদ উদ্দিন, হাছাদ মিয়া, ফারছু মিয়া, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, এমাদ উদ্দিন, সরোয়ার চৌধুরী ও সামাদ উদ্দিন।

নিউইয়র্কে বরেণ্য রাজনীতিক সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্কে গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পার্লামেন্টারিয়ান, সাবেক মন্ত্রী, মহান মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার, বরেণ্য রাজনীতিক সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী। দেশবরেণ্য এ রাজনীতিবিদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন চাইনিজ পার্টি হলে এক স্মরণ সভার আয়োজন করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা, দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি তোফায়েল চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মূলধারার রাজনীতিবিদ ডক্টর দিলীপ নাথ।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদের সভাপতি রুহেল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদারের পরিচালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আজমল, বিশিষ্ট সাংবাদিক সিতাংশু গুহ, কবি ফকির ইলিয়াস, টেক্সাস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রহিম নেহাল, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহবুব রহমান, পার্ক ভিউ মেডিকেল কলেজের পরিচালক দেবাশীষ দে , যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আক্তার হোসেন, দিলীপ দে, ঝিলাম চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বায়ক কাজল মাহমুদ, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী বাপ্পি সোম,ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম কলিন্স, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, গৌতম দে,নুপুর দে, বিজু পুরকায়স্থ,বিপ্লব পাল, অমিত জী বাণিয়া, বাবুল চন্দ, জাকির চৌধুরী,সুমন মাহমুদ, তৌকির হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা জাতীয় নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আদর্শিক রাজনীতিকে অনুসরণ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

নিউইয়র্ক ঈদগাহর ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

উত্তর আমেরিকায় পবিত্র শবে বরাত, রামাদান ও ঈদুল ফিতরের দিন-তারিখ সংক্রান্ত নিউইয়র্ক ঈদগাহর ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

পবিত্র শবে বরাত অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে।

রামাদান শুরু হবে আগামী ১ মার্চ।

সম্ভাব্য ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩০ মার্চ।

জ্যাকসন হাইটস ডাইভার্সিটি প্লাজায় বরাবরের মত সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা, ১০টা ও ১১ টায় এক ঘন্টা অন্তর অন্তর ঈদুল ফেতরের মোট ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সব বাংলাদেশী আমন্ত্রিত এবং সবাইক মাহে রামাদান ও ঈদুল ফেতরের আগাম শুভেচ্ছা।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় জামাতগুলো কাবাব কিং হলের দুই তলায় অনুষ্ঠিত হবে।

এনওয়াইসির হাসপাতালে রোগীদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিযানের জন্য উন্মুক্ত করে।

স্টেট সিনেটর জেলনর মাইরি গত বৃহস্পতিবার কিংস হাসপাতালের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'গত দুই সপ্তাহ ধরে এই প্রশাসন যা করছে তা আইন প্রয়োগের নাম করে শুধু ভয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা জানি মানুষ ভীত, তারা হাসপাতালে আসছে না।'

মাইরি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস-এর প্রতি আহ্বান জানান, যেন তিনি হাসপাতালগুলোর এই উসকানিমূলক ও অপ্রয়োজনীয় নীতিমালা বাতিল করেন।

সিটি হল সূত্র অনুসারে, মেমোতে হাসপাতালের কর্মীদের জানানো হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তিকে আটক হওয়া থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে রক্ষা করা আইনত অবৈধ। এই মেমোটি মূলত ১৩ জানুয়ারির সিটি হল নির্দেশিকা অনুসরণ করেই তৈরি করা হয়েছে এবং সিটি হল সকল শহর সংস্থাকে পাঠিয়েছিল। সিটি হলের আইনি মেমো, যা দ্য পোস্ট দ্বারা প্রাপ্ত, তাতে বলা হয়েছে, 'এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তিকে লুকানো, আশ্রয় দেওয়া বা শনাক্তকরণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নেওয়া যেকোনো পদক্ষেপ একটি ফেডারেল অপরাধ। আপনি আইসিই কর্তৃক কাউকে খুঁজে পাওয়া থেকে বাঁচাতে কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে পারবেন না।'

সিটি হলের মুখপাত্র কায়লা ম্যামেলাক আইনপ্রণেতাদের উদ্দেগকে খাটো করে বলেন, 'মেয়র বরাবরই স্পষ্ট করেছেন যে, অভিবাসন অবস্থা নির্বিশেষে সবার জন্য স্কুলে সন্তান পাঠানো, চিকিৎসা গ্রহণ করা বা অপরাধ রিপোর্ট করা নিরাপদ থাকা উচিত।'

তিনি আরও বলেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটি তার কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছে, তাই আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, ফেডারেল অভিবাসন প্রয়োগের সময় শহরের কর্মীরা যেন নিজেদের বিপদে না ফেলেন।'

মিরি, যিনি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে লড়ছেন, তিনি অভিযোগ করেন যে, এই মেমো অ্যাডামসের আরেকটি চাল যাতে তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, যাতে তার বিরুদ্ধে থাকা দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্তি পান।

সম্প্রতি মেয়র অ্যাডামস মধ্যরাতে হঠাৎ ওয়াশিংটন ডিসিতে গিয়ে ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং গত বৃহস্পতিবারও তিনি ক্যাপিটলে গিয়ে এক প্রার্থনা সভায় ট্রাম্পের বক্তৃতা শোনেন। তিনি মেক্সিকো ও কানাডার ওপর সম্ভাব্য শুল্ক আরোপ নিয়ে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান, যদিও তার আইনজীবীরা একই সময় মার্কিন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন, যাতে তার বিরুদ্ধে থাকা ফেডারেল দুর্নীতির অভিযোগ বাতিল করা যায়।

মিরি বলেন, 'আমরা এমন একজন মেয়রকে চাইনি যিনি এই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর পরিবর্তে তার নির্দেশনা অনুসরণ করছেন। আমরা দাবি করছি, তিনি অবিলম্বে এনওয়াইসি হেলথ + হাসপাতাল -এর এই নীতিমালা বাতিল করুন এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের পাশে দাঁড়ান।'

এনওয়াইসি হেলথ + হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, তাদের প্রধান লক্ষ্য রোগী ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বিভাগের মুখপাত্র ক্রিস্টোফার মিলার বলেন, 'আমরা যে নীতিমালা পাঠিয়েছি তা স্পষ্ট ও বোধগম্য নির্দেশনা দেয় যে, যদি কোনো অভিবাসন প্রয়োগকারী এজেন্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে, তবে কর্মীরা কী করবেন, যাতে তারা নিরাপদ থাকতে পারেন।'

সিটি কাউন্সিলের শিক্ষা কমিটির চেয়ারপার্সন রিটা জোসেফ (ডেমোক্র্যাট-ব্রুকলিন) বলেন, 'এই নির্দেশিকা স্কুলগুলোর জন্য বিধ্বংসী হবে, কারণ আগে স্কুলগুলো অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হতো।'

তিনি দ্য পোস্ট-কে বলেন, 'আমাদের আশ্বস্ত হতে হবে যে, যদি আইসিই স্কুলে আসে, তাহলে শিক্ষার্থীদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেই নিরাপত্তা জাল কেটে ফেলা হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।'

তিনি আরও বলেন, 'গির্জা একসময় নিরাপদ আশ্রয় ছিল, স্কুলগুলোও ছিল। কিন্তু এখন সেই নিরাপত্তাবলয় নেই। যদি আমি একজন অবৈধ অভিবাসী হই, তবে আমি কি আর আমার সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাব? আমি জানি না, আমার চারপাশে আইইসি কোথায় আছে।'

এখনো পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ একই ধরনের কোনো নির্দেশিকা জারি করেছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। তবে এক মুখপাত্র জানান যে, শহরের শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষ থেকে কেবল তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নির্দেশিকাগুলোই প্রযোজ্য।

৯০ শতাংশ কমেছে অবৈধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে মাইকেল ব্যাঙ্কস অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বা কোন্ সময়সীমার সাথে তুলনা করে এই ৯০ শতাংশ হ্রাসের দাবি করেছেন, তা স্পষ্ট করেননি।

গত বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) টেক্সাসের জননিরাপত্তা বিভাগ প্রকাশিত পরিসংখ্যান দেখায় যে, লোন স্টার স্টেটে (টেক্সাস) সীমান্ত অতিক্রমের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) এক সময় ব্যস্ত থাকা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের এল পাসো, রিও গ্র্যান্ড ভ্যালি, লারেডো, ডেল রিও এবং বিগ বেন্ড সেকশনে মাত্র ৩৯৬ জন অবৈধ অভিবাসী আটক হয়েছেন।

মাইকেল ব্যাঙ্কস বলেন, 'মার্কিন সীমান্ত টহল বাহিনী জানে কীভাবে কাজ সম্পন্ন করতে হয়, কীভাবে সীমান্ত সুরক্ষিত করতে হয়। আমাদের শুধু এমন একজন প্রেসিডেন্ট দরকার ছিল যিনি আমাদের ক্ষমতায়ন করবেন-একজন শক্তিশালী নেতা যেমন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও একজন সচিব, নোয়েমের মতো, যিনি জানেন কীভাবে আমাদের সীমান্ত নিরাপদ করতে হবে।'

শুধু ডেল রিও-তেই বাইডেন প্রশাসনের অধীনে প্রতিদিন হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসন ঘটত। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে যায়, যখন মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ১৪ হাজারের বেশি হাইতিয়ান অভিবাসী সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিল।

এদিকে, দ্য পোস্টের কাছে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্যাট্রোল হেফাজতে থাকা অভিবাসীদের সংখ্যা গ্রীষ্মের তুলনায় ৫০০ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে সংস্থাটির হেফাজতে মাত্র দেড় হাজার অবৈধ অভিবাসী রয়েছে- যা জুন মাসের তুলনায় নগণ্য, যখন ১০ হাজারের বেশি অভিবাসী আটকে রাখা হয়েছিল।

> শহর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটির আশ্রয় ব্যবস্থায় মাত্র ২০০ নতুন অভিবাসী যোগ হয়েছে, যেখানে নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ৬০০।

তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ পথে প্রবেশের চেষ্টাকারী অভিবাসীদের সংখ্যায় এই বিপুল পরিমাণ হ্রাস- ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর সীমান্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির সরাসরি ফলাফল। সীমান্তে কর্মরত কর্মকর্তারাও এই সত্যটি স্বীকার করেছেন। একজন বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্ট দ্য পোস্টকে বলেন, 'আমাদের দেশের সীমান্ত কখনো কোনো প্রেসিডেন্ট এত কঠোরভাবে কার্যকর করেননি, যেমনটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প করছেন।'

অন্য একজন কর্মকর্তা বলেন, 'আইন আবার কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।'

তিনি যোগ করেন, 'ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ' (আটক করে ছেড়ে দেওয়ার নীতি) এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে এবং চোরাকারবারিদের নতুন কৌশল খুঁজতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

ট্রাম্প প্রশাসন পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে অভিবাসনবিরোধী অভিযানও তীব্র হয়েছে। বিশেষ করে প্রগতিশীল অভিবাসন-বন্ধুসুলভ শহরগুলোতে। নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন শহরে পরিচালিত অভিযানে প্রথম ৯ দিনে ৭ হাজার ২০০'-এর বেশি অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতার হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

একজন সীমান্ত কর্মকর্তার মতে, ডিপোর্টেশন ফ্লাইট এখন নিয়মিত চলছে। মাত্র কয়েকজন ফিরে গেলেই বাকিরা বুঝতে পারবে যে তাদের আর ছাড়া হবে না।

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'তারা জানত, আগের প্রশাসন আইন কার্যকর করছে না। এখন তারা বুঝতে পারছে, এই প্রশাসন শুধু কথা বলছে না- কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর পরিণতি রয়েছে।'

নিউইয়র্ক সিটিতে, যা বাইডেন প্রশাসনের সময় জাতীয় অভিবাসন সংকটের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল, এখন নতুন অভিবাসীদের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

শহর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটির আশ্রয় ব্যবস্থায় মাত্র ২০০ নতুন অভিবাসী যোগ হয়েছে, যেখানে নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ৬০০। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির কর দাতাদের তহবিলে পরিচালিত বিগ অ্যাপল আশ্রয়কেন্দ্রে ৪৬ হাজার অভিবাসী রয়েছে- যা নির্বাচনের সপ্তাহের তুলনায় ১২ হাজার কম।

টেক্সাসের সাবেক সীমান্ত বিষয়ক কর্মকর্তা মাইকেল ব্যাঙ্কস বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করেছেন যে, ফেডারেল বাহিনী নিষ্পাপ 'আবুয়েলা' (দাদী-নানী) ও পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে- এমন দাবি ভিত্তিহীন প্রচারণা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি বলেন, 'এটি পুরোপুরি ভুয়া প্রচারণা যে, আমরা স্কুলবাস ও শিশুদের লক্ষ্য করছি। এটি হাস্যকর। আর যদি 'আবুয়েলা' নিয়ে কথা বলতে হয়, আমার নিজের দাদী একজন অভিবাসী, যিনি মেক্সিকো থেকে এসে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা নিশ্চয়ই 'আবুয়েলাদের' টার্গেট করছি না, কিংবা এমন কাউকে নয়, যারা এই দেশে বৈধভাবে রয়েছেন। আমাদের কাছে সেই অধিকারই নেই। আমরা শুধুমাত্র অপরাধীদের লক্ষ্য করছি এবং যারা অবৈধভাবে এই দেশে ঢোকে আইন ভঙ্গ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

দলীয়করণে ক্রীড়াঙ্গন ধ্বংস করেছে ফ্যাসিস্ট সরকার: কাইয়ুম চৌধুরী

ঢাকা অফিস

ফুটবলে দীর্ঘ দেড় যুগের দলীয়করণের কারণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি বলেন, স্বৈরাচারী সরকারের সময় খেলাধুলায় এমন মাত্রায় দলীয়করণ হয়েছে যে, এর নেতিবাচক প্রভাব এখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। দলীয়করণের ফলে দেশের ক্রীড়াঙ্গন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ফুটবলে উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সদরের কাসিম আলী উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠে আয়োজিত 'আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি মিডবার নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কাইয়ুম চৌধুরী আরও বলেন, "ফুটবল আমাদের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। এমন আয়োজন নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।" তিনি সরকার ও সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংগঠনগুলোকে দেশের ফুটবলের উন্নয়নে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে এ ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক দিনার আহমদ শাহ'র সভাপতিত্বে এবং ছাত্রনেতা হাফিজুল করিম সায়মনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ওহিদুজ্জামান ছুফি চৌধুরী, জেলা বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক মাহবুব আলম, সহ-প্রচার সম্পাদক শাহীন আলম জয়, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রেজাউল করিম রায়হান, এনায়েত হোসেন রুহেল, মুহিব উদ্দিন বেলাল, রেজাউর রহমান চৌধুরী রাজু, ফখরুল ইসলাম পাপলু, সাদিকুর রহমান টিপু, আতাউর রহমান চৌধুরী মনাই, হোসেন আহমদ ইরন, আব্দুস সালাম জুয়েল, রুহুল আমিন, শাহিন আহমদ, বদরুল ইসলাম খান, নুরুল ইসলাম নাহিদ, মেহেদী হাসান রফি, রাহিবুল হাসান চৌধুরী সুজন, রাসেল আহমেদ, কমল হাসান বাবরসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

দেয়াঙ পাহাড়ে তীর্থস্থান

শেষ পৃষ্ঠার পর

১৬২৯ থেকে ১৬৩১ সাল পর্যন্ত পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত আগস্টিনিয়ান যাজকেরা দেয়াঙে ছিলেন। এখনো ওই পর্তুগিজ বংশের ১২ পরিবার এবং ডি রোজা বংশের ১১টি পরিবার দেয়াঙ পাহাড়ে বসবাস করছেন।

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা আরও বলেন, ১৯৩২ সালের ১৭ অক্টোবর কানাডা থেকে চট্টগ্রামে আসেন ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপ্লান্ত। তিনি দেয়াঙে এসে এখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি নানা সেবামূলক কাজের উদ্যোগ নেন এবং এই আশ্রম গড়ে তোলেন। আজকের মরিয়ম আশ্রম মা মরিয়মের পুণ্য তীর্থস্থান হিসেবে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের কাছে সমাদৃত।

১৯৪৬ সালে ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপ্লান্ত গড়ে তোলেন মরিয়ম আশ্রম উচ্চবিদ্যালয়। এখানে এখন দেড় হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। আশ্রমের পাশে গড়ে তোলা হয়েছে প্রার্থনার জায়গা, গির্জা, চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র, ছাত্রাবাস। পাশাপাশি একটি ধ্যানকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানে আয়োজন করা হয় দুই দিনব্যাপী মা মরিয়মের তীর্থ উৎসব।

১৯৭৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর দেয়াঙ পাহাড়কে তীর্থস্থান ঘোষণা দেন তৎকালীন বিশপ যোয়াকিম রোজারিও। মা মরিয়মের উৎসব উপলক্ষে ২০২৪ সালে প্রকাশিত প্রকাশনা গ্রন্থ থেকে জানা গেছে, এই এলাকার খ্রিষ্টানদের ওপর আরাকানি সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন যোয়াকিম রোজারিও। ওই বছর আরাকান রাজার নির্দেশে দেয়াঙে অবস্থানরত ৬০০ পর্তুগিজ শিশু, নারী ও পুরুষকে হত্যা করা হয়। সেই গণসমাধির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে চট্টগ্রাম ক্যাথেড্রাল গির্জা।

মরিয়ম আশ্রম উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবাশীষ দত্ত জানান, আশ্রমে প্রতিদিন শত শত লোক শুধু ঘুরতে আসেন না, তাঁরা ইতিহাসেরও পাঠ নেন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লেভিয়ান লাপ্লান্ত ১৯৮১ সালের ১৯ জুন মৃত্যুবরণ করার পর ২০০০ সাল থেকে আশ্রমে দায়িত্ব পালন করছেন ব্রাদার লরেঞ্চ ডায়েস। ৯৫ বছর বয়সী ডায়েসকে আশ্রমের চতুর্থ গুরু ঘোষণা দেওয়া হয়।

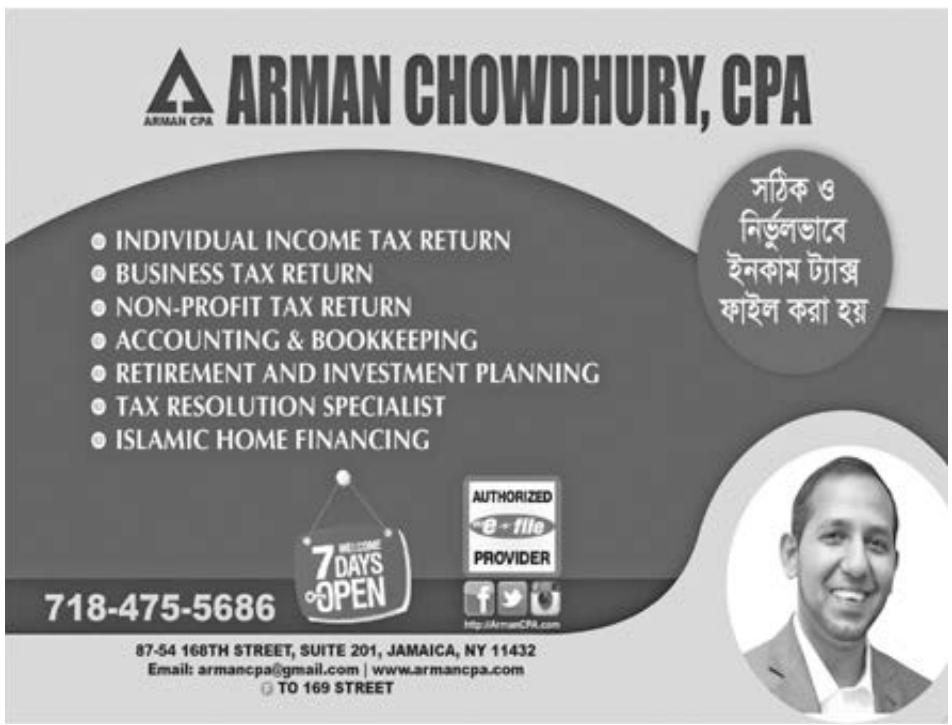

মিশিগানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নানা আয়োজন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। দিবসটি উদযাপনের জন্য অস্থায়ী শহিদ মিনারে শহিদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, বইমেলা, নৃত্য, নাটক, ছোটদের চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগানের উদ্যোগে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১১টায় সংগঠনের মেডিসন হাইটসের কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের আয়োজন করা হয়েছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. লুৎফর রহমান জানান, রাত ১২টা ১মিনিটে তাদের কার্যালয়ে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ৫২'র ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান থাকবে। প্রতিবারের মতো এবারো মিশিগানের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ, সদস্য, সদস্যা ও বিভিন্ন পেশাজীবিরাও অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

এদিকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ–এর উদ্যোগে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি রোববার দুপুরে হ্যামট্রাম্যাক সিটির একটি রেস্টুরেন্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এতে থাকবে শিশু–কিশোর–কিশোরীদের বয়স ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য থাকবে পুরস্কার। থাকবে আলোচনা অনুষ্ঠান।

সংগঠনটি বইমেলার আয়োজন করবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের একজন কর্মকর্তা সঞ্জয় দেব। তিনি আরও জানান, যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাদের আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির আগে নাম নিবন্ধন করতে হবে।

এ ছাড়া সিক্ষনি ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি রোববার রাতে ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে শহিদ দিবস উপলক্ষে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আলোচনা অনুষ্ঠান করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
- Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিজেরাই সেলফ সেন্সরশিপ চালু করেছে গণমাধ্যম

বললেন জিএম কাদের

ঢাকা ডেস্ক

জি এম কাদের

গণমাধ্যমগুলো নিজেরাই সেলফ সেন্সরশিপ চালু করেছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি এ দাবি করেন।

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান বলেন, 'যে কোনো সময়ের চেয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা এখন বেশি চাপের মাঝে কাজ করছেন। গেলো কয়েক মাসে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় অসংখ্য কর্মী চাকরি হারানোর কারণে তাদের মাঝে চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভয়ার্ত পরিবেশে নিজেরাই সেলফ সেন্সরশিপ চালু করেছে গণমাধ্যমগুলো। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশকে।'

ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) উদ্ধৃতি দিয়ে বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'গেলো কয়েক মাসে ১৫০ জনের বেশি গণমাধ্যম কর্মী ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় চাকরি হারিয়েছেন। একই সময়ে প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া থেকে প্রায় ২০০ কর্মী চাকরিচ্যুত হয়েছেন। একই সময়ে বিপুল সংখ্যক গণমাধ্যম কর্মীর চাকরি হারানোর ঘটনা নজিরবিহীন। এরইমধ্যে চাকরিচ্যুত গণমাধ্যম কর্মীদের পরিবারে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।'

জিএম কাদের বলেন, 'আবার, গণমাধ্যম কর্মীরা জানিয়েছে, প্রচ্ছন্ন চাপের কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না তারা। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা বা সরকার অখুশি হবে এমন সংবাদ প্রকাশে ভয় পাচ্ছে গণমাধ্যম। আমাদের ইন্টারভিউ করেও তা প্রকাশ করতে পারছে না গণমাধ্যমগুলো।'

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সার্বিকভাবে সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ফলে, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। গণতন্ত্রের সুফল সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সবার আগে গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।'

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধান এবং অযথা হয়রানি বন্ধ ও চাকরিচ্যুত সাংবাদিকদের পুনর্বহালের দাবিও জানান জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

শিক্ষাবিদ ইনতাজির খান-কিংবদন্তি এক আলোর দিশারী

মো: হোম্মদ কবিরিয়া

ছবিতে করাচী সরকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল, স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এবং প্রধান শিক্ষক ইন্তাজির খান রাহিমাহুল্লাহ

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার এক অনন্য গুণবান ব্যক্তিত্ব ইন্তাজির খান। শিক্ষা, সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তিনি। ১৯১৮ সালের ৬ জানুয়ারি উপজেলার পাঠানটিলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম আলহাজ মদরিছ খান। মায়ের নাম সিতারা বানু চৌধুরী। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে ইন্তাজির খান ছিলেন দ্বিতীয়। শিক্ষিত মসুলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া আলহাজ ইন্তাজির খান ছিলেন একজন সুশিক্ষিত লোক।

আলহাজ ইন্তাজির খানের বাবা মাত্র ছয় বছর বয়সে মারা যান। সিলেট সদর থানার কুচাই ইউনিয়নের নয়াগাওঁ গ্রামে খালার বাড়িতে থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরে ১৯৩৭ সালে সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন (বর্তমান মাধ্যমিক সমমানের)। ১৯৩৯ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে উচ্চ শিক্ষা পিপাসু ইন্তাজির খান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখান থেকে বি.এ পাশ করেন ১৯৪২ সালে।

সেই সময়ে মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া সহজসাধ্য ছিল না। তাদেরকে সামাজিক ও আর্থিকভাবে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হতো।

অনেকের ধারনা মতে, ইনতাজির খান ফেঞ্চুগঞ্জের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। উনার পরে অবশ্য উনার নিকট আত্মীয়সহ তৎকালীন সময়ে আরও কিছু গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ দাবি করেন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শচী বাবুও বি.এ পাশ করেছিলেন। কিন্তু জানা মতে, তিনি ছিলেন আইএস.সি পাস ও অংকের শিক্ষক। তখনকার মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। চাকুরীতে থাকা অবস্থায় ওই সময়ে বি.এ পাস করার সুযোগ ছিল কিনা সেটাও ভাবার বিষয়।

সেই সময়টাতে এলাকায় উচ্চ শিক্ষিত লোকের খুব অভাব ছিল। যে দুই-একজন ভালো শিক্ষিত ছিলেন তাদের খুব কদর ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে ভালো চাকুরির প্রস্তাব আসতো। কিন্তু তৎকালীন ফেঞ্চুগঞ্জ থানার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাসিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে পারিবারিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় এবং স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শচী বাবুর অনুরোধে ১৯৪৫ সালে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্কুলে যোগদান করেন। উনার ও শচী বাবুর হাত ধরেই এই স্কুল মাইনর স্কুল থেকে হাই স্কুলের মর্যাদা লাভ করে।

পর্রবতী সময়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় বি.টি সনদ লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি কাসিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। সমগ্র সিলেট জেলার হাতেগোনা কয়েকটি হাই স্কুলের মধ্যে কাশিম আলী হাই স্কুল হলো একটি; যার প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। শিক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ আলহাজ ইন্তাজির খান জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টুকু কাসিম আলি উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যয় করেন। ১৯৮৩ সালের মে মাস পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৮ বছর কাসিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তিনি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সরকারি অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেন। যেমন: কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি বিষয়ের দীর্ঘদিন প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া ভারত ও পাকিস্তানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার এবং শিক্ষা সফরে তিনি অংশগ্রহন করেন।

ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে কাশিম আলী হাই স্কুলে পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা সফরে এসেছিলেন। সাথে ছিলেন লাহোর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, স্কাউট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান, হাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষা বোর্ডের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রী। তারা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ইউসুফ আলী চৌধুরী সাহেবের ঐতিহ্যবাহী কাজী বাড়ীও পরিদর্শন করেন। উনার নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকেও প্রতিনিধি দল পশ্চিম পাকিস্থানে গিয়েছিল। সিলেট জেলার হাতেগোনা প্রাচীন কয়েকটি স্কুলের অন্যতম বিদ্যাপীঠের কৃতিত্ব এবং সুনামে অভিভূত হয়ে ষাট দশকের প্রথম দিকে বেগম সুফিয়া কামাল ও ড. নিলীমা ইব্রাহিমের মতো দেশের আরও অনেক কৃতি সন্তানরাও এই স্কুল পরিদর্শন করেন।

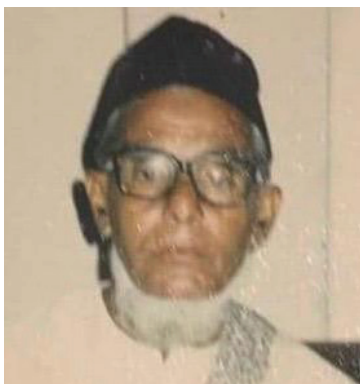

অবসর গ্রহনের পরেও আজীবন কাশিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাকে কাসিম আলী হাই স্কুলের আজীবন রেক্টর সম্মাননা প্রদান করা হয়।

শিক্ষা বিস্তারে অবদান: মরহুম ইনতাজির খান সাহেবের প্রচেষ্টায় ফেঞ্চুগঞ্জের কাসিম আলী সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ সরকারী ডিগ্রি কলেজের যাত্রা শুরু হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীর পিতা অধ্যক্ষ ইয়াহয়া চৌধুরীকে সাথে নিয়ে অত্র স্কুলেই কলেজ শুরু করেন। তাছাড়া উনার অনুরোধে কলেজে ইংরেজির অবৈতনিক প্রভাষক হিসেবেও অধ্যাপনা করেন। বর্তমান জায়গায় কলেজ স্থানান্তরেও উনার বিশেষ অবদান ছিল। তিনি ছিলেন ফেঞ্চুগঞ্জ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা সদস্য।

কাশিম আলী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বের পাশাপাশি মানিককোনা হাই স্কুল, পিপিএম হাই স্কুল, ঘিলাছড়া হাই স্কুলসহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা সদস্যদের অন্যতম। তাঁরই প্রচেষ্টায় ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কাসিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পর দুর্বার গণ-আন্দলনের মাধ্যমে কেন্দ্রটি অন্য স্কুলে প্রতিস্থাপনে প্রতিপক্ষের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে সমর্থ হন। ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদীয়া কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও আলহাজ ইন্তাজির খান ছিলেন অন্যতম। সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি মোহাম্মদীয়া মাদ্রাসার ইংরেজি বিষয়ের অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবেও অবদান রাখেন।

সমাজ সেবায় অবদান: শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের পাশাপাশি সমাজসেবায়ও তাঁর অবদান মানুষ আজীবন স্মরণ করবে। ভারত-পাকিস্তান বিভাগের আন্দোলনে তিনি ১৯৪৭ সালে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। ফেঞ্চুগঞ্জের তৎকালীন অনেক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অবকাঠামো গঠনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা বন্ধ এবং নিয়োগ বৈষম্যের আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পিপিএম হাই স্কুলের মাঠে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি হিসাবে আন্দোলনরত লাখো লোকের জনসভায় তিনি নেতৃত্ব দেন। যার ফলশ্রুতিতে সার কারখানা আজ স্থানীয় জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি ছিলেন ফেঞ্চুগঞ্জের সালিসী ব্যক্তিগণের মধ্যমণি। তাঁর জীবদ্দশায় বড় এমন কোন সালিস বৈঠক নেই, যার প্রধানের দায়িত্ব তিনি পালন করেননি। বিভিন্ন সময়ে ফেঞ্চুগঞ্জ কলেজের অনেক ছাত্র আন্দোলনের সুষ্ঠু সমাধানে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কর্মজীবনে ফেঞ্চুগঞ্জ শিক্ষক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব অন্য কেউ পালন করেছেন বলে শোনা যায়নি। তৎকালীন ব্রিটিশ, পরবর্তীতে ইষ্ট পাকিস্তানে রিভার ভিউ নামে একটি অফিসার্স ক্লাব ছিল (বর্তমানে বিলুপ্ত)। দীর্ঘদিন তিনি ঐ ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার জামে মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব ও পালন করেন।

তাঁর উদ্যোগে কাশিম আলী হাই স্কুলের ফিল্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর পৈত্রিক ভূমি এবং নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে খরিদকৃত জায়গা স্কুলের নামে রেকর্ড করে গিয়েছেন। ফেঞ্চুগঞ্জ শাহী ঈদগাহ, ইসলামী পাঠাগার ইত্যাদির প্রতিষ্ঠিতা সদস্য ছিলেন তিনি। মরহুম খান সাহেব ১৯৮৮ সালের ১৮ আগস্ট থেকে ১৯৯৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়েই তিনি পরলোক গমন করেন। এছাড়াও অনেক সামাজিক সংগঠনের সংগঠক ছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সালে তিনি প্রথমবার পবিত্র হজব্রত পালন করেন।

মৃত্যু: ১৯৮৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ৭১ বছর বয়সে এ মহান জ্ঞানতাপস পরলোক গমন করেন। তাঁর জানাজায় হাজার হাজার লোকের উপস্থিতি ও দোয়া কর্মবীর আলহাজ ইন্তাজির খানের উন্নত জীবন যাপনের সাক্ষ্য বহন করে। মরহুম ইনতাজীর খান শিক্ষাকে মানবতা ও সৌন্দর্যের ধারক হিসাবে মানতেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে কাজেও তার প্রমান রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রয়াত আলহাজ ইন্তাজির খানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ সমাজের বিভিন্ন স্তরে উনার ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত।

ফেঞ্চুগঞ্জের স্বনামধন্য, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অনেক বিদ্যাপীঠের এই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে তাঁর নানামুখী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'মরণোত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ ফাউন্ডেশন পদক' প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়।

তথ্যসূত্র: সাবেক ছাত্র ছাত্রী, বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও বই।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ
পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance

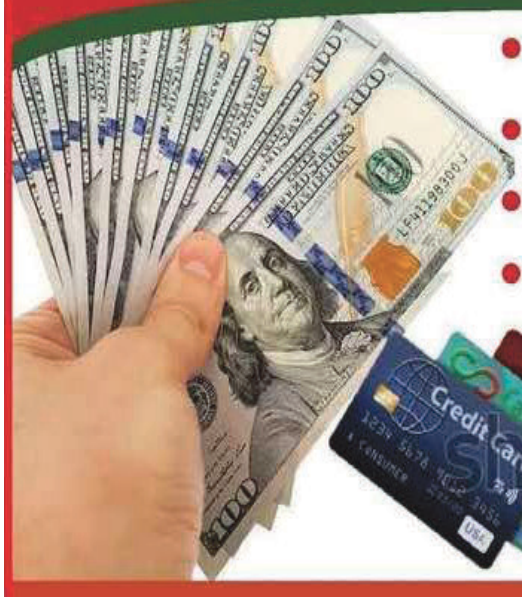

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেতে পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম,
কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

ধর্ষণ প্রতিরোধে বহির্বিশ্বে যেসব পদক্ষেপ চালু রয়েছে

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বিশ্বব্যাপী ধর্ষণ একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা, যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। উন্নত দেশগুলোয় এই অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর আইন এবং কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা থাকলেও, অনেক উন্নয়নশীল দেশে এখনো এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

ধর্ষণের হার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো, বিশেষ করে নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক, এই অপরাধ প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে এই দেশগুলোয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অপরাধীদের শনাক্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা করে।

ধর্ষণের শিকার কিশোরীদের জন্য তাৎক্ষণিক আইনি ও মানসিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, এই দেশগুলোয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল পর্যায়ে থেকেই যৌনশিক্ষা ও সম্মতির বিষয়ে পাঠ দেওয়া হয়, যা কিশোরীদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখায় এবং ছেলেদের মধ্যে নারীদের প্রতি সম্মানবোধ তৈরি করে।

তবে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ যথেষ্ট নয়; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও অপরিহার্য। এ জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুধুমাত্র আইনি কাঠামোই শক্তিশালী করা হয়নি বরং সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্কে ধর্ষণ প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণের দিক থেকে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এসব দেশে সরকারিভাবে স্কুল পর্যায়ে যৌন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে, যেখানে কিশোর-কিশোরীদের সম্মতি, ব্যক্তিগত সীমানা এবং যৌন সহিংসতার পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এমনকি সুইডেনসহ অন্যান্য অনেক উন্নত দেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করা হয়েছে, যেখানে সম্মতির অভাবকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আইনটি নারীর অধিকার রক্ষায় একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এছাড়া সুইডিশ সরকার নারী ও কিশোরীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং পাবলিক প্লেসে নিয়মিতভাবে ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচি চালু করেছে।

নরওয়েতে ধর্ষণ প্রতিরোধে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য দ্রুত ও কার্যকরী সহায়তা প্রদান করে। ডেনমার্কে ধর্ষণ প্রতিরোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন, আইনি সহায়তা প্রদান এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা। এছাড়াও ডেনমার্ক সরকার ধর্ষণ প্রতিরোধে সামাজিক মাধ্যম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচারণা চালায়।

নরওয়েতে ধর্ষণ প্রতিরোধে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য দ্রুত ও কার্যকরী সহায়তা প্রদান করে।

আইসল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলোয় সমাজ নারীবান্ধব হওয়ায় এবং লিঙ্গসমতা বজায় থাকায় ধর্ষণের হার তুলনামূলকভাবে কম। এসব দেশে নারীরা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে এবং কোনো হয়রানির সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক সহায়তা পায়। অপরদিকে, অনেক উন্নয়নশীল দেশে ধর্ষণের ঘটনা রিপোর্ট করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সামাজিক লজ্জা, দুর্বল আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার পেতে বাধাগ্রস্ত করে।

যুক্তরাজ্য, কানাডা ও জার্মানির মতো দেশগুলোও কিশোরীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন নীতিমালা কার্যকর রয়েছে। যেমন, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা, দ্রুত বিচার কার্যক্রম, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া এই দেশগুলোয় মিডিয়া এবং সোশ্যাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানো হয়।

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও ধর্ষণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ জার্মানিতে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ হটলাইন চালু করা হয়েছে, যেখানে তারা বিনামূল্যে আইনি ও মানসিক সহায়তা পেতে পারে। এছাড়া, জার্মান সরকার ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলাগুলোর তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম চালায়।

ফ্রান্সে ধর্ষণ প্রতিরোধে একটি জাতীয় ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনগণকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে সচেতন করা হয় এবং ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়। উত্তর আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা ধর্ষণ প্রতিরোধে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ প্রতিরোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন, আইনি সহায়তা প্রদান এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

এছাড়া মার্কিন সরকার ধর্ষণ প্রতিরোধে সামাজিক মাধ্যম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। কানাডায় ধর্ষণ প্রতিরোধে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য দ্রুত ও কার্যকরী সহায়তা প্রদান করে।

এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের উন্নত দেশগুলোও ধর্ষণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে ধর্ষণ প্রতিরোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন, আইনি সহায়তা প্রদান এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

এছাড়া জাপান সরকার ধর্ষণ প্রতিরোধে সামাজিক মাধ্যম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় ধর্ষণ প্রতিরোধে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য দ্রুত ও কার্যকরী সহায়তা প্রদান করে।

উল্লিখিত উন্নত দেশে কিশোরী মেয়েদের ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে আইনের সহায়তা অত্যন্ত সংবেদনশীল, সুশৃঙ্খল এবং সহানুভূতিশীলভাবে প্রদান করা হয়, যা ভুক্তভোগীদের মানসিক, শারীরিক ও আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। প্রথমত, অধিকাংশ উন্নত দেশে ধর্ষণের শিকার কিশোরীদের জন্য বিশেষায়িত হটলাইন ও জরুরি সেবা চালু থাকে, যা ২৪/৭ কার্যকর থাকে এবং যেখানে ভুক্তভোগীরা গোপনীয়তা বজায় রেখে সাহায্য পেতে পারেন।

একবার অভিযোগ দায়ের করা হলে, পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে বিশেষ প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সদের দ্বারা ফরেনসিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এই পরীক্ষাগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে পরিচালিত হয়, যাতে কিশোরী কোনো অতিরিক্ত মানসিক আঘাত না পায়।

অধিকাংশ উন্নত দেশে ধর্ষণের শিকার কিশোরী ও তাদের পরিবারকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়, যা সরকারি ও বেসরকারি আইনজীবীরা পরিচালনা করেন। এসব আইনি সহায়তা কেবল মামলা পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াও সহজ করতে বিশেষ ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হয়, যেমন ভিডিও সাক্ষ্য বা গোপন শুনানি, যাতে ভুক্তভোগীকে অভিযুক্ত ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হতে না হয়।

অধিকাংশ উন্নত দেশে ধর্ষণের শিকার কিশোরী ও তাদের পরিবারকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়, যা সরকারি ও বেসরকারি আইনজীবীরা পরিচালনা করেন। এসব আইনি সহায়তা কেবল মামলা পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না...

এছাড়া অনেক দেশে কিশোরী ধর্ষণের শিকার হলে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ট্রমা কাউন্সিলিং, সাইকোথেরাপি এবং মানসিক সুস্থতার জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম চালু থাকে, যাতে তারা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। অনেক দেশে ধর্ষণের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত না হয় এবং ভুক্তভোগী দ্রুত ন্যায়বিচার পান।

প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে ধর্ষণের ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও উন্নত দেশগুলো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ডিএনএ বিশ্লেষণ, সিসিটিভি ফুটেজ, ডিজিটাল প্রমাণ এবং অন্যান্য ফরেনসিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুলিশ অপরাধীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী মামলা দাঁড় করাতে পারে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে কিশোরী মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নত দেশগুলোয় ধর্ষণ পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা হয়, যাতে তারা নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। অনেক দেশে '#মি টু (#MeToo)' এবং অন্যান্য নারীবাদী আন্দোলনের ফলে আইন আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া সহজ হয়েছে।

ধর্ষণের শিকার কিশোরী যেন সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন না হয়, সে জন্য আইনগতভাবে তার পরিচয় গোপন রাখা হয় এবং গণমাধ্যমেও তার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। বিশেষত স্কুল ও কর্মস্থলে যাতে তারা বৈষম্যের শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নীতিমালা ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় বিশেষ পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হয়, যেখানে ভুক্তভোগীরা শারীরিক ও মানসিক সহায়তা পান এবং নতুন জীবনের প্রস্তুতি নিতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কেবল অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করাই নয় বরং ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসন ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে একটি নিরাপদ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিশোরী ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্য উন্নত দেশগুলোর উল্লেখযোগ্য এবং অধিকভাবে কার্যকর মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে, বাংলাদেশে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্কুল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কিশোরী ধর্ষণের হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER
حلال HALAL
FREE WiFi

দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
- সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH Uber Eats GRUBHUB

www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)

ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

শিল্পঘর

সৃজনশীলতায় সৌন্দর্য প্রকাশের শিল্পে-মেকআপ আর্টিস্টরা

মেকআপ আর্টিস্ট বা রূপসজ্জাশিল্পী হলেন এমন এক সৃজনশীল পেশাদার, যিনি মানুষের চেহারায় শৈল্পিক দক্ষতার মাধ্যমে সৌন্দর্য এবং নান্দনিকতার ছোঁয়া এনে দেন। এই শিল্প কেবল বাহ্যিক রূপচর্চা নয়, বরং এটি একটি সৃজনশীল অভিব্যক্তি, যা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে, একজন ব্যক্তিকে তার স্বপ্নের সাজে রূপ দিতে সাহায্য করে। মেকআপ শিল্পীদের কাজের পরিধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত। থিয়েটার, চলচ্চিত্র, ফ্যাশন, বিজ্ঞাপন, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারা কেবল মেকআপ প্রয়োগ করেই থেমে যান না; বরং মুখের গঠন, ত্বকের ধরন, আলোর প্রকৃতি, অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, ক্যামেরার লেন্স এবং চরিত্রের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক মেকআপ নির্বাচন করেন।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মেকআপ শুধুমাত্র রূপচর্চার জন্য নয়, এটি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনেক মানুষ কর্মক্ষেত্রে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশের জন্য মেকআপের সাহায্য নেন।

এটি একজন ব্যক্তির নিজেকে উপস্থাপনের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, যা তাদের সামাজিক ও পেশাগত জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে, মেকআপ একটি প্রতীকী আবরণ হিসেবে কাজ করতে পারে, যা মানুষকে তাদের ভিতরের শক্তি প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কিছু মানুষের জন্য এটি সৃজনশীলতার একটি মাধ্যম, যেখানে তারা রঙ ও শৈলীর মাধ্যমে নিজেদের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। অন্যদিকে, কিছু মানুষের জন্য এটি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায় হতে পারে। এছাড়াও, মেকআপ রুটিন অনেকের জন্য স্ব-যত্নের একটি অংশ, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। এটি শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নয়, বরং মানসিক শক্তি এবং ব্যক্তিগত পরিচর্যার মাধ্যমে নিজের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও বটে।

একজন মেকআপ আর্টিস্টের কাজ শুধুমাত্র প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করা বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নয়, বরং একজন শিল্পীর দায়বোধ থেকে তিনি মুখের ওপর রঙ, ছায়া এবং আকারের মাধ্যমে এক অনন্য রূপ ফুটিয়ে তোলেন। তাই এই শিল্পের জন্য সৃজনশীলতা, ধৈর্য এবং নান্দনিক বোধ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মেকআপ শিল্পে ব্রাইডাল মেকআপ (বিয়ের সাজ) সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মেকআপ শিল্পগুলোর মধ্যে একটি। এটি সাধারণত ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক উভয় স্টাইলে করা হয়।ফ্যাশন শো এবং ফটোশুটের জন্য বিশেষ ধরণের মেকআপ করা হয়, যা পোশাক ও থিমের সাথে মানানসই হতে হয়।

ফিল্ম ও থিয়েটার মেকআপ যা চরিত্রের চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবসম্মত কিংবা কাল্পনিক রূপ তৈরি করা হয়।

স্পেশাল ইফেক্টস মেকআপ রয়েছে যা সিনেমা, থিয়েটার বা বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চরিত্র তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়, যেমন—আঘাতের দাগ, দানবীয় মুখাবয়ব বা কৃত্রিম চামড়া প্রয়োগ। এয়ারব্রাশ মেকআপ যা টেলিভিশন এবং হাই-ডেফিনিশন ভিডিওর জন্য বিশেষ ধরনের মেকআপ, যা স্কিনকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে।

ক্যারিয়ার হিসেবে মেকআপ শিল্প বর্তমান যুগে একটি সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অনেকে পেশাদার মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুনাম কুড়িয়েছেন। যারা এই শিল্পে নিজের দক্ষতা এবং ভালোবাসা বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত, তাদের জন্য মেকআপ শিল্প হতে পারে এক অনন্য পেশা।

শিল্পঘর পাতায় আজ থাকছে এমনই দুজন মেকআপ আর্টিস্ট কানিজ হুসনা আকবরী এবং সাদিয়া। আশাকরি, শিল্পঘর এর আজকের পাতাটি পাঠকদের মনে ভালো লাগা এনে দিবে, সেইসাথে মেকআপ শিল্প নিয়ে অনেক অজানা গল্প জানা হবে। ধন্যবাদান্তে—**রোকেয়া দীপা**

মেকাপ আর্টিস্ট কানিজ হুসনা আকবরী

কানিজ হুসনা আকবরী একজন মেকআপ আর্টিস্ট যার অনুপ্রেরণামূলক গল্প 'আমি মেকআপ আর্টিস্ট হওয়ার আগে একজন ভিজুয়্যাল আর্টিস্ট।'

এই বাক্যটি একাধারে শিল্পের প্রতি ভালোবাসা, জীবন সংগ্রাম এবং সাফল্যের প্রতিচ্ছবি। কানিজ হুসনা আকবরীর এই যাত্রা শুধু একটি পেশার গল্প নয়; এটি একজন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প। চারুকলা ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স শেষ করার পর তিনি জীবনকে নতুন করে চিনতে শুরু করেন। তবে কাঙ্ক্ষিত পেশায় পৌঁছানো তাঁর জন্য সহজ ছিল না। কঠোর পরিশ্রম আর শিল্পের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই তাকে আজকের জায়গায় এনে দিয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই কানিজের মধ্যে শিল্পচর্চার প্রবল আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন পোর্ট্রেট আঁকতে ভালোবাসতেন তিনি। নিজের কাজিনদের কাছে প্রাথমিকভাবে মেকআপের হাতেখড়ি নিলেও, তাঁর চোখে মেকআপ ছিল আরেকটি শিল্পমাধ্যম। এই আগ্রহ তাকে ধীরে ধীরে পেশাদার মেকআপ শিল্পী হয়ে ওঠার পথে নিয়ে যায়।

কানিজ বলেন, 'শিল্প মানে শুধু ক্যানভাস নয়। মানুষের মুখও আমার কাছে এক একটি জীবন্ত ক্যানভাস। মুখের বিভিন্ন অংশে আলোর ছোঁয়া এনে, রঙের সঠিক ব্যবহার করে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার মধ্যে এক ধরনের শিল্পকর্ম লুকিয়ে আছে।'

কানিজ হুসনা আকবরী বর্তমানে নিউ ইয়র্কে একজন সফল মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে পরিচিত। সেখানে তাঁর ক্লায়েন্টরা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর। আফ্রিকান, আমেরিকান, মেক্সিকান কিংবা গায়েনিজ—প্রত্যেকের চেহারার গঠন ও ত্বকের ধরন ভিন্ন। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা পরিকল্পনায় মেকআপ করেন তিনি।

মনোবিজ্ঞানিদের সাথে একমত হয়ে তিনি বলেন, 'মেকআপ শুধু সুন্দর দেখানোর জন্য নয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর একটি মাধ্যম।' নিউ ইয়র্কে সৌন্দর্যচর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শহরের প্রায় প্রতিটি ব্লকে বিউটি সেলুন রয়েছে। সেখানকার নারীরা নিয়মিত আইব্রোজ, নেইল এক্সটেনশন এবং চুলের যত্ন নেন। তবে বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া তাঁরা সাধারণত ভারী মেকআপ পছন্দ করেন না।'

কানিজের মতে, আমেরিকান মেকআপে ন্যাচারাল লুক বেশি প্রাধান্য পায়। তবে বাংলাদেশি বা ভারতীয় বিয়েতে কনের সাজের ক্ষেত্রে আলাদা গুরুত্ব থাকে। তাই এই দুই ধরনের মেকআপ স্টাইল বোঝা একজন মেকআপ আর্টিস্টের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি নতুন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কানিজ নতুন কিছু শিখেছেন। বিভিন্ন ত্বকের ধরন এবং সংস্কৃতিগত রুচির পার্থক্যের জন্য তাকে প্রতিনিয়ত নিজেকে আপডেট রাখতে হয়েছে।

তিনি বলেন, 'একজন মেকআপ আর্টিস্টের কাজ কেবল মুখ সাজানো নয়, বরং প্রতিটি ক্লায়েন্টের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাজটি মানিয়ে দেওয়া জরুরি।' কানিজের মতে, বিয়ের কনের সাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কনের সাজ এমন হতে হবে, যাতে তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা দেখান।

তিনি বলেন, 'বিয়ের দিন কনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য। তাই কনের সাজ এমনভাবে করা উচিত, যাতে তাঁর ব্যক্তিত্বও ফুটে ওঠে।'

কানিজ মনে করেন, সফল মেকআপ আর্টিস্ট হতে হলে স্কিন কেয়ারের সঠিক ধারণা থাকা জরুরি। ত্বকের ক্ষতি যাতে না হয়, সে জন্য ভালো প্রোডাক্ট ব্যবহার এবং ত্বকের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি জানা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, 'কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহারের আগে তার উপাদান ও প্রভাব সম্পর্কে জানতে হবে। প্রোডাক্টের ভুল ব্যবহার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।'

তিনি নতুন প্রজন্মের মেকআপ আর্টিস্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'মেকআপ শিল্পে টিকে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত শেখার মানসিকতা থাকতে হবে। ত্বকের যত্ন সম্পর্কে জানতে হবে এবং কসমেটোলজির লাইসেন্স নিতে হবে।'

কানিজের দর্শন, ভেতরের সৌন্দর্যের গুরুত্ব। কানিজ মনে করেন, ভেতরের সৌন্দর্যই একজন মানুষকে সত্যিকারের সুন্দর করে তোলে। মন ভালো থাকলে মুখের সৌন্দর্যও বাড়ে।

তিনি বলেন, 'আমাদের কাজ কেবল মানুষকে সাজানো নয়। বরং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লায়েন্ট যখন নিজেকে সুন্দর মনে করেন তখন তার আত্মবিশ্বাসও বাড়ে, আর তখন আমি বুঝি, আমার কাজ সফল হয়েছে।'

কানিজের বিশ্বাস করেন, একজন মেকআপ আর্টিস্টের কাজ শুধু মুখ সাজানো নয়। বরং ক্লায়েন্টের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, 'ক্লায়েন্টের মনের কথা বুঝতে পারলে, তার পছন্দমতো সাজ দেওয়া সহজ হয়। তাদের সন্তুষ্টি আমার কাজের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

কানিজ হুসনা আকবরী ভবিষ্যতে বাংলাদেশি মেকআপ শিল্পীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি চান, দেশীয় শিল্পীরা আন্তর্জাতিক মেকআপ ট্রেন্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ করুক এবং বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করুক।

কানিজের জীবনগল্প প্রমাণ করে, কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে যে কোনো লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। তাঁর কাজ শুধু পেশাদারিত্বের পরিচয় নয়, বরং একধরনের শিল্পকর্ম। যেখানে প্রতিটি মুখই এক একটি ক্যানভাস এবং মেকআপের মাধ্যমে সেই ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা হয় অনন্য সৌন্দর্য।

মেকআপ আর্টিস্ট সাদিয়ার পেশাগত যাত্রা ও অভিজ্ঞতা

আরো এক মেকআপ আর্টিস্ট সাদিয়া, যিনি মনে করেন, মেকআপ প্রথমত, তাঁর নিজের জন্য। তিনি বলেন, 'আমি আমাকে ভালোবাসি। নিজেকে সুন্দর রাখতে, গুছিয়ে নিতে এবং নিজের সাজসজ্জার দক্ষতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে মেকআপ শেখার আগ্রহ জন্মায়। যেকোনো কাজেই গ্রামার জানা থাকলে কাজটি যেমন সহজ হয়, তেমনি সুন্দরও হয়।'

সাদিয়া প্রায় ৮-৯ বছর আগে মেকআপ শেখা শুরু করেন। সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে ঘরে বসেই পৃথিবীর বিভিন্ন মেকআপ ট্রেন্ড সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার কারণে শেখার সুযোগ আরও বাড়ে। তিনি মনে করেন, একজন মেকআপ আর্টিস্ট হওয়ার জন্য সৃজনশীলতা ও দক্ষতার পাশাপাশি পেশাগত প্রশিক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেকআপ শেখার জন্য এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্স প্রদান করে। এসব কোর্সে স্কিন কেয়ার, মেকআপ অ্যাপ্লিকেশন, হেয়ার স্টাইলিং, রঙের তত্ত্ব, বিশেষ ইফেক্টস (Special FX) এবং ক্যামোফ্লাজিং শেখানো হয়। বিভিন্ন দেশে মেকআপ আর্টিস্ট হওয়ার জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাদিয়া নিজেও অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মেকআপের প্রয়োজনে।

কাজের সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে সাদিয়া বলেন, 'মেকআপ শিল্পী হিসেবে একজন পেশাদার ব্যক্তির কাজের সুযোগ সীমাহীন। সেলুন বা বিউটি ক্লিনিকে কাজ করতে পারেন।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠান, পার্টি বা কর্পোরেট ইভেন্টে মেকআপ সার্ভিস দিতে পারেন। ফ্যাশন শো, টেলিভিশন শো, চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন সংস্থায় তাদের দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারেন।সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের কাজ প্রচার করে ব্যক্তিগত ক্লায়েন্ট বেস তৈরি করার সুযোগও করে নিতে পারেন।'

সাদিয়া, নিজেও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তবে মেকআপের পাশাপাশি তিনি সবসময় অন্যান্য সৃজনশীল কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে থাকাকালীন যেসব কাজ করতেন, সেগুলোরও আন্তর্জাতিক পরিসরে সুযোগ পান। তাই এককভাবে মেকআপকে পেশা হিসেবে না নিয়ে, নিজেকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে ভার্সেটাইল হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

এই শিল্পে আসবার শুরুর দিকে তার তেমন কোনো বড় সমস্যা হয়নি। সাদিয়া বলেন, 'সৃজনশীল যেকোনো কিছু শিখতে আমার ভালো লাগে। তবে মেকআপ পুরোপুরি হাতের কাজ। প্রথমদিকে সেই হাতের ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল না। চর্চার মাধ্যমে সেটি সময়ের সঙ্গে এসেছে। হাতের কাজ যত সুন্দর হয়, কনফিডেন্স তত বাড়ে। এখন আমি কনফিডেন্ট ও ফ্লেক্সিবল।'

ভিন্ন দেশের মানুষদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সাদিয়া দু'বার নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকে মেকআপ আর্টিস্ট এবং ফ্যাশন ডিজাইনার সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। সেখানে বাংলাদেশের টপ মডেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ মডেলদের মেকআপ করার সুযোগ পেয়েছেন।

সাদিয়া বলেন, 'ভিনদেশীদের সঙ্গে কাজ করা তুলনামূলক সহজ। কারণ, তারা আমাদের এশিয়ান মেকআপের মতো ভারী মেকআপ পছন্দ করেন না। তারা খুব ন্যাচারাল লুক পছন্দ করেন। তাদের নির্দিষ্ট কোনো চাহিদা থাকে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেকআপ আর্টিস্টের ওপর নির্ভর করেন। কাজ শুরুর আগেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া একজন পেশাদার মেকআপ আর্টিস্টের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।'

সাদিয়ার মতে, মেকআপ আর্টিস্ট হতে হলে প্রথমেই একজন সৃজনশীল মানুষ হতে হবে। তিনি বলেন, 'যেমন একজন ডায়েটিশিয়ানকে আমরা স্বাস্থ্যবান দেখতে চাই, ঠিক তেমনি একজন মেকআপ আর্টিস্টের উপর ভরসা করতে হলে তার নিজেকে সাজানো গুছানো থাকতে হবে। ক্লায়েন্ট যেন তাকে দেখে মেকআপ করতে আগ্রহী হয়। বিশ্বাস, ভালোবাসা, শিক্ষা—সবকিছুই একজন মেকআপ আর্টিস্টের ব্যক্তিত্বে প্রকাশ থাকা জরুরি। এতে ক্লায়েন্টের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং কাজও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।'

সাদিয়া মনে করেন, যে কোনো প্রফেশনে ভালোবাসা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং সততার প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'আপনি যে পেশাতেই থাকুন না কেন, যদি এসব গুণ আপনার মধ্যে থাকে, তবে বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন নেই।'

বর্তমানে সাদিয়া মেকআপ, ফ্যাশন, প্রোমোশন, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, কনটেন্ট রাইটিং, প্রোগ্রাম প্রডিউসিং, পাবলিক রিলেশন, হোস্টিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, জার্নালিজম এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইন নিয়ে কাজ করছেন।

তার মতে, এই কাজগুলো একে অপরের পরিপূরক।

ভবিষ্যতে এই সবকিছুকে একত্রিত করে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সাদিয়া বলেন, 'সব কাজ মিলিয়ে আমি এক 'আমি' হিসেবে বাঁচতে চাই।'

আজকে শিল্পঘরের পাতায় কানিজ হুসনা আকবরী ও সাদিয়ার গল্প আমাদের শেখায় যে, প্রতিভা, পরিশ্রম, এবং পরিবার-পরিজনের সমর্থন থাকলে জীবনের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। সৃজনশীলতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে মেকআপ শিল্পীরা সৌন্দর্যের সংজ্ঞাকে নতুন রূপ দেন। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর এই যাত্রায় বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতাকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বর্তমানে মেকআপ শিল্পে সফল হতে হলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, নতুন ট্রেন্ড সম্পর্কে আপডেট থাকা এবং ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কানিজ ও সাদিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে এটি পরিষ্কার যে, মেকআপ শুধুমাত্র একটি পেশা নয়—এটি শিল্প, ভালোবাসা, এবং আত্মপ্রকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

কবির আত্মকথন

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

এখনো মনে হয় কেউ না কেউ আছে
কোথাও না কোথাও নিরিবিলি পড়ছে আমার কবিতা
শিল্প-খোঁজা, আনন্দ-উদ্বেল তরুণ কি তরুণী
বুঁদ হয়ে আছে, জগতের সকল নেতির মাঝে ব্যতিক্রম
ওরা আছে, প্রবল নাদ ও ঢাকঢোল পিটানোর মাঝে
তারা মজে আছে, যেন দূর থেকে হাসছেন ঠাকুর।

ভাগ হয়ে যাওয়া ব্রহ্মাণ্ডের বুকে ওরা গাইছে মানবিক গান
যেন রাশি রাশি পুষ্প ঝরে পড়ে আছে ধুলোর পৃথিবীতে
এখনো অমলিন চাঁদের পীযূষধারা 'বইছে ভুবনে'
এখনো কবিতা আছে, কোথাও না কোথাও পাঠ হচ্ছে
কবিতা , যে কবিতার শব্দাবলী একদার রক্ত দিয়ে কেনা।

কি করে আমার হয়ে যায়

আহমেদ ছহুল

রাষ্ট ভাষা বাংলা চাই রাষ্ট ভাষা বাংলা চাই
কম্পিত ঢাকার রাজপথ
দুর্বার ছাত্র জনতা মিছিলের পর মিছিল।
ওরা উদ্দাম নির্ভীক ওরা ভাঙে একশ চুয়াল্লিশ ধারা
অকুতোভয় সৈনিকের মতো সব নেমে যায় রাস্তায়
আবালবৃদ্ধবনিতা
দাবী শুধু একটা মায়ের ভাষা ফেরত চাই

প্রতিবাদী ছাত্র জনতার ক্ষুব্ধ আওয়াজ
মুহূর্ত ছড়িয়ে যায় মধুর ক্যান্টিন থেকে
আমতলা কলাবাগান গমগম করে চারপাশ
আমাদের দাবী আমাদের দাবী মানতে হবে।
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় অলিগলি রাজপথ
কাঁদানে গ্যাস চোখের মণিতে তীব্র জ্বালা
লাঠির আঘাত মাথার উপর হুলিয়া গ্রেফতার
তবুও জনতার মিছিল এগিয়ে যায়

হঠাৎ গর্জে উঠে থ্রি নট থ্রি রাইফেল
পাখি শিকারি মতো গুলি করে ওরা
মানুষে মাথায় বুকে
রফিকের রক্তে ভিজে যায় জমি
বরকতের রক্তে ভিজে যায় জমি
সালামের রক্তে ভিজে যায় জমি
সফিউলের রক্তে ভিজে যায় জমি
জব্বারে রক্তে ভিজে যায় জমি
সব স্তব্ধতা ভেদ করে গর্জে ওঠে সারা বাংলা
বিদ্রোহের ঘটে বিস্ফোরণ এক দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয়
মায়ের ভাষা! আমার ভাষা!

এক কথা এক দাবী।
মায়ের ভাষা! আমার ভাষা! আমার ভাষা!
অবাক বিস্ময়ে দেখে পৃথিবীর বিসৃত জনপদ
অগণন মানুষ
কি করে জীবন দিয়ে মুক্ত করে মায়ের জবান।
কেমন করে
চর্যাপদ থেকে নেমে আসা মায়ের বলা ধ্রুপদী
শহীদের রক্তে রক্তে পলাশ আর শিমুলের মতো
আমার বর্ণমালা অ আ ক খ আমার হয়ে যায়।
অ আ ক খ আমার হয়ে যায় আমার হয়ে যায়।

একুশের আকুলতা

দেওয়ান নাসের রাজা

একুশের পবিত্র চত্বরে-স্তূপাকৃত
রক্ত জবা। তুমি আমায় বললে
ডেকে, শহিদের ইতিকথা।

শহিদ মিনারে শিমুলের পাতা
কুয়াশায় ভিজা ছিলো
তোমার চোখের তারায় তারায়
তীব্র আকুলতা।

ফাল্গুনের হাওয়ায় হাওয়ায়
হৃদয়ে আনন্দ ধারা
স্বর আর ব্যঞ্জন বর্ণের মতোই
অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসা।
বায়ান্নর ভাষার মতোই
অবিরাম অবহেলা
রক্তের ধারার মতো-অবিশ্রান্ত
মায়ের ভাষায় অমল কবিতা।

রফিক জব্বার বরকত সালামের
আত্মদান। সবুজ প্রান্তরে কে গায়
মরমিয়া গান।

ঝরাপাতার গান

রাবাত রেজা নূর

ভুল ফুলে ভরে গেছে অতসীফুলের
ডাল—দূরচারী হাওয়াদের তালে
কাঁপে বুনো কালিম পাখির ছানা
শিঙে ঘাসের গন্ধ; ফেরে মহিষের পাল—
তীব্র নিনাদসুরে হাহাকার পাখি
রাত চিঁড়ে ছুটে চলে তারাদের ঝাঁক
চুমুর গন্ধ কোথায় লুকিয়ে রাখি–?
জানে যদি কেউ তবে সব জেনে যাক—
জলের শিয়রে বসে দূরগামী চিল
মদির হাওয়ায় ঢুলে রঙধনু সুর; কেউ
কি মেপেছে কখনো; তোমার বাড়ি
থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব কতদূর—
হুইসেল বেজে যায় জোনাকিট্রেনে
ডুবছি দারুণ লোনলিনেসের জ্বরে
কেউ কি জানে কেমন করে একটা
পাতা ঝরে যায় কত অনাদরে—

মাতৃভাষা

সাকিব জামাল

মা আমার, গাঁও গেরামের লোক
তবু তাঁর মুখের ভাষায়-
আমার পরিচয় হোক!
কথায় আমার আঞ্চলিকতার টান,
জন্মসূত্রে পাওয়া খোদার সেরা দান।
এসব নিয়ে ভর সমাজে, লোকে-
যা খুশি তাই বলুক!
ভাষা বৈচিত্র্যে- যাদের গাঁ জ্বলে,
মেরুদন্ড বিকিয়ে তারা
কেঁচো হয়ে চলুক!

ফেব্রুয়ারি

এস ডি সুব্রত

জাগ্রত চেতনার দীপ্ত শপথে
ভয় দ্বিধাহীন অভিযাত্রা
ক্রোধের অনলে জেগে উঠা বিস্ফোরণ
দাবিয়ে রাখা যায় না।
পৃথিবীর আলো দেখা প্রথম প্রহরে
মুখ ফুটে বেড়িয়ে আসা উচ্চারণ
কখনো মানে না কোনো
ভয় ভীতি গুলি আস্ফালন
মায়ের ভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে
পিছপা হয়নি দামাল ছেলেরা
বিপদে এগিয়ে আসে মুক্তির কান্ডারি
অস্তিত্বের আঙিনায় অনিমেষ
ছায়া ফেলে রক্তে রঞ্জিত ফেব্রুয়ারি।

একুশ : কিছু অসমাপ্ত বাক্য

এইচ বি রিতা

ফেব্রুয়ারির কুয়াশা ভেঙে আসে কিছু নাম।
নামগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যায়
অথচ শহরের দেওয়ালে এখনো লেগে আছে তাদের

রক্তের দাগ।

একটা গুলি ছুটে যায় অন্ধকারের দিকে,
তারপর চুপচাপ লুটিয়ে পড়ে ভাষার শরীর
লোকজন তখনো বুঝে ওঠেনি
ভাষা কি সত্যিই মরে যায়?

কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে।
তারপর আরো কয়েকজন
তারপর শব্দেরা গর্জন হয়ে ওঠে
অক্ষরগুলো রাজপথে নামে, বইয়ের পাতায় নয়,

শহীদের বুকে লেখা হয় অভিধান।

একটা পাথর গড়িয়ে পড়ে শহীদ মিনারের সিঁড়িতে।
বাচ্চারা ফুল রেখে যায়,
ফুলের গন্ধে ভেসে আসে
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...'

শহরটা ধীরে ধীরে আবার তার রুটিনে ফিরে যায়।
কিন্তু একটা ভাষা জেগে থাকে,
রাত জেগে, লণ্ঠন হাতে-পথের দিকে তাকিয়ে...

আ মরি বাংলাভাষা

রাশিদা কামাল

বাহান্ন সালের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গঠন করেছে 'সর্ব দলীয় সংগ্রাম পরিষদ। আর এই পরিষদ আহ্বান করেছে সাধারণ ধর্মঘট। কিন্তু কেন গঠিত হলো সংগ্রাম পরিষদ! আর কেনই বা এই পরিষদ ধর্মঘটের ডাক দিলো! কারণ তো একটা আছেই!

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এক ভাষণে বললেন ,

উর্দুই হবে এদেশের রাষ্ট্রভাষা।এ কথায় বাংলাভাষার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হলো। পাশাপাশি বাঙালি জাতির সংস্কৃতিরও অমর্যাদা সূচিত হলো। এর ফলশ্রুতিতে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। আন্দোলন নস্যাৎ করতে জারি করা হলো ১৪৪

ধারা। এ ধারা ভেঙে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এলো। না! ভাষার অমর্যাদা কেউ সহ্য করবে না!

সবার মুখে শ্লোগান, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

আইন ভাঙার কারণে চলল গুলি। এ আঘাতে ওদের বুক হলো ঝাঁঝরা। ঢাকার রাজপথ ভিজে উঠলো তাজা তরুণদের রক্তে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন সালাম, বরকত , জব্বার, রফিক শফিকসহ আরও অনেকে। প্রাণ দিলেন কিন্তু ভাষার অমর্যাদা হতে দিলেন না! প্রাণ দিয়ে রক্ষা করলেন মাতৃসম মাতৃভাষাকে। আমরা আবারও অনুভব করলাম মাতৃভাষার গুরুত্ব।

আসলেই তো মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা কীভাবে আমাদের জড়িয়ে ধরে আছে! অথবা আমরা এসবকে জড়িয়ে ধরে আছি! আমাদের পরিচয় তো নির্ণিত হয় এ তিনটি যোগ্যতার কারণে! তা না হলে পরিচয় তো হয় অসম্পূর্ণ-খণ্ডিত।

খণ্ডিত পরিচয় নিয়ে কে বাঁচতে চায়!

এ ঘটনা আমার জন্মের আগের। একটু একটু করে বড়ো হয়েছি আর এসব কথার মর্ম উপলব্ধি করেছি। মনের ক্যানভাসে ধরে রেখেছি না দেখা সেই আত্মত্যাগী মানুষগুলিকে। যারা ভাষার জন্য অবলীলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

আমার মনে নেই কোন সালের কথা। আমি তখন থ্রি বা ফোরে পড়ি। একুশে ফেব্রুয়ারি সে সময় স্বীকৃতি পায় নি। নিয়মিত স্কুলে যেতে হতো। দিনটিকে পালন করার কোন সুযোগই ছিলো না। আমরা যথারীতি অ্যাসেমব্লিতে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ ' গানটি গেয়ে ক্লাসে ঢুকতাম। ক্লাসও শুরু হতো নির্ধারিত সময়ে। কিন্তু তবুও ব্যতিক্রম ছিলো। একটা সূক্ষ্ম ছন্দপতন টের পেতাম ওই বয়সেও। স্যার ক্লাস নিতেন মন্থর গতিতে। কোন হোমওয়ার্ক দিতেন না। ক্লাসওয়ার্ক চলতো মুখে মুখে। ব্রজেনবাবু স্যার ছিলেন গণিতের শিক্ষক। অন্যদিন তিনি এসেই বোর্ডে অংক করাতেন। কিন্তু সেদিন তা করতেন না! শুধু সময়টা পার করতেন।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতাম নাইন টেনের বড় আপুরা ক্লাসে ঢুকেছেন। এতক্ষণ ওঁরা মাঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। ক্লাসে ঢুকেই আমাদেরকে যে কোন একজন আপু বলতেন, 'আজ ক্লাস হবে না। জানো তো এটা কী মাস? আজ কত তারিখ?'

আমরা কোন উত্তর দিতাম না। কেবল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আপুই বলতেন, 'আজ একুশে ফেব্রুয়ারি! ভাষার

আন্দোলনের মাস। এ দিনে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমাদের ভাইয়েরা। ওঁদের সম্মানে আজ স্কুল বন্ধ। তোমরা চলে এসো।'

আমরা তখনই উঠতাম না। স্যারের দিকে তাকাতাম। কিন্তু মনে হতো স্যারও চাইছেন আমরা চলে যাই। শ্রদ্ধা জানাই শহিদ ভাইদের। উঠে পড়তাম এর পরে। লাইন করে বের হতাম ক্লাসরুম থেকে। স্যারকে দেখতাম খুশি মনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার এ দৃশ্যটা এখনও মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

অবশ্য ভোররাতে প্রভাতফেরির সুরে ঘুম ভাঙতো। উঠতাম না লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে গান শুনতাম। মনের মধ্যে এক আবেশের সৃষ্টি হতো। বহুবার শোনা এই দেশাত্মবোধক গানগুলিকেই নতুন মনে হতো।

এভাবেই বড়ো হতে লাগলাম। একদিন শুনলাম এ দিনটি ছুটির দিন। পাকিস্তান সরকার দিনটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে নয়, মন্থর গতিতেও ক্লাস করা নয়! যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটিকে পালন করতে পারব। তখন থেকে মনে হতো ন্যায়ের কাছে অন্যায় একদিন না একদিন হেরে যাবেই। যেতে বাধ্য হবে।

এই তো আমার বাংলাদেশ! যাকে ভালোবেসেও মনে হয় ঠিকমতো ভালোবাসতে পারলাম না! কতকিছু করার আছে দেশের জন্য! অথচ কিছুই করতে পারি নি। করতে পারব কিনা তাও জানি না! তবুও বুকের ভেতরে বেজে চলে একটি সুর-

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলাভাষা।"

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

M & N HOME CARE

Best pay rate in the indastry

CDPAP
PCA
HHA

$ 23.99

SNAP BENIFITS

HOUSING Assistance

CASH Assistance

Upto $ 21.282.68

Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
2022

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
13 February 2025, Thursday, Issue 413

বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৩০ মাঘ ১৪৩১, ১৪ শাবান ১৪৪৬

রাইজ আপ নিউইয়র্ক সিটির দ্বিতীয় লিডারশিপ সামিট ৭ ফেব্রুয়ারি জ্যাকসন হাইটসের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়

রাইজ আপের অগোছালো অনুষ্ঠান স্যোসাল মিডিয়া প্রমোটিং

নিউইয়র্ক সিটি

রাইজ আপের অনুষ্ঠানে এবিসিএইচ স্যোসাল মিডিয়া গ্রুপকে প্রোমোটিং করার বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশীদের পলিটিক্যাল সংগঠন রাইজ আপ নিউইয়র্ক সিটির দ্বিতীয় লিডারশিপ সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) জ্যাকসন হাইটসের গুলশান টেরেসে সামিট অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এ্যারিক এডাম, কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থীসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট জনরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন বলে প্রচার করা হলেও মেয়র এরিক এডামসহ অনেককে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। এছাড়াও নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘন্টা পর শুরু হয় অনুষ্ঠানটি।

রাইজ আপ নিউইয়র্ক সিটির অনুষ্ঠানে মিডিয়া এফেয়ার্স জামিল সরোয়ারের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের আমন্ত্রন জানানো হয় অনুষ্ঠানের আগের দিন। ইমেইলের মাধ্যমে দেওয়া হয় ড্রেসকোডের বিবরণ। জানানো হয় মেইন স্ট্রিম প্রোগ্রামের আদলে আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হবে। আমন্ত্রন চিঠিতে প্রত্যেকটি পর্বের ছকও ছিল আঁকা। কিন্তু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বেশীর ভাগ অতিথিদের মধ্যে কোন ড্রেসকোড চোখে পড়েনি। পার্টি হলও ছিল অনেকাংশে ফাঁকা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাইজ আপ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শামছুল হক এবিসিএইচ নামক একটি সোস্যাল মিডিয়া গ্রুপের মাধ্যমে ৭২ হাজার বাংলাদেশী সদস্য অনুষ্ঠানটি লাইভে দেখার কথা ঘোষনা করলেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে একই ঘোষনা দিলেন অন্তত ৭ বার। বার বার সভাপতির এমন ঘোষণা শুনে এবিসিএইচ গ্রুপে প্রবেশ করে লাইভটি দেখা যায়নি। মূলত কোন প্রকার লাইভ সম্প্রচার তারা করেনি এবিসিএইচ গ্রুপ। বরং গ্রুপের একজন এডমিন তারিকুল ইসলাম মিঠু ব্যক্তিগত প্রোপাইলে খন্ড খন্ড লাইভ করেছেন কয়েকবার। সেখানে দেখা গেছে মাত্র ৫ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেছেন।

রাইজ আপের অনুষ্ঠানে এবিসিএইচ স্যোসাল মিডিয়া গ্রুপকে প্রোমোটিং করার বিষয়টি অনুষ্ঠান স্থলে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। তবে অনুষ্ঠান জুড়ে আয়োজকদের ভোটার রেজিস্ট্রেশনের অনুপ্রেরনামূলক বক্তব্য ছিল প্রসংসনীয়।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি

৯০ শতাংশ কমেছে অবৈধ অভিবাসীদের সীমান্ত অতিক্রম

এইচবি রিতা

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের পর দিন ২১ জানুয়ারি থেকে অবরুদ্ধ দক্ষিণ সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা অবৈধ অভিবাসীদের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে ৯০ শতাংশ কমে গেছে। প্রবীণ সীমান্ত এজেন্ট মাইকেল ব্যাঙ্কস ফক্স নিউজের 'ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, সীমান্ত টহল কর্তৃপক্ষের হাতে আটক হওয়া অপরাধী অভিবাসীদের বিচারের হার ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

এনওয়াইসির হাসপাতালে রোগীদের আইসিই থেকে লুকাতে নিষেধ

মেয়রের উপর ক্ষোভ

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক শহরের পাবলিক হসপিটাল সিস্টেম, কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন রোগীদের ইমিগ্রেশন ও আইসিই এজেন্টদের থেকে লুকিয়ে রেখে সহায়তা না করে—কারণ বিষয়টি ডেমোক্র্যাটিক নেতাদের ক্ষুব্ধ করেছে এবং তারা এই আদেশ বাতিলের দাবি তুলেছেন। ১৬ জানুয়ারি, এনওয়াইসি হেলথ প্লাস হাসপাতাল একটি মেমো জারি করে, যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেডারেল আদেশের কয়েকদিন আগে আসে। ওই আদেশ স্কুল, গীর্জা, হাসপাতাল ও আশ্রয়কেন্দ্রসহ 'সংবেদনশীল অবস্থানগুলি' অভিবাসন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ভ্রমণ

দেয়াঙ পাহাড়ে তীর্থস্থান

মো. ইমরান হোসাইন

চারদিকে পাহাড়ঘেরা সবুজ মাঠ। সুনসান পরিবেশ। হরেক রকম ফুল আর পাতাবাহারগাছে পাখিদের কলকাকলি। মাঠের এক পাশে পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ওপরের দিকে উঠে গেছে। সেই সিঁড়ি ধরে এগোলো দেখা যাবে কাচ দিয়ে ঘেরা মরিয়মের প্রতিকৃতি। আশপাশে বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন আশ্রম ও ধ্যানঘর।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নের দেয়াঙ পাহাড়ের নিরিবিলি পরিবেশের এই আশ্রমের নাম মরিয়ম আশ্রম। পর্তুগিজ বণিকদের হাতে এর পত্তন হয়েছিল প্রায় ৫০০ বছর আগে।

চট্টগ্রাম শহর থেকে দেয়াঙ পাহাড়ে যেতে পার হতে হবে শাহ আমানত সেতু। সেখান থেকে গিয়ে নামতে হবে কেইপিজেড গেটে। পরে কেইপিজেড সড়ক ধরে এক কিলোমিটার গেলে দেয়াঙ পাহাড়ের মরিয়ম আশ্রম।

আশ্রমের প্রবেশপথে মূল ফটকের পাশে ক্রুশসহ একটি পাথরের ফলকে বড় করে লেখা—'দিয়াঙে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের গোড়াপত্তন'। সেখান থেকে জানা গেল, ১৫১৮ সালে চট্টগ্রামে আসেন পর্তুগিজ বণিকেরা। ১৫৩৭ সালের দিকে তাঁরা দেয়াঙ পাহাড় এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতের কোচিন থেকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ১৫৯৮ সালে চট্টগ্রামে মিশনারি ও যাজকেরা আসতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জেজুইট ধর্ম সংঘের পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ। ১৫৯৯ সালে দেয়াঙে চট্টগ্রামের গির্জার নির্মাণকাজ শুরু করেন তিনি। ১৬০০ সালে ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ চট্টগ্রাম শহরের বান্ডেল রোড ও জামালখান এলাকায় আরও দুটি গির্জা নির্মাণ করেন।

মরিয়ম আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপ্লান্তর স্মৃতিস্তম্ভ দেখা গেল পাহাড়ের ওপর। আশ্রম ঘুরে দেখার সময় একটি প্রার্থনার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা। তিনি জানান, দেয়াঙের ৫০০ বছরের ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে গোড়াপত্তনের, আরেকটি শেষের দিকের ১০০ বছরের ইতিহাস। মরিয়ম আশ্রমের পাশে বংশপরম্পরায় বসবাস করছেন যোজেফপাড়া ও মরিয়মপাড়ায় প্রায় ১ হাজার বাসিন্দা।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com